॥ লেখকের অন্যান্য নাটক ॥

গোলাপ কাঁটা

পাহাড়ী ফুল

বৌদির বিয়ে

ক্যাম্প থ্রি

কলেজ হোষ্টেল

গোল পার্ক

ফ্লু

প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ

রিহার্স্যাল

পলিটিক্স

বিদিশ

রি-এ্যাকশন্

ডাইভোর্স

ঝুমুর

তিন একাংক (সংকলন)

দমকল

শৈলেশ গুহ নিয়োগী



। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ।
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলি: ৯

প্রথম প্রকাশ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫২

প্রচ্ছদ : প্রণব শূর

দাম [illegible]

এই নাটক অভিনয় করিবার পূর্বে নাট্যকারের লিখিত অনুমতি লইতে হইবে।

ঠিকানা :

৬।১ ফকির হালদার লেন

কলিকাতা-২৬

এস. দত্ত, ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত ও ৬০, পটুয়াটোলা লেন, রূপলেখা-প্রেসের ক্ষে শ্রীঅজিতকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীমতী মীরা বিশ্বাসকে—

নাট্যরসিক, নাট্যসংস্থা, পাঠক এবং সব শেষে আমার প্রকাশকের আংশিক অনুরোধ-মিশ্রিত আদেশে আরেকটি পূর্ণাঙ্গ হাসির নাটক লিখলাম।

আমার পরম হিতাকাঙ্খী ধৈর্যহীন প্রকাশকের কাছে যেহেতু 'দমকল' একটি ভাল হাসির নাটক বলে মনে হয়েছে, তিনি কাল-বিলম্ব না করে কড়ায় চাপিয়ে ফুটন্ত তেলে নাটকটিকে ভেজে পরিবেশনের জন্যে প্রস্তুত করে ফেলেছেন।

খেয়ে বলুন এ নাটকের স্বাদ কেমন!

শৈলেশ গুহ নিয়োগী

৬।১ ফকির হালদার লেন

কলিকাতা—২৬

প্রযোজনায়

ক্যালকাটা মেরী মেকার্স ক্লাব

চরিত্র		শিল্পী
সুনেত্রা	—	বেলা রায়।
লিলি	—	জলি চ্যাটার্জী।
শিশির	—	বিমল রায়।
বিনয়	—	রামেশ্বর রায়।
হরপ্রসাদ	—	শিবকুমার শর্মা।
যোগেশ	—	তারাপদ ভট্টাচার্য।
অমর	—	অজিত দাস।
গৌরীপ্রসাদ	—	বিমান বিশ্বাস।
মিষ্টার সেন	—	মিলন রায়চৌধুরী।
ম্যানেজার	—	ভিক্টর ঘোষ।
প্রশান্ত	—	তুষার ঘোষ রায়।
বীরু	—	বিষ্ণু চক্রবর্তী।
কানাই	—	বিশ্বনাথ দাস।
বলাই	—	কমল চন্দ।
মধু	—	নিরঞ্জন দে।

নেপথ্যে

পরিচালনা	—	পিক্লু নিয়োগী।
সঙ্গীত	—	শিবকুমার শর্মা।
রূপসজ্জা	—	নিমাই দাস।
আবহ সঙ্গীত	—	অশোক মাইতি, পঞ্চানন দাস।
আলোক	—	মিলন রায় চৌধুরী।
ব্যবস্থাপনা	—	রঞ্জন রায়, অজিত দত্ত, সুখেন্দু বোস, কালীপদ মুখার্জী, সুধীর তপস্বী। সঞ্জীব সমাদ্দার।

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

[সাধারণ হোটেলের একটি ঘর। একপাশে আলনায় স্তূপাকার করা ময়লা জামা-কাপড। তার পাশে পুরোন একটি টেবিল ও গোটা কয়েক নড়বড়ে চেয়ার। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটি খাট পাতা। তার ওপর একটি তেলচিটে চিরস্থায়ী বিছানা। খাটের নীচে দুটো ট্রাংক। দেয়ালের ক্যালেণ্ডার হাওয়ায় উল্টে গেছে।

এই ঘরে বিনয় ও শিশির, দু'বন্ধু থাকে। দু'জনেই বেকার। পর্দা খুলতে দেখা যায়—খাটের দু'প্রান্তে দুটি মাথা! অর্থাৎ বিনয়ের পায়ের দিকে শিশিরের মাথা। দু'জনেই শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। কিছু সময় অতিবাহিত হলে, কেউ কোন কথা না বলে কাগজের পাতাগুলো পাল্টাপাল্টি করে নেয়। আবার কিছুক্ষণ পড়ে। অবশেষে দু'জনেই একসঙ্গে কাগজ হাতে উঠে বসে।]

বিনয়॥ ঠাকুর-চাকরগুলোর হলো কি! এত বেলা হয়ে গেল অথচ চা জলখাবার আনছেনা কেন?

শিশির॥ একটা ড্রাস্‌টিক্‌ এ্যাকশন্‌ নেওয়া দরকার। ভেবেছে কি? আমরা কি অর্ডিনারী লোক নাকি যে যখন খুশী ব্রেকফাষ্ট আনলেই চলবে!

বিনয়॥ সেইজন্যেই বলেছিলাম আমাদের মত রেস্‌পেক্টেবল্‌

লোকদের কোন বড় হোটেলে থাকা উচিত। ছোট হোটেল মানেই এইরকম মিস্‌ম্যানেজমেন্ট।

শিশির ॥ (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

শিশির ॥……চায়ের সঙ্গে একটা এগ্‌ফ্রাই আনিস।

বিনয় ॥……আমার জন্য পেঁয়াজী পেস্তা—

শিশির ॥ ছি ছি—এইরকম ডাকাডাকি করে ব্রেকফাষ্ট খেতে হলে প্রেস্টিজ বলে আমাদের কিছু থাকবেনা।

বিনয় ॥ আমি কমপ্লেন করব। সিরিয়াসলি বলছি আমি কমপ্লেন করব। এই রকম আনটাইমলি সারভিং কিছুতেই টলারেট করব না।

শিশির ॥ কার কাছে কমপ্লেন করবি? কমপ্লেন বোঝবার মত একটি লোকও এই হোটেলে নেই। ম্যানেজারটাতো কলাপাতা মার্কা হোটেল থেকে এসেছে।

বিনয় ॥ সেই কথা ভেবেই এবারকার মত ছেড়ে দিলাম।

শিশির ॥ (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

শিশির ॥ বিনয়, কর্মখালির কলমটা ভাল করে দেখেছিস্?

বিনয় ॥ দেখেছি। একটা চাকরীও সুইটেবেল নেই। সব ক্লার্ক আর টাইপিষ্ট। আমি শুধু ভাবি লোকগুলো দেড়'শ টাকার চাকরী কেন করে। মিনিমাম হওয়া উচিত পাঁচ'শ টাকা।

শিশির ॥ না না ছ'শ হওয়া উচিত। বাড়ীভাড়া অনেক বেড়ে গেছে।

বিনয় ॥ বাড়ীভাড়া আমি ছেড়েই দিলাম। সেকথা যদি বলিস— একটু ওয়েল ফার্নিশড্ রুম নিতে গেলেই সাত'শ টাকা দরকার।

শিশির ॥ আহা আমি কি ওয়েল ফার্নিশড রুমের কথা বলছি? সেকথা যদি বলিস, তাহলে আট'শ টাকা কামাই না করলে ওয়েল ফার্নিশড্ রুমে থাকাই যায় না।

বিনয় ॥ মোটামুটি ন'শ হলে চলে, কি বলিস?

শিশির ॥ সভ্যভাবে থাকতে হলে চাই হাজার।

[ফটাশ করে বেলুন ফাটবার শব্দ শোনা যায়]

কি ফাটলরে?

বিনয় ॥ হোটেলের গ্যাস বেলুন।

শিশির ॥ (চেঁচিয়ে) কানাই--

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

[ম্যানেজার একটি ট্রেতে খাবার নিয়ে প্রবেশ করে]

ম্যানেজার ॥ একটু দেরী হয়ে গেল—।

শিশির ॥ একি ম্যানেজারবাবু, আপনি নিজে বয়ে এনেছেন কেন?

ম্যানেজার ॥ কি করি! চাকর-বাকরগুলোকে বিশ্বাস নেই। কি খাওয়াতে কি খাইয়ে ফেলবে। নিজে হাতে সব কিছু দেখে শুনে নিয়ে এলাম। শিশিরবাবুর এগফ্রাইও এনেছি, বিনয়বাবুর পেঁয়াজী পেস্তাও এনেছি। দয়া করে খেয়ে নিন।

বিনয় ॥ দয়া চাইলেই পাওয়া যায় না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু নজর দেবেন ম্যানেজারবাবু। ব্রেকফাষ্ট মানে সকালের খাওয়া ভুলে যাবেন না।

ম্যানেজার ॥ আজ্ঞে জানি। তবে আপনারা বেকার, বাইরের কিছু কাজকর্ম নেই ভেবে দেরি করেছি।

বিনয় ॥ বেকার বলে খাওয়া-দাওয়া আনটাইমলি করতে পারিনা। আফটার অল্ আমাদের খিদে আছে।

ম্যানেজার ॥ তাতো ঠিকই। নিন এবার খান। খাওয়া হলে ডাকবেন, আমি ডিশগুলো নিয়ে যাব।

শিশির ॥ আপনি আবার কষ্ট করে আসবেন কেন? কানাই বলাই-কে পাঠিয়ে দেবেন।

ম্যানেজার ॥ তাতে দোষ কিছু নেই শিশিরবাবু। আপনাদের দুজনের দায়িত্ব আমি আজ নিজেই নিয়েছি। খান, আমি আসছি।

[ম্যানেজার অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে চলে যায়। দু'জন খেতে আরম্ভ করে]

শিশির ॥ ব্যাপারটা একটু ঘোরাল মনে হচ্ছে!

বিনয় ॥ কেন?

শিশির ॥ ম্যানেজার নিজে হাতে খাবার বয়ে নিয়ে এলো!

বিনয় ॥ রেসপেক্টেবল লোক বুঝে নারভাস হয়ে পড়েছে। ও নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

শিশির ॥ নে চটপট খেয়ে নে! খাবার পর আবার চিন্তা করতে হবে, কি করে টাকা ইনকাম করা যায়।

বিনয় ॥ আমি কি ভাবছি জানিস শিশির? একটা বিজনেস করব। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট। হেড অফিস করব বোম্বে। ক্যালকাটা, ম্যাড্রাস, দিল্লী সব জায়গায় একটা করে ব্রাঞ্চ অফিস খুলব।

ওয়ার্থলেস কর্মচারীগুলোকে পটাপট ধরব আর ঝটাঝট সাসপেণ্ড করব।

শিশির ॥ না না সাসপেণ্ড করিস না। ইউনিয়ন থাকলে বিজনেস ডকে নিয়ে যাবে।

বিনয় ॥ সেও তো কথা। তাহলে কি করা যায় বলতো?

শিশির ॥ ওসব বিজনেস টিজনেস না করে চাকরীর চেষ্টা কর।

বিনয় ॥ কিন্তু চাকরী যদি না পাই।

শিশির ॥ কেন পাবিনা, এ্যাম্বিশন থাকলে নিশ্চয়ই পাবি।

[ম্যানেজার প্রবেশ করে]

ম্যানেজার ॥ আশা করি আপনাদের কিছুটা খাওয়া হয়েছে।

শিশির ॥ তা হয়েছে।

ম্যানেজার ॥ খাবারের স্বাদ কি রকম হয়েছে?

বিনয় ॥ ওঃ, ওয়াণ্ডারফুল টেষ্ট!

ম্যানেজার ॥ কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

শিশি ॥ না, না কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। কিন্তু আপনি আজ বারবার আসছেন কেন?

ম্যানেজার ॥ এই খাওয়াই আপনাদের শেষ খাওয়া কিনা, তাই জন্মের খাওয়া খাইয়ে দিলাম।

বিনয় ॥ তারমানে?

ম্যানেজার ॥ এখুনি আপনাদের ঘাড় ধরে বার করে দেব।

শিশির ॥ আমাদের অপরাধ?

ম্যানেজার ॥ কাল রাত্তিরে টাকা দেবার কথা ছিল। আজ বেলা ন'টা হয়ে গেল তবু টাকা দিলেন না।

বিনয় ॥ সামান্য ক'টা টাকার জন্যে আমাদের মত রেস্‌পেক্টেবল লোককে আপনি তাড়াতে চান ?

ম্যানেজার ॥ সামান্য নয়। ছ'মাসের বাকী ছ'শ টাকা।

শিশির ॥ চাকরী করে ছ'হাজার দিয়ে দেব।

বিনয় ॥ ব্যবসা করে দশ হাজার দিয়ে দেব।

ম্যানেজার ॥ সব বুঝেছি। এই ছোট হোটেলে আপনাদের মত বড়লোক আমি রাখতে রাজী নই। আপনারা গ্র্যাণ্ড হোটেলে যান।

শিশির ॥ বড়লোক হলেও আমরা মনে-প্রাণে অত্যন্ত ছোটলোক।

বিনয় ॥ তাছাড়া বঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ দেখাটাও আমাদের কর্ত্তব্য।

ম্যানেজার ॥ আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে হবেনা। আপনাদের জন্যে অন্য বোর্ডারদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে বসেছে। নিশ্চিন্তে তেল সাবান্ পর্যন্ত বাইরে রাখতে পারেনা।

বিনয় ॥ ম্যানেজারবাবু, আপনার বোঝা উচিত কতটা উদার মন হলে অন্যের জিনিসগুলোকে নিজের মনে করে ব্যবহার করতে পারে !

ম্যানেজার ॥ নিকুচি করেছি আপনাদের উদারতার। এখুনি বেরোন।

বিনয় ॥ দুঃখ পেলাম ম্যানেজারবাবু! উদারতার কোন মূল্য না দিয়ে আপনি তাকে কুচি কুচি করে দিলেন!

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ দিলাম। মানে মানে সরে পড়ুন এখান থেকে।

বিনয় ॥ খাওয়া শেষ হোক।

ম্যানেজার ॥ অর্দ্ধেক খাওয়া অবস্থায় তাড়াতে চাই যাতে জীবনে আর এ-মুখো না হ'ন।

[ম্যানেজার অর্দ্ধসমাপ্ত খাবারের প্লেট দুটো সরিয়ে নেয়। তারপর জামার হাতা গুটিয়ে এগিয়ে যায়]

যাবেন কিনা বলুন?

শিশির ॥ (হাত চাটতে চাটতে) যাব, যাব। মারামারি করবেন না। আমরা নিরীহ ভদ্র-সন্তান। নে বিনয়, বিছানাটা বেঁধে ফেল। আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলেই যাব।

বিনয় ॥ (বিছানা গোটাতে গোটাতে) ভারি ভয় দেখাচ্ছে! যেখানে রেসপেক্টেবল্ লোকের মান রাখতে জানেনা সেখানে না থাকাই ভাল। আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলেই যাব। ইংলিশ খাবার খাব, পেগ পেগ ড্রিংক করব, এই সব থার্ডক্লাস ম্যানেজারগুলোকে দেখব আর হর্ হর্ ভমিট্ করব।

ম্যানেজার ॥ দয়া করে সেখানেই যান।

[বিনয় হঠাৎ চিৎকার করে শুয়ে পড়ে]

বিনয় ॥ লাষ্ট চান্স—আপনার ভবিষ্যত—

[ম্যানেজার এগিয়ে গিয়ে বিনয়ের জামা ধরে টানতে থাকে]

ম্যানেজার ॥ তবেরে জোচ্চর! বেরোও—বেরোও—

[পাশের ঘরের প্রশান্তবাবু প্রবেশ করে]

প্রশান্ত ॥ কি হলো? বিনয়বাবুর জামা ধরে টানছেন কেন?

ম্যানেজার ॥ ছ'মাস ধরে একটা পয়সা ছোঁয়াবার নাম নেই। শুধু লম্বা-চওড়া কথা। আপনারাওতো হোটেলে আছেন প্রশান্তবাবু। ক'দিন পয়সা না দিয়ে থেকেছেন?

প্রশান্ত ॥ থাক ছেড়ে দিন। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে।

বিনয় ॥ তার ওপর রেসপেক্টেবল্ লোক।

ম্যানেজার ॥ চুপ্, জোচ্চোর কোথাকার!

প্রশান্ত ॥ আজকের মত ছেড়ে দিন।

ম্যানেজার ॥ বেশ, আপনার কথামত ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার সামনে কথা হোক, কবে এরা টাকা দেবে।

প্রশান্ত ॥ বলুন আপনারা কবে টাকা দেবেন ?

শিশির ॥ সেভেন ডেজ। সাত দিনের মধ্যে। হাজার টাকা ইনকাম হলে ছ'শ টাকা দিতে এক সেকেণ্ড।

ম্যানেজার ॥ ঐ শুনুন কথা। এই করে করে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছে।

প্রশান্ত ॥ তাহলে আপনারা ভাল করে ভেবে দেখুন, ঠিক সাত দিনের মধ্যে টাকা দিতে পারবেন কিনা!

শিশির ॥ সিওর। তবে মনে ভয় থাকলে আপনারা আরো সাত-দিন টাইম নিতে পারেন। মাপ করবেন আমি সাতদিনের বেশী টাইম নিতে পারব না।

প্রশান্ত ॥ বেশ পনেরো দিন টাইম আপনাদের দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে যে করে হোক টাকা শোধ করে দেবেন।

ম্যানেজার ॥ প্রশান্তবাবু, আমি আপনার কথামত পনের দিন অপেক্ষা করব। তারপর আমি কোন কথা শুনব না। যতসব জোচ্চর এসে জুটেছে!

[ম্যানেজার প্লেট দু'টো নিয়ে চলে যায়]

প্রশান্ত ॥ আপনাদের কেন যেতে দিলাম না জানেন ?

শিশির ॥ কেন ?

প্রশান্ত ॥ আমার পনের টাকা চোট হয়ে যাবে বলে। টাকাটা কবে দিচ্ছেন?

বিনয় ॥ এখুনি দিতে পারতাম। তবে পনের টাকার পরিবর্তে পঞ্চাশ টাকা দিতে চাই। সেইজন্যে কিছুদিন দেরী হবে।

প্রশান্ত ॥ টাকা আপনারা জীবনেও শোধ করতে পারবেন না জানি। সেইজন্যে ঋণ শোধ করবার জন্যে আমি একটা মতলব বার করেছি।

শিশির ॥ কি?

প্রশান্ত ॥ আমার পায়ে ক্র্যাম্প হয়েছে। ডাক্তার বলেছে পনের দিন ম্যাসাজ করাতে হবে। এই কাজটা আপনারাই করে দিন।

বিনয় ॥ আপনি রেসপেক্টেবল লোক দিয়ে পা ম্যাসাজ করাতে চান?

প্রশান্ত ॥ কি করব বলুন? এছাড়া টাকা শোধ হবার কোন উপায় দেখছি না। আমি ঘরে আছি। দয়া করে আজ থেকেই কাজ শুরু করুন।

[প্রশান্ত চলে যায়]

বিনয় ॥ পা ম্যাসাজের বাংলা অর্থ কি জানিস?

শিশির ॥ কি?

বিনয় ॥ পা টেপা।

শিশির ॥ আমরা বাংলা অর্থে পা না-টিপে ইংলিশ অর্থেই পা টিপব।

বিনয় ॥ আশ্চর্য! একটা ন'শ টাকার চাকরীও জুটছেনা।

শিশির ॥ আমি পাঁচশ' টাকার চাকরী পেলে করতাম।

বিনয় ॥ আমি পঞ্চাশ টাকাতেও্ রাজী।

শিশির ॥ আমি পঁচিশ।

['চুঁই—' করে আওয়াজ শোনা যায়]

বিনয় ॥ কিসের আওয়াজ?

শিশির ॥ সাইকেলের টায়ার পানচার হলো। আয়, আরেকবার কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখা যাক.

[দু'জন কাগজ নিয়ে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ে। কাগজের পাতাগুলো পালটাপালটি করে নেয়। শিশির চিৎকার করে উঠে বসে]

শিশির ॥ পেয়েছি—।

বিনয় ॥ কি?

শিশির ॥ একরাত্রের মধ্যে হাজার টাকা।

[বিনয় আনন্দে উঠে বসে]

বিনয় ॥ সত্যি?

শিশির ॥ সত্যি। (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

[কানাই প্রবেশ করে]

কানাই ॥ কানাই, কানাই করে চেঁচাচ্ছেন কেন? সকাল থেকে একার হাতে সব কাজ করতে হচ্ছে।

বিনয় ॥ বলাই কোথায়?

কানাই ॥ সে ব্যাটা বগলে রসুন লাগিয়ে শরীরের উত্তাপ বাড়াচ্ছে। বলুন কি চাই?

শিশির ॥ দুপুরে আমাদের মোরগমসল্লাম চাই।

কানাই ॥ ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে দেখি রাজী হয় কিনা।

শিশির ॥ রাজী না হবার কিছু নেই। ভাল করে তোর ম্যানেজারকে

বুঝিয়ে বল আমার অবস্থা দু'দিনের মধ্যে ফিরে যাবে। আমাকে প্রাণ ভরে খাওয়াতে বল।

কানাই॥ আপনার অবস্থা যদি ফিরে যায়, দয়া করে আমার ব্যবস্থা একটু করবেন। জানেন তো বলাইটা ফাঁকি মারতে ওস্তাদ। বেশী কাজ দেখলে বগলে দেশী কল লাগিয়ে শুয়ে থাকে। সব কাজ করেও মাস গেলে মাত্র ঐ ক'টা টাকা!

শিশির॥ ঘাবড়াচ্ছিস কেন? তোকে আমি স্পেশাল এ্যালাওয়েন্স দেব। হোটেলের ইউনিফর্ম তৈরি করিয়ে দেব।

কানাই॥ সে যদি করেন তো আপনার গুষ্টির চাকর হয়ে থাকব মাইরী।

শিশির॥ যা তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

[কানাই চলে যায়]

বিনয়॥ ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না। টাকার সন্ধান তুই কোথায় পেলি?

শিশির॥ এই কাগজেই পেয়েছি। এ্যামেরিকান পিস্তল।

বিনয়॥ তার মানে?

শিশির॥ ডাকাতি করব। আজ রাত্রেই। মোরগমসল্লাম খেয়ে দুপুর থেকেই নার্ভগুলোকে স্ট্রং করে নিচ্ছি। তার পরই ফায়ারিং গুড়ুম্ গুড়ুম্।

বিনয়॥ পিস্তল কোথায় পাবি?

শিশির॥ (কাগজ দেখায়) এই যে দেখ কাগজে। সমস্ত ষ্টেশনারী দোকানে পাওয়া যায়। আসল পিস্তলের আওয়াজ। দাম মাত্র সাড়ে ছ'টাকা। সেল্ফ মেড ফিউচার। হাঃ হাঃ—

বিনয়॥ ডাকাতি করে রোজগার। আমি ওর মধ্যে নেই। ধরা পড়ে জেলে যেতে পারব না। আমার সামনে বিরাট প্রসপেক্ট পড়ে আছে।

শিশির॥ হোপ্‌লেস্!

বিনয়॥ ইডিয়েট্!

শিশির॥ ফুল্!

বিনয়॥ স্টুপিড!

শিশির॥ (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয়॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

[শিশির কাগজখানা নিয়ে শুয়ে পড়ে। বলাই প্রবেশ করে]

বলাই॥ কানাই তো বলে গেল আমার শরীর খারাপ হয়েছে। তবু ডাকাকাকি করছেন কেন?

বিনয়॥ ম্যানেজারকে বলে দে আমার মোরগমসল্লাম দরকার নেই। ডালভাতই যথেষ্ট।

বলাই॥ আপনাদের জন্যে ফ্যানভাতের ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিনয়॥ তাতেই হবে। ধাপে ধাপে উঠতে হবে। ফ্যান্ ভাত, ডাল ভাত, মাছ ভাত, মাংস ভাত, অবশেষে—

বলাই॥ ভাতে ভাত। সকাল বেলা আপনাকে ম্যানেজারবাবু কি খাইয়ে গেছেন?

বিনয়॥ পেঁয়াজী পেস্তা।

বলাই॥ সেইজন্যেই তো আপনার মাথার দোষ হয়েছে। পেঁয়াজ ভয়ানক গরম।

বিনয় ॥ পেঁয়াজের গরম নয়রে, টাকার গরম! আচ্ছা তুই কত মাইনে পাস? তিরিশ? আমি তোকে ডবল টাকা দেব। আমার কোম্পানীতে কাজ করবি? ব্রাইট ফিউচার।

বলাই ॥ করব। নিশ্চয়ই করব। আজ থেকেই দয়া করে কাজে লাগিয়ে দিন। ম্যানেজারের রোয়াব আর ভাল্ লাগে না!

বিনয় ॥ আজ হবে না। আগে প্ল্যান করে নিই। তবে রিসেন্টলি হয়ে যাবে। আজ দুপুরে বড় বড় দু'চাকা মাছ দিস।

বলাই ॥ মাছ দেওয়া তো মানা আছে।

বিনয় ॥ তোর ভাগ থেকে না হয় একচাকা দিস। আমি তোকে চার চাকা দেব। তোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

বলাই ॥ নিশ্চয়ই দেব। নিজে না খেয়ে আপনাকে দেব। তবে দেখবেন, ভুল করে আমার কাজটা যেন কানাই না পায়।

বিনয় ॥ ইমপসিবল্। তুই নিশ্চিন্তে চলে যা।

[বলাই চলে যায়। শিশির উঠে বসে]

শিশির ॥ কানাই—

বিনয় ॥ বলাই—

[বলাই পুনরায় প্রবেশ করে]

বলাই ॥ কি বলছেন?

বিনয় ॥ তোর কাছে লাল সুতোর বিড়ি আছে?

বলাই ॥ একটা আছে।

বিনয় ॥ দিয়ে যা, আমি তোকে বার্মা চুরুট খাওয়াব।

[বলাই বিড়ি দেয়। বিনয় ধরায়]

বলাই ॥ চাকরীটা সত্যি সত্যি পাব তো?

বিনয়॥ পাবি না মানে? তুইতো পাবিই—উপরন্তু-তোর চেনাশুনে যত আছে সবাই পাবে।

বলাই॥ (খুশী হয়ে) তবে তো গাঁ শুদ্ধো ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসব।

বিনয়॥ আনিস, আনিস। পুরো সাব-ডিভিশন নিয়ে আসিস, আমি সবাইকে প্রভাইড করে দেব।

[বলাই আনন্দিত হয়ে চলে যায়। একটু পরে প্রশান্ত প্রবেশ করে]

প্রশান্ত॥ (গম্ভীর গলায়) আপনারা আসছেন না কেন?

বিনয়॥ মাপ করবেন। আপনার পা আমি টিপতে পারব না।

প্রশান্ত॥ শিশিরবাবুরও কি একই কথা?

শিশির॥ এখন পিস্তল ছাড়া আর কোন কথাই হতে পারে না।

[শিশির খবরের কাগজটাকে মুড়িয়ে, পিস্তলের মত করে হাতে ধরে, চেঁচিয়ে ওঠে]

সেভ্ ইওর লাইফ প্রশান্তবাবু—

[প্রশান্ত কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে, শিশিরের হাত থেকে কাগজটা টান মেরে নিয়ে নেয়]

প্রশান্ত॥ আপনারা কি বিনা বাক্য-ব্যয়ে আসবেন, না আমার পেশীগুলো সঞ্চালন করতে হবে?

বিনয়॥ ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। কারণ আপনার পনের টাকার ট্র্যানজাকশনে আমার কোন শেয়ার ছিল না।

প্রশান্ত॥ (গলা চড়িয়ে) একটি করে ব্লো মেরে দু'টি করে চোয়াল জোড়া লাগিয়ে দেব! এই আমার শেষ কথা—যদি আপনারা বাঁচতে চান, তবে এক, দুই, তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে পা টিপতে

আরম্ভ করুন। এক—তুই—তিন—। (শিশির ও বিনয় দৌড়ে গিয়ে প্রশান্তর তু'টো পা তু'দিক থেকে টিপতে আরম্ভ করে)

—দৃশান্তর—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ধনী ব্যবসায়ী যোগেশ রায়ের একমাত্র কন্যা স্থনেত্রার স্থসজ্জিত ঘর। সময় রাত দশটা। স্থনেত্রা দামী খাটে আধশোয়া অবস্থায় ম্যাগাজিন পড়ছে। ঘরের অন্য কোনে রেডিওতে পাশ্চাত্য সংগীতের অনুষ্ঠান চলছে। যোগেশ রায়ের নিম্নতম কর্মচারী মধু প্রবেশ করে]

মধু॥ দিদিমণি, আপনাকে এক্ষুণি একবার নীচে যেতে হবে।

স্থনেত্রা॥ কেন ?

মধু॥ লিলি দিদিমণি গাড়ীতে বসে আছেন। আপনাকে কি একটা জরুরী কথা বলে চলে যাবেন।

স্থনেত্রা॥ বল আমার শরীর খারাপ নীচে যেতে পারব না। লিলিকেই ওপরে আসতে বল।

মধু॥ তখনই জানতাম আপনি যাবেন না। সন্ধ্যে থেকে চড়কী বাজীর মত একবার ওপরে উঠছি আর নামছি।

[মধু চলে যায়। রেডিওতে যন্ত্রসংগীত তখনও চলছে একটু পরে প্রবেশ করে আধুনিক সাজে সজ্জিতা লিলি]

লিলি॥ কিরে সুনেত্রা, তোর এতই শরীর খারাপ যে একটিবার নীচে যেতে পারলি না?

সুনেত্রা॥ বিশ্বাস কর—আজ সকাল থেকে শরীরটা সত্যি খারাপ।

[সুনেত্রা উঠে গিয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দেয়]

লিলি॥ রাত দশটার সময় আমাকে দেখে অবাক হচ্ছিস, না?

সুনেত্রা॥ মোটেই না। ওটা তোর আজকাল অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

লিলি॥ না রে, ভেবেছিলাম তোর কাছে সন্ধ্যের দিকে আসব। কিন্তু তোকে তো বলেছি, সুবীর ওয়েষ্ট জার্মানী থেকে ফিরেছে। তার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়াই মুস্কিল।

সুনেত্রা॥ সন্ধ্যের দিকে এলে আমারও দেখা পেতিস না।

লিলি॥ কেন?

সুনেত্রা॥ (আমার) মলয়কুমারও বারইপুর থেকে ফিরেছে।

লিলি॥ মলয়কুমার আবার কে?

সুনেত্রা॥ কবি মলয়কুমার—

লিলি॥ যে তরুণ কবি কিছুদিন আগে রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন?

সুনেত্রা॥ হ্যাঁ—।

লিলি॥ সে কিরে—সে তো বিরাট নাম করা লোক!

সুনেত্রা॥ নাম করা হলে বুঝি আমার হতে পারে না?

লিলি॥ কিরে ডুবেছিস নাকি?

সুনেত্রা॥ একটু বাকী আছে। ভাবছি এবার ডুবেই যাব।

লিলি॥ বিশ্বাস করতে পারছি না। মলয়কুমারের মত ছেলে, তোর (কাছে ধরা দেবে?) হতে পারে না।

সুনেত্রা ॥ আমি জানতাম তুই বিশ্বাস করবি না। সেইজন্যেই এতদিন তোকে বলিনি। আমার নিজেরই মাঝে মাঝে অবিশ্বাস হয়। এত নাম করা লোক অথচ কত সহজভাবে আমার সঙ্গে মেশে। আমি ওকে প্রায়ই বলি, আমার মত একটা মেয়ের জন্যে তুমি নিজেকে কেন এতটা বিলিয়ে দিয়েছ! শুনে কি বলে জানিস? আমাকে ছাড়া নাকি ওর সমস্ত প্রতিভা ম্লান হয়ে যাবে।

লিলি ॥ সুবীর যা বলে শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি। আমার ইন্‌সপিরেশন না থাকলে নাকি ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হোতেই পারতো না।

সুনেত্রা ॥ সুবীর নিশ্চয়ই জার্মান থেকে তোর জন্যে অনেক জিনিস এনেছে, তাই না?

লিলি ॥ নারে—, ওর ইচ্ছে ছিল পুরো ওয়েষ্ট বার্লিনটাই আমার জন্যে তুলে নিয়ে আসে। কিন্তু, কাষ্টম্‌সের যন্ত্রণায় গোটা দুই বক্‌লেস ছাড়া কিছুই আনতে পারেনি।

সুনেত্রা ॥ মলয়ের যা কাণ্ড! কত নিষেধ করি শুনবে না। প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে শাড়ী প্রেজেন্ট করে চলেছে। দু'টো আলমারী বোঝাই হয়ে গেছে।

লিলি ॥ দেখতে কেমন রে?

সুনেত্রা ॥ আমার বলাটা ঠিক নয়। তবে একথা জোর করে বলতে পারি—অত সুন্দর চেহারা সচরাচর চোখে পড়বে না।

লিলি ॥ সুবীরকে দেখিসনি, তাই ও কথা বলছিস। ওকে দেখলে মনে হবে একজন ইওরোপীয়ান ইণ্ডিয়াতে এসেছে। লাল টক্‌ টক্‌ করছে রঙ।

সুনেত্রা ॥ ছেলেদের লাল টকটকে রঙ মোটেই ভাল দেখায় না। বোকা বোকা মনে হয়। সেদিক থেকে মলয় অনেক ভাল।

লিলি ॥ আলাপ করিয়ে দিবি না?

সুনেত্রা ॥ সুযোগ হলে নিশ্চয়ই দেব :

লিলি ॥ সুযোগ তো রয়েছে সামনে। তোর কাছে যেজন্যে আজ এসেছি—সামনের রবিবার আমার জন্মদিন। তোকেও নেমন্তন্ন করলাম, তোর মলয়কুমারকেও নেমন্তন্ন করলাম। নিয়ে যাস সঙ্গে করে।

সুনেত্রা ॥ বেশ নিয়ে যাব। সেদিন সুবীরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবিতো?

লিলি ॥ নিশ্চয়ই দেব। এবার বল মলয় কি খেতে ভালবাসে? সেই অনুযায়ী সব ব্যবস্থা রাখব।

সুনেত্রা ॥ কি যে খেতে ভাল না-বাসে বলা মুস্কিল। এক কথায় ভীষণ পেটুক।

লিলি ॥ মলয় আর কত পেটুক? সুবীরকে তো দেখিস নি। খাবার সামনে পেলে আমাকে পর্যন্ত ভুলে যায়। (লিলি লক্ষ্য করে সুনেত্রা কি যেন ভাবছে) কিরে কি ভাবছিস?

সুনেত্রা ॥ আমি তো কথা দিয়ে বসলাম, শেষ পর্যন্ত গেলে হয়।

লিলি ॥ সেকিরে! এইটুকু জোর যদি তোর ওপর না থাকে, তাহলে কি করে বিশ্বাস করব—মলয়কুমারকে তুই একান্তভাবে পেয়েছিস?

সুনেত্রা ॥ (একটু ভেবে) ঠিক আছে, তোকে বিশ্বাস করিয়ে দেব। কথা দিলাম মলয়কে তোর জন্মদিনে নিয়ে যাবই।

লিলি ॥ যাক এই সুযোগে একজন বিখ্যাত কবির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে।

সুনেত্রা ॥ ঠিকইতো। এতদিন সুবীরের কত সুনাম তোর মুখে শুনেছি। এবার সেই পরমারাধ্য মানবের দর্শন পাওয়া যাবে, কি বলিস ?

[দু'জন হেসে ওঠে]

লিলি ॥ অনেক রাত হলো, এখন যাইরে।

সুনেত্রা ॥ আচ্ছা।

[লিলি চলে যায়। সুনেত্রা উঠে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে টেলিফোন করতে থাকে]

সুনেত্রা ॥ হ্যালো—কে—দিদিমা কথা বলছ ? দাদুকে দাও। নেই ? সাড়ে দশটা বাজে এখনও বাড়ী ফেরেনি। কোথায় গেছে জান ?......খুব দরকার।......না-না সেসব কিছু নয়। শোন, দাদুকে টেলিফোন করে বলে দাও আমার এখানে এক্ষুণি চলে আসতে। না—না কাল সকালে এলে চলবেনা। এ্যাঁ ? বেশী রাত্তির হলে এখানেই থাকবে।...হ্যাঁ।...(বিরক্ত হয়ে) আছেরে বাবা আছে। উঃ কথা বললে বিশ্বাস করনা কেন ? বলছিতো শরীর ভালই আছে। ছেড়ে দিচ্ছি....হ্যাঁ....(গলা চড়িয়ে) ছেড়ে দিচ্ছি। জ্বালাতন।

[সুনেত্রা টেলিফোন রেখে দিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকে। মধু এক গ্লাস জল নিয়ে হাই তুলতে তুলতে প্রবেশ করে]

মধু ॥ এখন জল দেব ?

সুনেত্রা ॥ না।

মধু ॥ গরম দুধ ?

সুনেত্রা ॥ না।

মধু ॥ বরফজল ?

সুনেত্রা ॥ না।

[মধুর দু'চোখ ঘুমে ভেঙ্গে আসে]

মধু ॥ আমি তাহলে শুতে যাব ?

সুনেত্রা ॥ না।

[মধু যাবার সুযোগ খোঁজে]

মধু ॥ আমি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকব ?

সুনেত্রা ॥ না।

[মধু তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করে। সুনেত্রা ডেকে ফেরায়]

সুনেত্রা ॥ এই মধু, চলে যাচ্ছিস যে ?

মধু ॥ আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে বারণ করলেন—

সুনেত্রা ॥ বাবা এসেছে ?

মধু ॥ না।

[সুনেত্রা ম্যাগাজিনে আবার চোখ রেখে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে থাকে]

সুনেত্রা ॥ কোথায় গেছে জানিস ?

মধু ॥ না।

সুনেত্রা ॥ ম্যানেজারবাবু ?

মধু ॥ না।

সুনেত্রা ॥ হোপলেস্।

মধু ॥ না।

[সুনেত্রা অদ্ভুত উত্তর শুনে মধুর দিকে চেয়ে দেখে মধু দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় উত্তর দিচ্ছে।]

সুনেত্রা ॥ মধু—

মধু ॥ না।

সুনেত্রা ॥ (চড়া গলায়) এই মধু।

[মধু চমকে উঠে তাকায়]

মধু ॥ এ্যাঁ ?

সুনেত্রা ॥ এত সকাল সকাল তোর ঘুম পায় কেন ?

মধু ॥ কি জানি, মাত্র সন্ধ্যে সাড়ে দশটায় কেন যে ঘুম পায়! চোখে জল দিয়ে আসব ?

সুনেত্রা ॥ কেন ?

মধু ॥ সারারাত জেগে থাকবার জন্যে ?

সুনেত্রা ॥ হতভাগা, তোকে আমি সারারাত জেগে থাকতে বলেছি ?

মধু ॥ তা নয় তো কি ? এগারটা বাজতে চললো—নিজেও ঘুমবেন না, আমাকেও ঘুমতে যেতে দেবেন না।

সুনেত্রা ॥ যা ঘুমো গিয়ে।

[মধু জলের গ্লাসটা ঢেকে রেখে চলে যায়। সুনেত্রা একের পর এক রেডিও স্টেশনগুলো ধরতে থাকে। সুনেত্রার দাদু হরপ্রসাদ প্রবেশ করে। তাকে দেখে সুনেত্রা রেডিওটা বন্ধ করে দেয়]

হরপ্রসাদ ॥ মাই ডার্লিং সুনেত্রা, অসময়ে খবর পাঠিয়েছ শুনে ফিফ্‌টি মাইল স্পীডে গাড়ী চালিয়ে চলে এসেছি।

সুনেত্রা ॥ এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাক ?

হরপ্রসাদ ॥ থাকব আর কোথায় তোমাদের বাড়ীর কাছেই রিটায়ার্ড লোকেদের আড্ডায়। তুমি তো এই বুড়োকে পছন্দ করবে না। না হলে তোমার বাড়ী এসে বসে থাকতাম।

সুনেত্রা ॥ থাক তোমাকে আর ঢং করে কথা বলতে হবে না। আমার যন্ত্রণায় বলে মরে যাচ্ছি।

হরপ্রসাদ ॥ কি হয়েছে ডার্লিং ? কেন হেরি তব মলিন বদন ? আমার সেকেণ্ড ওয়াইফের বিষণ্ণবদন আমি সহ্য করতে পারছিনা।

সুনেত্রা ॥ আমার বান্ধবী লিলিকে তো তুমি চেনো।

হরপ্রসাদ ॥ ইয়েস ইয়েস লিলিকে আমি চিনি। সি ইজ্‌ মাই থার্ড ওয়াইফ।

সুনেত্রা ॥ তার কাছে একটা মিথ্যে কথা বলে ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি। ধরা পড়ে গেলে আর প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকবেনা।

হরপ্রসাদ ॥ কি মিথ্যে বলেছ ডার্লিং, যার চিন্তা তোমাকে সমুদ্রের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে ?

সুনেত্রা ॥ দাদু, তুমি শুনলে রাগ করবেনা তো ?

হরপ্রসাদ ॥ নো—নেভার। আমার ডার্লিংয়ের ওপর রাগ করে অযথা আমার রোমান্টিক ফিলিংস নষ্ট করতে চাই না। তুমি বলে ফেল মাই সুইট হার্ট।

সুনেত্রা ॥ লিলিটা রোজ কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে—সুবীর

নামে একটি ছেলে জার্মান থেকে ফিরেছে সে নাকি লিলিকে ভালবাসে।

হরপ্রসাদ ॥ ইণ্টারেস্টিং ইণ্টারেস্টিং—আমার সঙ্গে ট্রেচারী করেছে তোমার বান্ধবী। আমি তাকে ডিভোর্স করব।

সুনেত্রা ॥ (বিরক্ত হয়ে) আঃ, আসল কথাটা শুনবে তো!

হরপ্রসাদ ॥ বলো।

সুনেত্রা ॥ রোজ ঐ রকম ঘ্যানর ঘ্যানর শুনতে শুনতে আমার ভীষণ হিংসে হোত। আমিও হুম করে একটা মিথ্যে কথা বলে বসেছি। বিখ্যাত কবি মলয়কুমারও আমাকে—

হরপ্রসাদ ॥ ভালবাসে। নাউ হিয়ারিং অল দি ফ্যাক্টস্ আই এ্যাম টু সে দ্যাট্ ইওর কেস্ ইজ আণ্ডার সেকশন্ ফোর-টোয়েণ্টি—

সুনেত্রা ॥ এখন ভাবছি মিথ্যে কথাটা না বললেই ভাল করতাম।

হরপ্রসাদ ॥ তাতে দোষের কিছু নেই। যৌবনকালে আমিই কি কম মিথ্যে কথা বলেছি। এই ধর না তোমার দিদিমাকে তো স্রেফ ধাপ্পা মেরে পটিয়েছিলাম। চাকরীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানীতে অতি সাধারণ একটি কাজ করতাম। কিন্তু বাইরে এসে তোমার দিদিমাকে কি বলতাম জান? আমি একজন মেরীন ইঞ্জিনীয়ার! আমি জানতাম বাঙ্গালী মেয়েদের ইঞ্জিনীয়ারদের ওপর একটু দুর্বলতা থাকে। তোমার দিদিমা আমার প্রথম প্রপোজালে একটু আপত্তি করেছিল বটে, কিন্তু যেই শুনল আমি একজন ইঞ্জিনীয়ার, গলে একেবারে তরল। ভাগ্যের জোরে পরে অবশ্য সেই কোম্পানীতে একটা বড় পোষ্ট পেয়ে গিয়েছিলাম।

সুনেত্রা ॥ তোমার পুরোন গল্প হাজারবার শুনে আমার কোন লাভ হবে ?

হরপ্রসাদ ॥ রাইট, তোমার কথা এখন শোনা দরকার। বল।

সুনেত্রা ॥ ব্যাপার হচ্ছে এখন সেই মলয়কুমারকে এমনভাবে ম্যানেজ করতে হবে যাতে মিথ্যে না ধরা পড়ে।

হরপ্রসাদ ॥ এত নারভাস হচ্ছ কেন ? তোমার বান্ধবীকে যা বলেছ বেশ বলেছ। লেখক কবিরা চিরকাল পর্দার অন্তরালে থাকেন। তাদের নামে হাজার গণ্ডা মিথ্যে বললেও কেউ ধরতে পারবেনা।

সুনেত্রা ॥ সেই ভেবেই তো বলেছিলাম। কিন্তু বিপদ হয়েছে সামনের রবিবার লিলির জন্মদিনের নেমনতন্ন। সেদিন লিলি সুবীরের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবে। আমিও কথা দিয়েছি—মলয়কুমারকে সঙ্গে নিয়ে লিলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

হরপ্রসাদ ॥ এটা কিন্তু ভুল করেছ। কাউকে এনগেজ্ না করেই কথা দেওয়া উচিৎ হয়নি।

[নেপথ্যে যোগেশ রায়ের গলা শোনা যায়—"সুনি—সুনি ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি ?" সুনেত্রা উত্তর দেয়—না।]

সুনেত্রা ॥ দাদু, বাপী আসছেন। সাবধান বাপী যেন এসব কথা জানতে না পারেন।

হরপ্রসাদ ॥ কিন্তু আমি কেন এসেছি, যদি জানতে চায় ?

সুনেত্রা ॥ যা হয় একটা কিছু বলে দিও।

[যোগেশ রায় ঢোকে। তার পরণে কোট প্যাণ্ট টাই ইত্যাদি]

যোগেশ ॥ (হরপ্রসাদকে) আপনি এত রাত্রে ?

হরপ্রসাদ ॥ আমার ডালিং ডেকে পাঠিয়েছে তার সঙ্গে গল্প করতে হবে। আজ রাত্রে আমি এই বাড়ীতেই থাকব।

যোগেশ ॥ (চেঁচিয়ে) ঠাকুর, ঠাকুর—

হরপ্রসাদ ॥ থাক, আমি রাত্রে কিছু খাবনা।

[সুনেত্রা উঠে গিয়ে যোগেশ রায়ের কোট খুলে নিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়।]

যোগেশ ॥ আপনার শরীর এখন কেমন ?

হরপ্রসাদ ॥ আমি এখন ভালই আছি। তোমার মায়ের শরীর খুব ভাল নেই। তুমিতো এমাসে একবারও ও বাড়ীতে যাওনি।

যোগেশ ॥ না যাওয়া হয়নি। বিজনেসের যা চাপ্!

হরপ্রসাদ ॥ ছাখো যোগেশ, আজ বিশ বছর থেকে তোমার মুখে শুনছি বিজনেস কর। কিন্তু কিসের যে বিজনেস্ কর তা এখনও জানতে পারলাম না।

যোগেশ ॥ ম্যানুপুলেশন্ বাই ক্যালকুলেশন।

হরপ্রসাদ ॥ ম্যানুপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন! সেটা কি জিনিস ?

যোগেশ ॥ থিয়োরী হচ্ছে—ম্যানুপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন ওয়ান্টস্ এ মোশন্ উইদাউট বদারেশন।

হরপ্রসাদ ॥ কিছুই বুঝতে পারলাম না।

যোগেশ ॥ না বোঝবারই কথা। বাঙ্গালীদের পক্ষে বোঝা মুস্কিল। একমাত্র আমিই একটু আধটু বুঝি।

হরপ্রসাদ ॥ থাক ঐ তুর্বোধ্য বিজনেস আমার বুঝে দরকার নেই। কি যেন থিওরীটা বললে?

যোগেশ ॥ ম্যানুপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন ওয়ান্টস্ এ মোশন্ উইদাউট বদারেশন।

হরপ্রসাদ ॥ থাক—থাক। চিরকাল ছাই চাকরী করে কাটিয়েছি। বিজনেস কি করে বুঝব?

[সুনেত্রা প্রবেশ করে]

সুনেত্রা ॥ বাপী, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে।

যোগেশ ॥ হ্যাঁ—যাই। সুনি মা, দাতুকে পেয়েছ বলে, গল্প করবার জন্যে সারারাত ওনাকে জাগিয়ে রেখো না।

সুনেত্রা ॥ এক্ষুণি দাতুকে ছেড়ে দেব।

[যোগেশ চলে যায়]

বাপীকে কিছু বলনি তো?

হরপ্রসাদ ॥ কিছুই বলিনি। শুধু শুনেছি—ম্যানুপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন।

সুনেত্রা ॥ এবার বলো—মলয়কুমারের কি ব্যবস্থা করা যায়?

হরপ্রসাদ ॥ রবিবার আসতে এখনও তু'তিন দিন দেরী আছে। তারমধ্যে পছন্দমত একজন মলয়কুমার জোগাড় করে নাও।

সুনেত্রা ॥ জোগাড় করা যেন খুব সহজ কাজ।

হরপ্রসাদ ॥ তাহলে আজ রাত্তিরটা ভাল করে ভাবতে দাও। তুমিও বেশ করে ভাব। কিছু একটা ফন্দী মাথা থেকে নিশ্চয়ই বেরোবে।

[হরপ্রসাদ উঠে দাঁড়ায়]

সুনেত্রা ॥ তুমি কি এরই মধ্যে শুতে যাচ্ছ নাকি ?

হরপ্রসাদ ॥ হ্যাঁ যাই। এখানে দু'জনে মুখোমুখি না বসে বরং বিছানায় শুয়ে শুয়ে গভীরভাবে ভাবি গিয়ে।

সুনেত্রা ॥ বাঃ এই বাড়ীতে ঘুমোবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি বুঝি ? একটা কিছু বুদ্ধি বার করো।

হরপ্রসাদ ॥ একা একা চিন্তা না করলে কিছুতেই বুদ্ধি বেরোবেনা। ভাবতে হবে। ভীষণভাবে ভাবতে হবে। ঐ ম্যানুপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন জাতীয় একটা কিছু বার করতে হবে। তুমি শুয়ে পড সুনি, অনেক রাত হয়েছে। তোমার মাথায় যদি কিছু আসে আমায় জানিও, আমার মাথায় যদি কিছু আসে আমি জানাব। গুড নাইট।

[হরপ্রসাদ চলে যায়। সুনেত্রা সাদা আলো নিভিয়ে, নীল আলো জ্বেলে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। একটু পরে শিশির কালো কাপড়ে নাক-মুখ ঢাকা অবস্থায় পিস্তল হাতে জানালা টপকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। আস্তে আস্তে সুনেত্রার খাটের দিকে এগিয়ে যায়। পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে, সুনেত্রার নাকের কাছে কিছুক্ষণ নেড়ে আবার রুমাল পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। ঘরের চারদিকে খুঁজতে খুঁজতে একটা ছোট চামড়ার সুটকেশ বার করে। সুটকেশটা দু'হাতে নাড়তেই ভেতরে ঢক্ ঢক্ শব্দ হয়। কি ভেবে সুটকেশটা আস্তে করে রেখে দেয়। আরেকবার পকেট থেকে রুমাল বার করে সুনেত্রার নাকের কাছে নাড়িয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। তারপর পাশ থেকে

সুটকেশটা তুলে নিয়ে খুলতে চেষ্টা করে। সুনেত্রা বেড সুইচ্ টিপে আলো জ্বেলে উঠে বসে। শিশির ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে পিস্তল উঁচু করে ধরে]

শিশির ॥ খবরদার চেঁচা—চা—চালেই গুলি করব !

সুনেত্রা ॥ (ভয়ে) কি চাই—?

শিশির ॥ টাকা পয়সা—ধন দৌ—দৌলত সব চাই। তাড়াতাড়ি বার করে দিন, না হলে রিভলবার আনলক্ করা আছে গুলি বেরিয়ে যাবে।

সুনেত্রা ॥ গুলি করবেন না। আমার কাছে যা আছে সব দিচ্ছি।

[শিশিরের সমস্ত গা দিয়ে ঘাম ঝড়তে থাকে। পিস্তল ধরা হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে নিজের দিকে চলে আসে। শিশির নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখে পিস্তলের মুখটা তার বুকের দিকে। তাড়াতাড়ি হাতটাকে ঘুরিয়ে পিস্তলটাকে সোজা করে ধরে। সুনেত্রা চুপ করে বসে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে থাকে]

শিশির ॥ দিচ্ছি বলে চুপ করে বসে আছেন কেন ? আমি দুর্ধর্ষ ডাকাত। বলামাত্র কাজ না করলে কাউকে বাঁ—বাঁচতে দিইনা।

[শিশিরের হাতখানা আবার নিজের দিকে ঘুরে আসে। এবার সে দু'হাত একসঙ্গে করে ঘুরিয়ে, পিস্তলটাকে শক্ত করে ধরে রাখে। দুটো হাতই তার একসঙ্গে কাঁপতে থাকে। সুনেত্রার বুঝতে বাকী থাকেনা যে লোকটা অপটু হস্তে রিভলবার ধরে আছে। তার মনে সাহস ফিরে আসে]

শিশির ॥ (গলা ঝেড়ে) আপনি কিন্তু ভীষণ দেরী করছেন। হাত থেকে গুলি বেরিয়ে গেলে পরে কিন্তু দো—দোষ দিতে পারবেন না।

সুনেত্রা ॥ রিভলবারে কটা গুলি ভরেছেন ?

শিশির ॥ রিল ভরে দিয়েছি। ট্রিগার টিপলেই শুধু হর-হর-হর-হর করে গুলি বেরোবে।

সুনেত্রা ॥ আপনি জানেন, আমি যোগেশ রায়ের মেয়ে ?

শিশির ॥ জানি বলেই তো ডাকাতি করতে এসেছি।

সুনেত্রা ॥ আরো জানেন কি, এই ঘরে এমন এ্যারেঞ্জমেণ্ট করা আছে, সুইচ টিপলেই সমস্ত মেঝেটা ইলেকট্রিফাইড হয়ে যাবে ?

[শিশির ভয়ে লাফ দিয়ে একটা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ায়]

শিশির ॥ নন্ কণ্ডাক্টর চেয়ারে দাঁড়িয়েছি। আর আমার ভয় নেই। এবার এখান থেকেই গুলি চালাব।

সুনেত্রা ॥ চেয়ারে দাঁড়িয়ে কোন লাভ হবেনা। এখানে বসেই আপনার বডির ওপর ইলেকট্রিক চার্জ করে দেব। এক সেকেণ্ডে আপনার বডি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[শিশির দৌড়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে পিস্তলটা সুনেত্রার কাছে ফেলে দেয়]

শিশির ॥ দোহাই আপনার। পুড়িয়ে মারবেন না। এটা আসল রিভলবার নয়। টয় রিভলবার।

সুনেত্রা ॥ সেটা আগেই বুঝতে পেরেছি যে টয় রিভলবার নিয়ে

ডাকাতি ডাকাতি খেলা করতে এসেছেন। ধাপ্পা মেরে কোন কাজ সফল হয় না জানেন ?

শিশির ॥ বিশ্বাস করুন ধাপ্পা মারার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিলনা। ডাকাতিতে আমার যথেষ্ট সিনসিয়ারিটি ছিল। কিন্তু ক্লোরোফরমে বোধ হয় ভেজাল দেওয়া আছে, তাই—আপনাকে অজ্ঞান করতে পারলাম না।

সুনেত্রা ॥ মুখ থেকে কালো কাপড় সরান।

[শিশির মুখ থেকে কালো কাপড় সরিয়ে ফেলে। সুনেত্রা তার দিকে চেয়ে দেখে একজন সুদর্শন যুবক। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। শিশিরের সমস্ত শরীর দিয়ে তখনও অবিরাম ঘাম ঝরে চলেছে]

শিশির ॥ আমি তাহলে যাই ?

সুনেত্রা ॥ কোথায় ?

শিশির ॥ নিরাপদ জায়গায়।

সুনেত্রা ॥ না। এখন আপনি যাবেন পুলিশ স্টেশনে। আমি থানায় টেলিফোন করে দিচ্ছি। পুলিশের গাড়ী এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।

শিশির ॥ পুলিশ ডেকে আপনার কি লাভ হবে ? ছেড়ে দিন চলে যাই। এরপর গেলে হয়তো লাষ্ট বাস্ পাবনা।

[কথাটা শুনে সুনেত্রা মুখটিপে হেসে আবার গম্ভীর হয়ে যায়]

সুনেত্রা ॥ এত রাত্রে আপনি একজন যুবতীর ঘরে জানলা টপকে

ঢুকেছেন এবং ধরা পড়েছেন। এক্ষেত্রে আপনি সেই যুবতীর কাছ থেকে কি রকম ব্যবহার আশা করেন?

শিশির ।। স্যালেকজাণ্ডার পুরুর প্রতি যেরকম ব্যবহার করেছিলেন, ঠিক সেই রকম ব্যবহার আশা করি।

সুনেত্রা ।। কেন এসব করতে এসেছিলেন?

শিশির ।। আগে এক গেলাস জল দিন গলা শুকিয়ে গেছে।

[সুনেত্রা একটু ভেবে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেয়। শিশির একটু জল খেয়ে নেয়]

আপনার ঘরে টেবিল ফ্যান নেই?

সুনেত্রা ।। না।

শিশির ।। তাহলে ঐ ম্যাগাজিন দিয়ে আমার মাথায় একটু হাওয়া করুন।

সুনেত্রা ।। আপনার স্পর্ধা তো কম নয়?

শিশির ।। যা বলছি করুন, না হলে এক্ষুণি হার্টফেল করে মরে যাব। শেষকালে আপনি আমার জন্যে বিপদে পড়ে যাবেন।

[সুনেত্রা একটা ম্যাগাজিন দিয়ে শিশিরের মাথায় হাওয়া করে]

আপনার হাতটা জলে ভিজিয়ে ভিজে হাতটা আমার মুখে চেপে চেপে ধরুন না।

[সুনেত্রা ইতস্তত করতে থাকে]

দিন। আমার সময় হয়ে এসেছে।

[সুনেত্রা অনিচ্ছা সত্বেও হাতটা ভিজিয়ে নিয়ে সেই হাত শিশিরের মুখে চেপে চেপে ধরতে থাকে]

আঃ খুব ভাল লাগছে। আর বোধহয় মরলাম না।

[সুনেত্রা হাতটা সরিয়ে নেয়। একটু সময় তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।]

সুনেত্রা ॥ আপনাকে দেখে তো ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে।

শিশির ॥ কেন মনে হবে না? আই এ্যাম কামিং ফ্রম এ রেসপেক্টেবল ফ্যামিলি।

সুনেত্রা ॥ চুরি করতে এসেছিলেন কেন?

শিশির ॥ আমার নিজের জন্যে তো আসিনি, এসেছিলাম পাওনা-দারদের জন্যে।

সুনেত্রা ॥ চাকরী করে টাকা রোজগার করেন না কেন?

শিশির ॥ আমার তো চাকরী করবার ইচ্ছে আছে কিন্তু যারা চাকরী দেবে তারাই গা করেনা।

[পাশের ঘরে হরপ্রসাদের গলা শোনা যায়—"সুনি সুনি"]

সুনেত্রা ॥ (শিশিরকে) আপনি তাড়াতাড়ি খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ুন।

শিশির ॥ কালো কাপড়টা মুখে জড়িয়ে নেব?

সুনেত্রা ॥ না।

শিশির ॥ রিভলবারটা হাতে রাখব?

সুনেত্রা ॥ কেন?

শিশির ॥ যদি এ্যাটাক করে তাহলে ডিফেণ্ড করব।

সুনেত্রা ॥ কথা না বলে যা বললাম তাই করুন।

[শিশির তাড়াতাড়ি পিস্তলটা হাতে নিয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ে। হরপ্রসাদ প্রবেশ করে]

হরপ্রসাদ ॥ সুনি, তুমি এখনও ঘুমোওনি?

সুনেত্রা ॥ না দাদু ঘুম আসছে না।

হরপ্রসাদ ॥ ছাখো ডার্লিং, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। সেটা হচ্ছে তুমি একজন সুদর্শন বেকার যুবকের খোঁজ কর। তাকে তোমার বাবার অফিসে একটি চাকরী দেবার ব্যবস্থা করা হবে। কণ্ডিশন থাকবে—প্রয়োজন মত কবি মলয়কুমারের অভিনয় তাকে করতে হবে। অনুসন্ধান করে দেখো, তাতে কোন বেকার যুবক রাজী হয় কি না।

[শিশির খাটের নীচ থেকে বলে ওঠে—"রাজী"। হরপ্রসাদ ঘরের চারদিকে তাকাতে থাকে]

কেউ যেন 'রাজী' বলল মনে হলো!

সুনেত্রা ॥ কে আবার বলতে আসবে। তোমার শোনার ভুল।

হরপ্রসাদ ॥ তা হবে। সে যাই হোক, আমার বুদ্ধিটা তোমার কি রকম মনে হলো?

সুনেত্রা ॥ বুদ্ধি তো ভালই দিয়েছ। কিন্তু বেকার যুবক কোথায় খুঁজতে যাব?

[শিশির খাটের নীচ থেকে বলে ওঠে—"এখানে"। হরপ্রসাদ আবার চারদিকে তাকাতে থাকে]

হরপ্রসাদ ॥ তুমি কি শুনতে পাচ্ছনা, একজনের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে ভেসে আসছে?

সুনেত্রা ॥ (আমতা আমতা করে) কৈ আমিতো কিছু শুনতে পাচ্ছিনা।

হরপ্রসাদ ॥ রীতিমত ভুতুড়ে ব্যাপার মনে হচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছনা, অথচ আমি শুনতে পাচ্ছি। ব্যাপারটা অনুসন্ধান করা দরকার।

সুনেত্রা ॥ তোমাকে অনুসন্ধান করতে হবে না। তুমি ঘুমোতো যাও।

হরপ্রসাদ ॥ আচ্ছা আমি ঘুমোতেই যাই। যে বুদ্ধিটা দিলাম সে সম্বন্ধে ভেবে দেখো।

[হরপ্রসাদ কিছুটা যায়। খাটের নীচ থেকে শিশির হাঁচি দেয়। হরপ্রসাদ ঘুরে তাকায়। তাকে দেখে সুনেত্রা নিজের নাকটা ডলতে থাকে]

হাঁচিটা কি তুমি দিলে?

সুনেত্রা ॥ এই ঘরে অন্য কে হাঁচতে আসবে? ঠাণ্ডা লেগে আজ সকাল থেকে আমার কি রকম—

[শিশির আবার হাঁচি দেয়]

হরপ্রসাদ ॥ এই হাঁচিটাও কি তুমি দিলে?

সুনেত্রা ॥ তুমি এই ঘর থেকে যাওতো।

হরপ্রসাদ ॥ দেখো সুনি, আমার কি রকম গা ছম ছম করছে। মনে হচ্ছে আমরা কোন বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছি।

সুনেত্রা ॥ কোথায় কি শব্দ হচ্ছে, তাই নিয়ে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? এই না গল্প করতে—তোমার দুর্দান্ত সাহস ছিল, ভাল শিকারী ছিলে?

হরপ্রসাদ ॥ সাহস আমার এখনও আছে। তবে তোমাকে নিয়ে ভাবনা। একা ঘরে ভয় না পাও।

সুনেত্রা ॥ রোজ বুঝি তুমি এসে আমাকে পাহারা দাও?

হরপ্রসাদ ॥ তাও তো ঠিক। আচ্ছা আমি তাহলে শুতেই যাই।

[হরপ্রসাদ চলে যায়। শিশির আরেকটা হাঁচি দেয়। সুনেত্রা তাড়াতাড়ি ভেতরের দিকের দরজাটা ভেজিয়ে দেয়]

সুনেত্রা ॥ (খাটের নীচে চেয়ে) বেরিয়ে আসুন খাটের নীচ থেকে।

[শিশির খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে আসে। দেখা যায় তার মাথা ভর্তি তুলো।]

শিশির ॥ চলে গেছেন ?

সুনেত্রা ॥ হ্যাঁ। আপনার মাথায় অতো তুলো কি করে লাগল ?

শিশির ॥ এই তুলোই তো নাকের ভেতর ঢুকে হাঁচি আসছিল। খাটের নীচে বালিশটা মাথায় দিয়ে শুয়েছিলাম।

সুনেত্রা ॥ ঐ পুরোন ছেঁড়া বালিশটা আপনি মাথায় দিয়েছিলেন ?

শিশির ॥ কি করব, সিমেন্টের ওপর মাথা রেখে মাথার নীচে একটা আলু হয়ে গেছে।

সুনেত্রা ॥ খাটের নীচ থেকে কথা বল'ছলেন কেন ?

শিশির ॥ চাকরীটা ফস্কে না যায়, সেই জন্যে হঠাৎ মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে গিয়েছিল। যখন খেয়াল হলো আমি তো লুকিয়ে আছি, তারপর আর একটি কথাও বলিনি।

সুনেত্রা ॥ (হেসে) ভেবেছিলাম আপনাকে কঠিন শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু আপনার কাণ্ডকারখানা দেখে মায়া হচ্ছে।

শিশির ॥ এই জন্যেই বাঙ্গালী মেয়েদের তুলনা নেই। সহজেই তারা সহানুভূতিশীল, ভালবেসে তারা দেউলিয়া।

সুনেত্রা ॥ এত কথা কি করে জানলেন ? কোন মেয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন নাকি ?

শিশির ॥ না-না মেয়ের সংস্পর্শে আসাবার সুযোগ তো এই প্রথম এলো। সে যাকগে, চাকরীটা কবে দিচ্ছেন ?

সুনেত্রা ॥ কিসের চাকরী ?

শিশির ॥ ঐ যে, কবি মলয়কুমার না কার অভিনয় করতে হবে ?

সুনেত্রা ॥ (আগ্রহ প্রকাশ করে) সত্যি আপনি অভিনয় করতে পারবেন ? তাহলে বাবাকে ব'ল নিশ্চয়ই আপনাকে একটা চাকরী দিয়ে দেব।

শিশির ॥ কেন পারবনা ? থিয়েটার হলে স্টেজ ফাটিয়ে ছেড়ে দেব ; সিনেমা হলে—

সুনেত্রা ॥ থিয়েটার সিনেমা কোনটাই নয়।

শিশির ॥ তবে ?

সুনেত্রা ॥ আমার এক বান্ধবীর কাছে।

শিশির ॥ ওরে বাবা সে যে আরেকটা ডাকাতি।

সুনেত্রা ॥ ভয় পেয়ে গেছেন তো ?

শিশির ॥ ভয় পাব না !

সুনেত্রা ॥ আশ্চর্য ! আমার ঘরে ঢুকতে আপনার যতটা সাহস দরকার হয়েছিল, তার চাইতে অনেক কম সাহসেই আপনি এই কাজ করে আসতে পারেন। ভেবে দেখুন তার পরিবর্তে বাবার অফিসে একটি ভাল চাকরী।

শিশির ॥ আপনি অভয় দিচ্ছেন ?

সুনেত্রা ॥ দিচ্ছি।

শিশির ॥ বেশ আমাকে কি করতে হবে বলুন ?

সুনেত্রা ॥ কাল সকালে আপনি আমাদের বাড়ী আসুন। তবে জানলা টপকে নয়, সামনের গেট দিয়ে। কি করতে হবে কাল সব বুঝিয়ে বলব। এখন আপনি চুপি চুপি চলে যান।

শিশির ॥ আজ কি তাহলে খালি হাতেই ফিরব ?

সুনেত্রা ॥ তার মানে ?

শিশির ॥ কিছু টাকার দরকার। পাওনাদারদের দিতে হবে। আমি চাকরী করে আবার শোধ করে দেব।

সুনেত্রা ॥ কত টাকা ?

শিশির ॥ শ' তিনেক হলেই চলবে।

সুনেত্রা ॥ না, অত টাকা নেই।

শিশির ॥ তাহলে অন্য কোথাও ডাকাতি করার চেষ্টা করি গিয়ে। আমাকে আজ রাত্রেই টাকা জোগাড় করতে হবে। আচ্ছা নমস্কার।

[শিশির জানালার দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়]

সুনেত্রা ॥ শুনুন, (শিশির ফিরে দাঁড়ায়) দু' একদিন পরে টাকাটা পেলে চলবে ?

শিশির ॥ তাহলে আজ রাত্রে কখনও লাইফ রিস্ক করে আপনার ঘরে ঢুকি ? কাল সকালেই পাওনাদারগুলো গলা চেপে ধরবে। আচ্ছা আর দেরী করে লাভ নেই—চলি।

[শিশির জানলার দিকে এগোতেই হরপ্রসাদের গলা শোনা যায়—দাঁড়াও। সুনেত্রা ও শিশির ঘুরে তাকায়। হরপ্রসাদ ভেতরদিককার দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢোকে]

হরপ্রসাদ ॥ (শিশিরকে) এদিকে এগিয়ে এসো।

[শিশির ভয়ে তার দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়। সুনেত্রা চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে]

ভেবেছ, জানলা দিয়ে পালালে কেউ টের পাবে না ? দু' হাত তুলে দাঁড়াও। (চড়া গলায়) আই সে হ্যাণ্ডস্ আপ্!

[শিশির বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে হাত দু'টো

তুলে দাঁড়ায়। হরপ্রসাদ স্লিপিং গাউনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তিন খানা একশ' টাকার নোট বার করে]

এই নাও—

শিশির ॥ কি ?

হরপ্রসাদ ॥ তিনশ' টাকা। তোমাকে হাতছাড়া করে তো আর আমার ডার্লিংকে জলে ফেলে দিতে পারিনা !

[সুনেত্রা আনন্দে হেসে ফেলে। শিশির হাত তোলা অবস্থায় সুনেত্রার দিকে তাকায়। সুনেত্রা চোখের ইশারায় তাকে টাকা নিতে বলে। শিশির ভয়ে ভয়ে হাত নামিয়ে হরপ্রসাদের কাছ থেকে টাকা নেয়]

কাল সকালে আসবে তো ?

শিশির ॥ (আরো ভয়ে) না—আর জীবনে কোন দিন আসব না।

হরপ্রসাদ ॥ এ্যাঁ ! তাহলে টাকাগুলো এমনি এমনি দিলাম নাকি ?

শিশির ॥ তাহলে আসব। ঘুম থেকে উঠেই চলে আসব।

[হরপ্রসাদ ও সুনেত্রা একসঙ্গে জোরে হেসে ওঠে। শিশিরও হতবুদ্ধি হয়ে তাদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয়। সুনেত্রা খুশী হয়ে হরপ্রসাদকে জড়িয়ে ধরে]

সুনেত্রা ॥ লং লিভ দাদু !

[পর্দা নেমে আসে]

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[হোটেলের সেই ঘর। ঘরে এবার দু'টো খাট পাতা। একটা খাটে আগের সেই বিছানা। তার পাশে ভাঙ্গা টেবিল চেয়ার। অন্য খাটে দামী নতুন বিছানা। পাশে ঝকে ঝকে টেবিল চেয়ার। নতুন জিনিসগুলো ব্যবহার করে শিশির, পুরোণগুলো ব্যবহার করে বিনয়।

শিশিরকে দেখা যায় ধোপ-দুরস্ত জামা কাপড় পরে, টেবিল চেয়ারে বসে খাবারের শেষ অংশটুকু মুখের মধ্যে চিবোচ্ছে। সামনে দাঁড়ান কানাই হোটেল বয়ের ড্রেস পরে ডিসগুলো নেবার জন্য অপেক্ষা করছে।]

শিশির॥ (চোখ বুঁজে চিবোতে চিবোতে) কি কি বলেছি মনে আছে তো?

কানাই॥ মনে আছে।

শিশির॥ মনে থাকলে আজ ভুল করলি কেন?

কানাই॥ কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘুম থেকে উঠে দেখবেন মাথার কাছে চা, আটটা বাজতেই ডিম সন্দেশ কলা। দুপুরে ভাতের সঙ্গে মাংস।

শিশির॥ রোজ নয়। একদিন মাংস একদিন মাছ। একদিন মাছ একদিন মাংস। এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিবি।

কানাই ॥ তাই দেব। এতদিন পেট শুকিয়ে পড়েছিলেন। এখন ভাল সময় এসেছে, যা বলবেন, তাই আপনার গলায় সেঁধিয়ে দেব।

[ম্যানেজার প্রবেশ করে]

ম্যানেজার ॥ এই কানাই, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস, ভেতরের কাজগুলো করবে কে ?

কানাই ॥ বলাই করবে। এখন আমি ড্রেস পরে ফেলেছি। আজ আর ভেতরের কাজ করতে পারবনা।

ম্যানেজার ॥ খুব লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস যে—

কানাই ॥ অবস্থা ফিরে গেছে, এখন লম্বা বলবনা তো কবে বলব ?

ম্যানেজার ॥ তোর অবস্থা কোথায় ফিরল ? অবস্থা ফিরেছে শিশির-বাবুর। তুই ব্যাটারছেলে যে চাকর ছিলি, সেই চাকরই আছিস।

কানাই ॥ তাই যদি বলেন, তাহলে সবাই চাকর। আমিও চাকর আপনিও চাকর। শিশিরবাবু যে এতবড় চাকরী পেয়েছেন, সে ব্যাটাও চাকর।

ম্যানেজার ॥ সাবধান হয়ে কথা বল হতভাগা। আমাকে যা বললি, বললি। শিশিরবাবুকে যদি চাকর বলিস তবে তোকে আস্ত রাখবনা।

শিশির ॥ কানাইকে কিছু বলবেন না ম্যানেজারবাবু। ওর এই সুক্ষ্ম দৃষ্টি আছে বলেই আমার কাজে ওকে নিয়েছি।

ম্যানেজার ॥ (দাঁত বার করে) তা আছে। ব্যাটারছেলে কাজ কম করলেও খুব ইনটেলিজেণ্ট।

শিশির ॥ দেখুন ম্যানেজারবাবু, আপনি একটু আগে কানাইকে

ভেতরে গিয়ে কাজ করার কথা বলছিলেন। কিন্তু আপনার বোঝা উচিৎ যে আমি ওকে এখানে থাকতে বলেছি।

ম্যানেজার ॥ (গদ গদ কণ্ঠে) ও—আপনি বলেছেন। তা আমি কি করে জানব বলুন? হতভাগাটা আমাকে একবার ইশারা করেও তো বলতে পারত। সত্যিইতো আপনার এখানে এক-জনের থাকা দরকার।

শিশির ॥ আমি অবশ্য এখুনি বেরোব। এখানে আর ওর থাকবার দরকার নেই। তবু আমার মনে হয় এখন ওর রেষ্ট দরকার।

ম্যানেজার ॥ তাই হবে। আপনার যা মনে হবে আমি তাই করব। এখুনি বিছানা পেতে দিয়ে আমি ওর রেষ্টের ব্যবস্থা করি গিয়ে।

[ম্যানেজার যেতে থাকে। শিশির ডেকে ফেরায়]

শিশির ॥ ম্যানেজারবাবু—

ম্যানেজার ॥ বলুন?

শিশির ॥ আলাদা ঘর না হলে আমার অসুবিধে হচ্ছে। একঘরে দু'জন থেকে আমার অবস্থার উন্নতি একেবারেই উপলব্ধি করতে পারছিনা।

ম্যানেজার ॥ আজকের দিনটা অপেক্ষা করুন। কাল সকালেই বিনয়বাবুকে ঘর থেকে বার করে দেব। (একগাল হেসে) এই কানাই শুতে আয়—।

কানাই ॥ আপনি যান আমি আসছি।

[ম্যানেজার চলে যায়]

শিশির ॥ এই ঘর আলাদা করে পেলে কি করব জানিস?

কানাই ॥ কি করবেন?

শিশির ॥ মেঝেতে কার্পেট পাতব। একদিকে সোফা সেট, অন্য দিকে রেডিও সেট। পেছনদিকে ফ্লাওয়ার ভাস্‌, মাথার কাছে টেলিফোন।

কানাই ॥ (আনন্দে) আর বলবেন না মাইরী। শুনেই আমার লাফাতে ইচ্ছে করছে। আর হলে তো শালার স্বর্গে চলে যাব।

শিশির ॥ আমি এখন বেরোচ্ছি। তুই আমার জিনিসগুলো গুছিয়ে রেষ্ট নিতে চলে যা।

কানাই ॥ আপনি যান। আমি গুছিয়ে টিপটপ্ করে দিচ্ছি।

[শিশির চলে যায়। কানাই ঘরে শিশিরের অংশটুকু গোছাতে থাকে এবং বিনয়ের অংশটুকু ইচ্ছে করে অগোছাল করে দেয়। বলাই প্রবেশ করে]

বলাই ॥ এই কানাই, ভেতরকার কাজগুলো আমার জন্যে জমিয়ে রেখেছিস কেন?

কানাই ॥ ভেতরকার কাজ আমি আর করবনা।

বলাই ॥ কেন?

কানাই ॥ কেন আবার—আমি কি তোর মত এখনও চাকর আছি নাকি? আমি বয় হয়েছি। আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে হয়েছে।

বলাই ॥ তুই বয় হয়েছিস বলে কি তোর জমান কাজগুলো আমি করব নাকি?

কানাই ॥ (হাসতে হাসতে) তাহলে আর কে করবেরে বলা? এতদিন তো বগলে রসুন লাগিয়ে শুয়ে থাকতিস। এখন আর সেটি হচ্ছে নারে বলা।

বলাই ॥ (রেগে) চুপ কর কানা। এর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব। বিনয়বাবু আমার মাইনে বাড়িয়ে দিলেই তোকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নেব।

কানাই ॥ তাহলে আমার পুরোন জুতো জোড়া এখন থেকেই পায়ে দিয়ে রাখ। নাহলে সেই সময় পালিশ করবার জন্যে জুতোই খুঁজে পাবি না।

[কানাই হো হো করে হেসে ওঠে। বাইরে থেকে প্রবেশ করে মধু। তাকে দেখে কানাই থেমে যায়। মধুর পোষাক পরিচ্ছদে একটু পরিপাটি দেখা যায়]

মধু ॥ শিশিরবাবু আছেন ?

কানাই ॥ না। আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

মধু ॥ আমি আসছি যোগেশ রায় এ্যাণ্ড ডটার কোম্পনি থেকে। আমি ঐ কোম্পানীর লোক।

কানাই ॥ ও—তাই বলুন। আপনি দাঁড়িয়ে কেন বসুন।

[মধু একটা চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা রেখে নাড়তে থাকে]

মধু ॥ এটা কি হোটেল নাকি ?

কানাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু ॥ মাংস পাওয়া যায় ?

কানাই ॥ পাওয়া যাবেনা কেন ? শিশিরবাবু থাকতে থাকতে একদিন আসবেন, খাইয়ে দেব।

মধু ॥ এখন পাওয়া যাবে না ?

কানাই ॥ এখন খেতে গেলে আপনার গাঁট থেকে পয়সা দিতে হবে।

মধু ॥ থাক দরকার নেই। শিশিরবাবু কখন আসবেন?

কানাই ॥ তা—ধরুন দুপুরে।

মধু ॥ এলে বোলো যোগেশ রায় এ্যাণ্ড ডটার কোম্পানি থেকে মধুবাবু এসেছিলেন। সন্ধ্যের দিকে যেন সুনেত্রা দিদিমণির সঙ্গে দেখা করেন।

কানাই ॥ কার নাম বললেন?

মধু ॥ সুনেত্রা দিদিমণি।

কানাই ॥ (হাসতে হাসতে) বুঝতে পেরেছি।

বলাই ॥ (একই ভাবে) আমিও বুঝতে পেরেছি।

মধু ॥ কি বুঝতে পেরেছ?

কানাই ॥ চাকর ব্যাটা বাবু সেজে এসেছেবে।

মধু ॥ খবরদার চাকর বলবেনা।

কানাই ॥ কি বলব, মধুবাবু?

মধু ॥ হ্যাঁ মধুবাবু।

কানাই ॥ বেশ তাই বলব। শিশিরবাবু এলেই বলব মধুবাবু এসেছিলেন।

মধু ॥ (রেগে) আমি চললাম।

[মধু কিছুদূর গিয়ে আবার ঘুরে আসে]

আচ্ছা আমার চেহারাটা কি সত্যি চাকরেব মত দেখতে?

কানাই ॥ চেহারা তো বাবুর মতই করেছেন। কিন্তু কথা যে চাকরের মতই রয়ে গেছে?

মধু ॥ কোন কথা বলতো, যা শুনে তোমরা আমাকে চাকর বলে ধরে ফেললে?

কানাই ॥ 'দিদিমণি' শুনে। ওটা এমন একটা মার্কামারা কথা, যার মুখ দিয়ে বেরোবে সেই ব্যাটাই চাকর।

মধু ॥ ঈশ্‌...দিদিমণি না বললেই হোত!

কানাই ॥ তাতে আর কি হয়েছে? ঐ যে বলাই দাঁড়িয়ে আছে, সেও একই দলে।

বলাই ॥ কানাই, মুখ সামলে কথা বলবি বলছি।

মধু ॥ ঈশ্‌....না বললেই হোত! ঈশ্‌—

[মধু ও কানাই চলে যায়। বলাই রাগে মুখটাকে বিকৃত করে রাখে। পরক্ষণেই প্রবেশ করে বিনয়]

বিনয় ॥ কিরে বলাই, এত মুখ ভার করে আছিস কেন?

বলাই ॥ মুখ ভার করবনাতো কি করব! কানাইটা মুখের ওপর যাচ্ছেতাই করে বলে যাচ্ছে, অথচ আপনি আমার অবস্থা ফেরাবার কোন চেষ্টাই করছেন না।

বিনয় ॥ মনে করনা তোর অবস্থা ফিরে গেছে।

বলাই ॥ আপনার নিজের অবস্থাই ফেরাতে পারলেন না, আমার অবস্থা আর কি করে ফিরবে?

[বিনয় হঠাৎ বলাইকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে]

বিনয় ॥ ওরে বলাই আমার অবস্থা ফিরে গেছেরে—আমি কি নাচব নাকিরে?

বলাই ॥ (ছাড়াতে চেষ্টা করে) কি করছেন,....কি করছেন....

বিনয় ॥ ওরে তুই আমাকে খুন কর, না হয় আমি তোকে খুন করি....

[বিনয়ের চিৎকার শুনে ম্যানেজার এসে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে বিনয় বলাইকে ছেড়ে দেয়]

ম্যানেজার ॥ কি ব্যাপার বিনয়বাবু, অসভ্যের মত চিৎকার করছেন কেন? এই হোটেলে আরো পাঁচজন ভদ্রলোক থাকে। ভুলে যাবেন না।

বিনয় ॥ আপনিও ভুলে যাবেন না একজন রেসপেক্টেবল লোকের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন।

ম্যানেজার ॥ ওসব কথা অনেক শুনেছি। আপনাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, কাল সকালেই আপনি এ ঘর ছেড়ে দেবেন।

বিনয় ॥ আপনি বললেই আমি ঘর ছাড়বনা। আজ থেকে আমি পাকাপাকিভাবে এই ঘরে থাকব।

ম্যানেজার ॥ ছ'মাসের টাকা বাকী রেখে কথা বলতে লজ্জা করছেনা?

বিনয় ॥ না।

ম্যানেজার ॥ কেন?

বিনয় ॥ এখুনি আপনার টাকা দিয়ে দেব।

ম্যানেজার ॥ দিন তো দেখি ক্ষমতা—

বিনয় ॥ পাতুন তো দেখি হাতটা—

ম্যানেজার ॥ (হাত পেতে) এইতো পাতলাম।

[বিনয় পকেট থেকে কিছু টাকা বার করে দেয়]

বিনয় ॥ এই তো দিলাম।

ম্যানেজার ॥ কত টাকা?

বিনয় ॥ কত চাই?

ম্যানেজার ॥ তিনশ চাই।

বিনয় ॥ চার'শ দিলাম।

ম্যানেজার ॥ কেন ?

বিনয় ॥ এক'শ আপনাকে মিষ্টি খেতে।

ম্যানেজার ॥ (দাঁত বার করে) বি—ন—য়—বা—বু—

বিনয় ॥ (একই ভাবে) কি—?

ম্যানেজার ॥ আপনি আবার চেঁচান।

বিনয় ॥ চেঁচাতে ইচ্ছে করছেনা।

ম্যানেজার ॥ তাহলে যা হয় একটা কিছু করুন।

বিনয় ॥ আসুন আপনাকে আদর করি।

ম্যানেজার ॥ করুন।

বিনয় ॥ (ম্যানেজারের থুতনি ধরে) আমার ক্যাপা ছেলে !

ম্যানেজার ॥ এবার যাই ?

বিনয় ॥ যান।

ম্যানেজার ॥ এই বলাই, ভেতরের কাজগুলো পড়ে আছে করিসনি কেন ?

বিনয় ॥ ম্যানেজারবাবু, বলাইকে আর কাজের কথা বলবেন না। অনেক কাজ করেছে। এখন ওকে বিশ্রাম নিতে দিন।

ম্যানেজার ॥ তাই হবে। ওর বিশ্রামের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এঁটো বাসন-টাসন যা আছে, আমি মেজে নিচ্ছি। চল বলাই, কানাইয়ের পাশে তোকেও ঘুম পাড়িয়ে দিই।

বলাই ॥ এখন আমার ঘুম আসবে না।

ম্যানেজার ॥ আসবে, আসবে, বর্গী এলো দেশে গান শোনাব নিশ্চয়ই ঘুম আসবে।

বলাই ॥ না এখন আমি ঘুমব না।

ম্যানেজার ॥ লক্ষ্মী, সোনা আমার দুষ্টুমি করেনা। ঘুমোবে এসো।

বলাই ॥ (কান্নার সুরে) আমি যাব না—আমি যাব না—

বিনয় ॥ থাক ম্যানেজারবাবু, আপনি যান। আমি বলাইকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ম্যানেজার ॥ আচ্ছা তাই করুন। (হেসে বলাইকে) দুষ্ট ছেলে!

[ম্যানেজার চলে যায়]

বিনয় ॥ শোন বলাই, আজ থেকেই তোর মাইনে বাড়িয়ে ডবল্ করে দিলাম। কাল সকালে আমার সঙ্গে দোকানে যাবি, তোকে বেয়ারার ড্রেস কিনে দেব।

বলাই ॥ (খুশী হয়ে) কি করে এত টাকা পেলেন বিনয়বাবু ?

বিনয় ॥ বিনয়বাবু আর বলবিনা। আমি এখন সাহেব। সর্টকাটে বলবি—সাব্।

বলাই ॥ তাই বলব।

বিনয় ॥ আর এখন থেকে হিন্দীতে কথা বলবি। সঙ্গে জুড়ে দিবি দু'চারটে ইংরিজী শব্দ। তাহলেই সমস্ত পরিবেশটার উন্নতি করা যাবে।

বলাই ॥ যা বোলেগা তাই করেগা। (হেসে) এই সব ব্যাপার দেখ্‌কে কানাই ব্যাটার আক্কেল গুড়ুম হোযায়গা।

[প্রশান্ত হাসতে হাসতে প্রবেশ করে]

প্রশান্ত ॥ একটা সুসংবাদ শুনলাম বিনয়বাবু—

বিনয় ॥ বাইরে যান। পারমিশন নিয়ে ঘরে ঢুকুন।

[প্রশান্ত বাইরে গিয়ে বলে—"মে আই কাম ইন?"]

কাম্ ইন্।

[প্রশান্ত আবার প্রবেশ করে]

বলুন কি বলছিলেন ?

প্রশান্ত ॥ আপনার উন্নতি হয়েছে শুনে খুবই আনন্দিত হলাম।

বিনয় ॥ ধন্যবাদ, আর কিছু ?

প্রশান্ত ॥ সহকর্মীর উন্নতি হলে বলার কি আর শেষ আছে ?

বিনয় ॥ আপনার সহকর্মী ছিলাম ওয়ান্স আপন্ এ টাইম, হোয়েন ব্রহ্মদৈত্য ওয়াজ রুলিং। এখন আমি অনেক ওপরে উঠে গেছি।

প্রশান্ত ॥ যাই হোক—তাতেই আমার আনন্দ। তা—জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে কি করে এত উন্নতি করলেন ?

বিনয় ॥ কনট্রাক্ট সারভিস্! এখনও চাকরীতে জয়েন করিনি। তবে কোম্পানী মোটা টাকা এ্যাড্‌ভান্স দিয়ে আমাকে বুক করে রেখেছে। (পকেট থেকে কিছু টাকা বার করে বলাইকে দেয়) বলাই, কিছু টাকা এখন রাখ। তোর যা ইচ্ছে করে তাই কিনে খরচা কর। কাল এসে আরো টাকা নিয়ে যাস।

বলাই ॥ জরুর আসেগা। কাল আস্‌কে দু'পকেট ভরকে টাকা লে যায়গা।

প্রশান্ত ॥ (লোলুপ দৃষ্টে) বাঃ আপনার সঙ্গে সঙ্গে চাকরটার উন্নতি হয়েছে দেখে আরো খুশী হ'লাম। ভাবছি আপনাকে একটা কথা বলব। কিন্তু—

বিনয় ॥ বলুন।

প্রশান্ত ॥ একটু প্রাইভেট।

বিনয় ॥ ও! বলাই—

বলাই ॥ সাব্ ?

বিনয় ॥ বাইরে যা।

বলাই ॥ যাতা হায়।

[বলাই চলে যায়]

বিনয় ॥ এবার বলুন ?

প্রশান্ত ॥ আপনার এই উদার মনোবৃত্তি—

বিনয় ॥ কিসের ?

প্রশান্ত ॥ টাকা দেওয়ার ব্যাপারে।

বিনয় ॥ অযথা সময় নষ্ট করবেন না। কিছু বলার থাকলে চট পট বলুন।

প্রশান্ত ॥ আমি কিছু ধার দেনায় জড়িয়ে পড়েছি। তাই যদি আপনার কিছু সাহায্য পেতাম—

বিনয় ॥ কত ?

প্রশান্ত ॥ শতখানেক হলেই হয়ে যেতো।

বিনয় ॥ এতক্ষণ বলছেন না কেন ? দিচ্ছি দাঁড়ান।

[পকেট থেকে টাকা বার করে]

প্রশান্ত ॥ (হেসে) আপনার অসীম দয়া।

বিনয় ॥ প্রশান্তবাবু, টাকাটা কি এমনি এমনি দেওয়া ঠিক হবে ? কিছুর পরিবর্তে দেওয়া কি ভাল নয় ?

প্রশান্ত ॥ বলুন, কিসের পরিবর্তে দিতে চান ?

বিনয় ॥ বলতে একটু দ্বিধা বোধ করছি—

প্রশান্ত ॥ আহা দ্বিধা করছেন কেন? দয়া করে বলেই ফেলুন না।

বিনয় ॥ আমার পায়ে একটা মাস্‌কুলার পেইন হয়েছে। ডাক্তার বলেছে ম্যাসাজ করাতে হবে। তাই আপনি যদি—

প্রশান্ত ॥ (গম্ভীর ভাবে) থাক দরকার নেই আপনার টাকার।

বিনয় ॥ সে তো ভাল কথা। তবে ভেবে দেখুন, এখন ঘরে কেউ নেই। চট করে পা টিপে পট্‌ করে টাকা নিতে পারতেন।

প্রশান্ত ॥ আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনি কি ভেবেছেন আপনার ঐ এক'শ টাকার জন্যে আমি আপনার পা টিপতে যাব?

বিনয় ॥ বেশ না টিপলেন। ভদ্রতা হিসেবে আমি এক, দুই, তিন বলা পর্যন্ত টাইম দিচ্ছি। টাকা পেতে হলে আশা করি এই সময়ের মধ্যে পা টিপতে শুরু করবেন। এক—দুই—তিন!

[প্রশান্ত দৌড়ে গিয়ে বিনয়ের পা টিপতে আরম্ভ করে]

দৃশ্যান্তর

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অমর সিংহের বাড়ীর ভেতরের দিকের একখানা ঘর। ঘরটি অপ্রয়োজনীয় হলেও লিলির জন্মদিন উপলক্ষ্যে মোটামুটিভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। সেই ঘরে অমর সিংহ বসে বসে একটা ফাইল দেখছে। ভেতর থেকে উৎসবের নানা রকম আওয়াজ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। টেবিলের ওপর টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে বেজে ওঠে। অমর রিসিভার তোলে।]

অমর ॥ অমর সিন্‌হা স্পিকিং···। হ্যাঁ আমিই ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার। কি দরকার বলুন ?······না আজ আমার মেয়ের জন্মদিন। আপনি বরং কাল আমার অফিসে যাবেন।....নমস্কার।

[অমর রিসিভার রেখে দেয়। বাইরের দিক থেকে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেণ্ট বীরুবাবু প্রবেশ করে]

বীরু ॥ আমাকে ডেকেছেন স্যার ?

অমর ॥ আপনি এত দেরী করলেন কেন ?

বীরু ॥ পার্টির চেকগুলো রেডি করছিলাম।

অমর ॥ পার্টির চেক রেডি করে আমার তাতে কোন উপকার হবে ? ফায়ার ইনসিওরেন্স খুলেছিলাম লাভ করবার জন্যে। কিন্তু আপনাদের মত ওয়ার্থলেস্ এজেণ্টদের জন্যে ঘর থেকে শুধু টাকাই গুণে যাচ্ছি। যেখানেই কেস্ করছেন, সেখানেই আগুন লাগছে।

বীরু ॥ আমার প্রত্যেকটা কেস্ই জেনুইন ফায়ার।

অমর ॥ (রেগে) সেটা কি খুব আনন্দের কথা ? মাথায় একটু বুদ্ধি আনবার চেষ্টা করুন।

বীরু ॥ (একটু চুপ করে থেকে) বলুন স্যার ডাকলেন কেন ?

অমর ॥ যোগেশ রায়কে দিয়ে যে আমাদের কোম্পানীতে দশ লাখ টাকার চিনির গুদামের ইন্সিওর করিয়েছেন, লোকটাকে জানেন ?

বীরু ॥ জানবনা কেন স্যার ? আপনার মেয়ের বান্ধবী সুনেত্রা দেবীর বাবা। আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত লোক।

অমর ॥ পরিচিতলোকেরাই বেশী সর্বনাশ করে তা বোধহয় জানেন না!

বীরু ॥ কেন, কি হয়েছে স্যার ?

অমর ॥ যোগেশ রায়ের বিজনেস্ই হচ্ছে—ফায়ার ইনসিওর করে গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়, আর কোম্পানীর কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা পেমেণ্ট নেয়।

বীরু ॥ আপনি কার কাছ থেকে জানলেন স্যার ?

অমর ॥ (ফাইলের একটা কাগজ সামনে ধরে) এই দেখুন, ইন্সিওরেন্স এ্যাসোসিয়েশন থেকে ব্ল্যাক লিষ্ট বার করেছে। অলরেডি তিনটে কোম্পানীকে ডকে তুলে দিয়েছে এই যোগেশ রায়।

বীরু ॥ তা আমি কি করে জানব স্যার ? দশ লাখ টাকার লোভ সামলাতে না পেরে আমি ঝপাং করে কেস্টা টেক আপ করেছি।

অমর ॥ সেই জন্যেইতো আপনার প্রত্যেকটা কেস্ই জেনুইন ফায়ার হচ্ছে ! ভাগ্যি ভালো যে খবরটা আমি আগেই পেয়ে গেছি।

বীরু ॥ তাহলে এখন কি হবে স্যার ?

অমর ॥ কি হবে বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এখন চেষ্টা করতে হবে যাতে আগুন ধরাতে না পারে। অলরেডি

আমি একটা মতলব বার করেছি। ফায়ার ব্রিগেড অফিসার মিষ্টার সেনকে আমি লিলির জন্মদিন উপলক্ষ্যে নেমনতন্ন করেছি। তাকে সকলের আগে হাত করা দরকার। আপনি বাইরের ঘরে বসে থাকুন। মিষ্টার সেন এলেই আমার এখানে নিয়ে আসবেন।

বীরু ॥ দেবানন্দ জালানের ছ'লাখ টাকার চেক্‌টা রেডি করব নাকি, স্যার ?

অমর ॥ না এখন কিচ্ছু করতে যাবেন না। মিষ্টার সেন সার্টিফাই না করলে জালানকে আমি এক পয়সাও দেব না। যত সব জোচ্চুরী কেস্ কি আপনার হাতেই আসে ? যান, যা বললাম তাই করুন গিয়ে।

[বীরু চলে যায়। ভেতর থেকে লিলি প্রবেশ করে। সে জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ সাজে সজ্জিতা]

লিলি ॥ ড্যাডি, তোমাকে যে কথাটা বলেছিলাম মনে আছে তো ?

অমর ॥ কেন মনে থাকবে না। আমার অফিসে একটি ছেলেকে চাকরী দিতে হবে, এই তো ? আমার ঠিক মনে আছে। ছেলেটিকে কাল আমার অফিসে পাঠিয়ে দিও। আমি নিশ্চয়ই তাকে একটি চাকরী দিয়ে দেব।

লিলি ॥ তুমি তো তাকে দেখতে চাইলে না ড্যাডি ? ইচ্ছে করলে দেখতে পার। ভেতরে বসে আছে।

অমর ॥ আমার দেখার কিচ্ছু দরকার নেই। তুমি যখন রেকমেণ্ড করেছ, দ্যাট ইজ এনাফ্।

লিলি ॥ ছেলেটির সঙ্গে আমার একটা কণ্ডিশন আছে। আমার

একটা কাজ যদি ঠিক ঠিক মত করতে পারে তাহলেই সে চাকরী পাবে।

অমর ॥ বেশ, ছেলেটি তোমার কাজ ঠিক মত করতে পারল কিনা আমাকে জানিও। আমি সেই অনুযায়ী তাকে চাকরী দেব।

লিলি ॥ থ্যাংক ইউ ড্যাডি। ড্যাডি তুমি তো বললে না ভেতরে কি রকম সাজান হয়েছে ?

অমর ॥ চমৎকার হয়েছে। তুমি ভেতরে যাও লিলি ! লোকজনের যেন কোন রকম অসুবিধে না হয়।

লিলি ॥ আমি যাচ্ছি ড্যাডি।

[লিলি খুশী মনে চলে যায়। বাইরে থেকে বীরু মিষ্টার সেনকে নিয়ে প্রবেশ করে। মিষ্টার সেনের পরিধানে ফায়ার ব্রিগেডের পোষাক এবং হাতে প্রেজেনটেশনের প্যাকেট]

মিষ্টার সেন ॥ নমস্কার মিষ্টার সিন্‌হা।

অমর ॥ নমস্কার, নমস্কার মিষ্টাব সেন। টেক ইওর সীট প্লিজ আপনার কথাই হচ্ছিল।

মিষ্টার সেন ॥ (চেয়ারে বসে) আমার কথা ! কেন বলুন তো ?

অমর ॥ বলছি। (বীরুকে) বীরুবাবু, আপনি বাইরের ঘরে যান। লোকজন এলে ভেতরে নিয়ে যাবেন।

বীরু ॥ আচ্ছা স্যার। (বীরু বাইরের দিকে চলে যায়।)

অমর ॥ বলছিলাম কি, দেবানন্দ জালানের কেস্‌টা কি করলেন ?

মিষ্টার সেন ॥ দেবানন্দ জালানকে আপনাদের টাকা পেমেণ্ট করতেই হবে।

অমর ॥ কোন রকম করে পেমেণ্ট স্টপ করা যায় না ?

মিষ্টার সেন ॥ কি করে করব ? চারটে ইঞ্জিন লাগিয়েও, উই কুড নট সেভ হিজ গোডাউন।

অমর ॥ আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন। দয়া করে বলে দিন না কিছু মাল বেঁচে গেছে। তাহলে টাকার দিক থেকে আমরা কিছুটা রেহাই পেতাম। একসঙ্গে ছ'লাখ টাকা, বুঝতেই পারেন। যদি দরকার হয় আপনাকে কিছু ক্যাশ্—

মিষ্টার সেন ॥ উপায় নেই মিষ্টার সিন্‌হা। আমার স্টেটমেণ্ট দেখলেই বুঝতে পারবেন কিভাবে সমস্ত গুদামটা পুড়েছে।

অমর ॥ স্টেটমেণ্ট দেখে আর কি হবে ? অপনি বরং ঘটনাটা আরেকবার বলুন। আমি শুনে দেখি কোন ফাঁক বার করা যায় কিনা।

মিষ্টার সেন ॥ বেশ শুনুন। আমি গিয়ে দেখলাম গোডাউনের দক্ষিণে আগুন জ্বলছে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, আগুন উত্তরে এলেই, উত্তর দিক থেকে আমরা জল দেওয়া শুরু করব। কিন্তু আগুন চলে গেল পূর্বে। আমার তখনও ধারণা ছিল, পূর্বদিক পুড়ে যাবার পর, আগুন উত্তরে নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার আগুন উত্তরে এল না। আগুন চলে গেল পশ্চিমে। আমি আরেকবার ক্যালকুলেশন করে দেখলাম, পশ্চিম দিক পুড়ে আগুন উত্তরে আসবার সম্ভাবনা রয়েছে। হোলও তাই। দক্ষিণ দিক, পূর্বদিক এবং পশ্চিমদিক সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গিয়ে অবশেষে সেই আগুন উত্তর দিকে এলো। এ্যাটওয়ান্স আমরা চারটে ইঞ্জিন স্টার্ট করলাম। কিন্তু জল দেবার আগেই সম্পূর্ণ উত্তর দিক পুড়ে গিয়ে, আগুন আপনা থেকেই নিভে গেল। তবুও আমরা ছাড়-

লাম না। কন্টিনিউয়াসলি একঘণ্টা ধরে জল দিলাম। ইভন ফর মেজর সেফটি উই এ্যাপলায়েড্ গ্যাস্।

অমর ॥ আপনার স্টেটমেণ্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে, কোন মাল বেঁচেছে, সেকথা আপনি বলতে চান না।

মিষ্টার সেন ॥ একজাক্টলি। আমি নিজে চোখে দেখেছি, মালগুলো পুড়ে সব পয়মাল হয়ে গেছে। তাছাড়া আমরা ছাইগুলো নিয়ে ডক্টরেট অফ এ্যাশকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। ডক্টরেট অফ এ্যাশ বলেছেন, দ্যাট ওয়াজ পিওর এ্যাশ। কোন মালের অস্তিত্ব ছাইগুলোতে পাওয়া যায়নি। সুতরাং দুঃখের সঙ্গে আবার বলতে হচ্ছে—নাথিং লেফট্ উইদাউট এ্যাশ্, ইনস্টেড অফ ইওর ক্যাশ।

[ভেতর থেকে হরপ্রসাদ রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে]

অমর ॥ আসুন, আসুন হরপ্রসাদবাবু। খাওয়া দাওয়া হোল ?

হরপ্রসাদ ॥ লিলি ডার্লিং ছাড়লনা। জবরদস্তি অনেক কিছু খাইয়ে দিল।

অমর ॥ আপনার সঙ্গে যে লিলির এতটা খাতির আছে জানা ছিল না।

হরপ্রসাদ ॥ খাতির খুব। একেবারে সুনেত্রার সঙ্গে ব্যালান্স করা খাতির। কারোদিকে একটু কমবেশী হবার উপায় নেই। এমন কি সুনেত্রাকে কোন বিষয়ে পরামর্শ দিলে, তার সমতা রক্ষা করবার জন্যে লিলিকেও আরেকটা পরামর্শ দিতে হয়।

অমর ॥ তাই নাকি ?

হরপ্রসাদ ॥ তবে আর বলছি কি। এই সব ইয়ং গ্রুপদের নিয়ে আমার সময় বেশ কেটে যায়। আই লাইক দেম ভেরীমাচ্।

অমর ॥ ফায়ার বিগ্রেড অফিসার মিষ্টার সেনের সঙ্গে বোধ হয় আপনার আলাপ নেই ?

হরপ্রসাদ ॥ না, এখনও বাড়ীতে আগুন লাগেনি।

[মিষ্টার সেন হাত তুলে নমস্কার জানায়। হরপ্রসাদও হাসতে হাসতে হাত তুলে প্রতি নমস্কার জানায়। বাইরে থেকে প্রবেশ করে বীরু]

বীরু ॥ (অমরকে) স্যার, মিষ্টার চন্দ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি ওনাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি।

অমর ॥ হঠাৎ বাড়ীতে এসে দেখা করতে চায় কেন ?

বীরু ॥ উনি নতুন ধরনের দেয়াশলাই আবিষ্কার করেছেন, যাতে বারুদ থাকবেনা, অথচ তা দিয়ে যে কোন জিনিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যাবে।

অমর ॥ তাতে আমার কোন উপকার হবে ?

বীরু ॥ উনি একটা ফাংশন করে, সহজে আগুন ধরাবার পদ্ধতি ডেমোনোস্ট্রেশন করে দেখাবেন। সেই ফাংশনে আপনাকে সভাপতি হবার জন্যে অনুরোধ করতে এসেছেন।

অমর ॥ (উত্তেজিতভাবে) তাড়িয়ে দিন! মারতে মারতে বার করে দিন লোকটাকে।

বীরু ॥ কিন্তু আমি যে ওনাকে মিষ্টিমুখ করে যেতে বলেছি।

অমর ॥ কেন বলেছেন ?

বীরু ॥ ভাবলাম বাঙ্গালীর নতুন আবিষ্কার।

অমর ॥ বাঙ্গালীর আবিষ্কারে আমার সর্বনাশ হবে বুঝতে পেরেছেন ? ঐ দেয়াশলাই চালু হলে ইনসিওর করা গুদামগুলো পুড়িয়ে ছাই

করে দেবে। আর আমি যাব দেয়াশলাই ডেমোনোস্ট্রেশনের সভাপতি হতে? মারুন, লোহার ডাণ্ডা মারুন লোকটার মাথায়!

মিষ্টার সেন॥ মিষ্টার সিন্‌হা, ছাইকে আপনি খারাপ জিনিস ভাববেন না। কারণ ভবিষ্যতে ছাই আমাদের অনেক উপকারে আসতে পারে।

অমর॥ আপনি কি রসিকতা করছেন মিষ্টার সেন?

মিষ্টার সেন॥ রসিকতা নয়। আমাদের ডক্টরেট অফ এ্যাশ বলেছেন, ছাইয়েব মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে।

হরপ্রসাদ॥ দাঁড়ান, দাঁড়ান জিনিসটা ভাল করে বুঝে নিই। ছাইয়ের মধ্যে প্রোটিন!

মিষ্টার সেন॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। রিসার্চ যদি সাকসেস্‌ফুল হয়, তাহলে চালের যত ক্রাইসিস্ হোক না কেন, তখন কোন অসুবিধে হবে না। লোকে তখন ভাতের পরিবর্তে ছাই খেতে পারবে।

অমর॥ আপনি যাই বলুন, এখনকার মত মিষ্টার চন্দকে আমি সিম্প্‌লি কন্‌গ্রাচুলেশন্ জানিয়ে দিচ্ছি। এছাড়া আমি কিছু করব না। আসুন বীরুবাবু। যতো ছাই আমার কপালে।

[অমর ও বীরু চলে যায়]

হরপ্রসাদ॥ ছাইয়ের এত গুণ, আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে জানতেই পারতাম না।

মিষ্টার সেন॥ শুধু কি তাই হরপ্রসাদবাবু? ছাইয়ের গুণ আরো আছে। সাধু সন্ন্যাসীরা কেন সারা দেহে ছাই মাখে, তা নিয়েও রিসার্চ হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, দেহে কাপড়ের আবরণের

চেয়ে ছাইয়ের আবরণ অনেক বেশী স্বাস্থ্যসম্মত। তাই ডক্টরেট অফ এ্যাশ বলেন কিছুদিনের মধ্যে কাপড়ের আবরণ উঠে গিয়ে সারাদেহে ছাই মেখে রাখার রীতি প্রচলিত হবে।

হরপ্রসাদ॥ আমার ধারণা ছিল আপনাদের কাজ শুধু আগুন নেভান। এখন বুঝতে পারছি, আপনারা সর্ববিষয়ে পারদর্শী।

[ভেতর থেকে লিলি প্রবেশ করে]

লিলি॥ মিষ্টার সেন, আপনি ভেতরে চলুন।

মিষ্টার সেন॥ এখানেই ভাল আছি। ভীড়ের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই।

লিলি॥ ভীড় একদম কমে গেছে। এখন খেতে আপনার অসুবিধে হবে না।

মিষ্টার সেন॥ মিষ্টার সিন্হার সঙ্গেই খাব। (উপহারের প্যাকেট দিয়ে) এই নিন, প্রেজেণ্টেশন্ ফর ইউ।

লিলি॥ থ্যাংক ইউ।

[লিলি খুশী হয়ে প্যাকেট খুলতেই তার ভেতর থেকে বেরোয় একটি লাল রঙের লম্বা কৌটো। কৌটোর গায়ে লাগান একটি ছোট নল। লিলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে]

এটা কি মিষ্টার সেন ?

মিষ্টার সেন॥ মিনিয়েচার ফায়ার এক্সটিংগুইসার। নীচের দিকে একটা সুইচ আছে দেখুন।

লিলি॥ (অবাক হয়ে) এটা দিয়ে আমি কি করব ?

মিষ্টার সেন॥ সঙ্গে রাখবেন, ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে। প্রয়োজন

হলে আগুন নেভাতে পারবেন। এই যে আপনি নাইলন শাড়ী পরে ঘুরছেন, সামান্য দেহের উত্তাপে আগুন ধরে যেতে পারে।

হরপ্রসাদ ॥ ঠিক বলেছেন, মিষ্টার সেন! আবার এই নাইলন শাড়ী, কোন একটি টেরিলিন সার্টের কাছাকাছি হলেও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হতে পারে।

মিষ্টার সেন ॥ অসম্ভব নয়। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে তাও হতে পারে।

হরপ্রসাদ ॥ সবইতো বুঝলাম। কিন্তু যুবক যুবতীদের মনের আগুন নেভাবার কোন এক্সটিংগুইসার আপনার কাছে আছে?

লিলি ॥ (চোখ পাকিয়ে) দাদু, ল্যাংগোয়েজ প্লিজ।

[মিষ্টার সেন হাসতে থাকে। বীরু প্রবেশ করে]

বীরু ॥ মিষ্টার সেন, আপনি ও-ঘরে চলুন। স্যারের টেবিলে আপনার খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

মিষ্টার সেন ॥ আচ্ছা চলুন। চলি হরপ্রসাদবাবু। আপনার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেলাম।

হরপ্রসাদ ॥ ধন্যবাদ।

[মিষ্টার সেন ও বীরু চলে যায়]

লিলি ॥ কৈ দাদু, এত রাত হয়ে গেল, তবু যে সুনেত্রার পাত্তা নেই।

হরপ্রসাদ ॥ আসবে, আসবে। কবিবর সঙ্গে আসছেন তাই দেরি হচ্ছে। ভাল কথা, তুমি সেই ছেলেটিকে বেশ করে ট্রেনিং দিয়ে রেখেছ তো?

লিলি ॥ তা দিয়েছি। সত্যি দাদু, আপনি না থাকলে কি বিপদেই

পড়তাম বলুন তো। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনটি। কি করে খুঁজে বার করলেন?

হরপ্রসাদ॥ আমাকে খুঁজে বার করতে হয়নি। ছেলেটিই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছে। তোমার কাছে যেদিন শুনলাম, একজন স্মার্ট ছেলে তোমার চাই, যে নাকি জার্মান ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের অভিনয় করতে পারবে। সেদিন থেকেই আমার সন্ধানী চোখ দু'টো সমস্ত ইয়ংম্যানদের ওপর গিয়ে পড়তো। একদিন গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ এই ছেলেটি হাত তুলে আমার গাড়ীটা দাঁড় করাল। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমার কাছে দেয়াশলাই আছে কিনা। আমি দেয়াশলাই বার করতেই বলল—দেয়াশলাই যখন আছে, তখন সিগারেট নিশ্চয়ই আছে। ছেলেটাকে খুব ইণ্টারেস্টিং মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট প্যাকেটটাও দিলাম। সিগারেট ধরাতেই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—কি কাজ করা হয়? ও উত্তর দিল—কাজ কিছুই করা হয় না, শুধু প্ল্যান করা হয়। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের প্ল্যান? ও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—কি করে একটা বড় চাকরী পাওয়া যায় তারই প্ল্যান। আমি বুঝলাম একে দিয়েই তোমার কাজ হবে। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে গাড়ীতে তুলে নিলাম।

লিলি॥ আমার মিথ্যে কথা ঢাকতে গিয়ে আপনাকে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হলো, তাই না?

হরপ্রসাদ॥ ওটা মিথ্যে কথা নয়, বল যৌবনের কল্পনা। তা এই বয়সে সবাই একটু আধটু করে বৈকি। তুমি

না হয় তোমার বান্ধবীর কাছে ঠাট্টা তামাশার ছলে বলেই ফেলেছ।

লিলি ॥ (হেসে) ঠিক। তবে ব্যাপারটা এতটা সিরিয়াসলি টার্ণ নেবে ভাবতে পারিনি।

হরপ্রসাদ। যাক সমস্যার যখন সমাধান হয়ে গেছে, আর ভাবনা নেই। এখন চেষ্টা করো যাতে সুনেত্রার মলয়কুমার এসে তোমার কল্পনার সুবীরের ওপর টেক্কা না মারতে পারে।

লিলি ॥ তা পারবে না। এখনই দেখে এলাম ছেলেটার মুখে খৈ ফুটছে। পকেটে একটা পয়সা নেই, অথচ হাজার হাজার টাকা ছাড়া কোন কথাই বলে না।

[বাইরে সুনেত্রার গলা শোনা যায়]

দাদু, সুনেত্রারা বোধহয় এসে গেছে।

হরপ্রসাদ ॥ তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও। ওদের এই ঘরে বসিয়ে তারপর তোমার সুবীরকে এখানে নিয়ে আসবে।

[বাইরে থেকে সুনেত্রা ডাকে—"লিলি, লিলি"]

লিলি ॥ এই ঘরে আয় সুনেত্রা।

[পরমুহূর্তে সুনেত্রা ও মলয়কুমার-রূপী শিশির প্রবেশ করে। শিশিরের গায়ে গিলে করা পাঞ্জাবী ও কাঁধে সিল্কের চাদর]

সুনেত্রা ॥ এক্সকিউজ মি লিলি এবং দাদু। আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। সুবীরবাবু আসেননি ?

লিলি ॥ এসেছে কি এখন! কাজের লোক, কত রকম মিথ্যে কথা বলে আটকে রাখতে হয়েছে।

সুনেত্রা ॥ কি করব বল। মলয়ের জন্যে দেরী হলো। ওকে জাতীয়

সাহিত্য পরিষদ থেকে জোর করে তুলে নিয়ে আসতে হলো। তবুও তো কবিতাটার শেষটুকু শুনিয়ে আসতে পারল না।

শিশির ॥ (মিহি গলায়) হ্যাঁ লিলি দেবী, অর্দ্ধসমাপ্ত কবিতা পাঠ করা খুবই যন্ত্রণাদায়ক, পীড়াদায়ক।

লিলি ॥ আমি অত্যন্ত দুঃখিত মলয়বাবু। আমার জন্মদিনে হয়তো আপনার অনেক ক্ষতি করে দিলাম।

শিশির ॥ না, না ক্ষতি নয়। আপনার জন্মদিনও যা, আমার জন্মদিনও তা। তাই তো আমার প্রথম কবিতায় লিখেছিলাম—

"যত কাজ থাক ছুঁড়িয়া ফেলিয়া
দলিয়া মলিয়া চলিয়া বলিয়া
বরণ করিতে জন্মতিথি,
মুখে কিঞ্চিৎ পোলাও কালিয়া,
কিম্বা একটু রাব্‌ড়ী ঢালিয়া
উপহার মেগে ধরাইব ভীতি।"

হরপ্রসাদ ॥ (জোরে হেসে) উপহার মেগে ধরাইব ভীতি হাঃ হাঃ হাঃ।—সুন্দর তোমার কবিতা।

শিশির ॥ হ্যাঁ দাদু—কবির সৃষ্টি সবই সুন্দর। তার চোখে অসুন্দর কিছু নেই। তাই তো আমার দ্বিতীয় কবিতায় লিখেছিলাম—

"সুন্দর আমি, সুন্দর তুমি,
সুন্দর যাহা, তাহারে নমি
কত সুন্দর আছে অজানা
জানে সুন্দর অন্তর্যামী।"

লিলি ॥ আপনি যে একজন বড় কবি, তার প্রমাণ যে কোন জিনিস নিয়েই আপনি কবিতা রচনা করতে পারেন।

হরপ্রসাদ ॥ তা পারে। তবে বেশি কবিতা বলতে না দেওয়াই উচিত। কি বল সুনেত্রা ?

সুনেত্রা ॥ ঠিক বলেছেন দাদু। আজ সারাদিন ধরে কবিতার বন্যা বইয়ে দিয়েছে। (শিশিরকে) আর তোমাকে কবিতা বলতে হবে না। এবার একটু বিশ্রাম করো।

শিশির ॥ বেশ তাই হোক। বসে বসে বিশ্রাম করা যাক। কিন্তু সুনেত্রা, আমার মনের ভেতর যদি জোয়ার আসে আমি কবিতার প্লাবন করে দেব। তুমি আমায় বাধা দিওনা। তাহলে আমি কষ্ট পাব, ব্যথা পাব।

সুনেত্রা ॥ আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে। লিলি, সুবীরবাবুকে নিয়ে আয়, আলাপ করা যাক।

লিলি ॥ তোরা বোস্। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।

[লিলি ভেতরের দিকে চলে যায়। হরপ্রসাদ এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বলে]

হরপ্রসাদ ॥ খুব সাবধান। শেষরক্ষা যেন হয়।

শিশির ॥ (ভয়ে ভয়ে) আমার বুকের ভেতর কিরকম ধড়াস ড়াস করছে।

সুনেত্রা ॥ কি বলছেন আপনি? তীরে এসে তরী ডোবাবেন নাকি ? মনে সাহস আনুন।

শিশির ॥ সাহস কোত্থেকে আসবে ? মাত্র দুটো কবিতা নিজে লিখে মুখস্ত করে এসেছিলাম। তাওতো বলে দিয়ে শেষ করে

দিলাম। ধরুন যদি আরেকটা কবিতা শুনতে চায়, তাহালেই দফা শেষ!

সুনেত্রা॥ (রেগে) কেন আপনি মাত্র দুটো কবিতা মুখস্ত করে এসেছেন? আপনাকে আমি বলেছিলাম অন্ততঃ দশখানা কবিতা মুখস্ত করে আসবেন।

শশির॥ আপনি বললেই হয় আরকি! দশখানা কবিতা তা আবার নিজে লিখে মুখস্ত করা। একটা লাইনের সঙ্গে আরেকটা লাইন মেলান সোজাকথা কিনা! উঃ, কান দুটো কি রকম গরম হয়েছে হাত দিয়ে দেখুন।

হরপ্রসাদ॥ থাক, থাক, অযথা দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে কাজ নেই। দু'টো কবিতা বলেই তুমি মলয়কুমার হিসেবে এষ্টাব্লিশ্‌ড হয়ে গেছ। এখন শুধু সুনেত্রার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্টতা আছে, সেইটুকু অভিনয় করতে হবে।

শিশির॥ ওরে বাবা, এখনই যেন কিরকম মনে হচ্ছে।

সুনেত্রা॥ চুপ, ওরা আসছে।

[সবাই চুপ করে যায়। লিলি বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে। বিনয়ের পরিধানে সুট, টাই ইত্যাদি। তার পোষাক পরিচ্ছদ সবই প্রায় নতুন। শুধু তাড়াতাড়িতে পুরোন তালিমারা জুতো জোড়া পাল্টে আসতে ভুলে গেছে। শিশির ও বিনয় প্রথমে অবাক হয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে দুজনেই মাথা নীচু করে নেয়। আবার কি মনে করে দু'জনই দু'জনের দিকে চোখ বড় করে তাকায়]

লিলি ॥ এসো সুধীর সকলের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।
এই হচ্ছে আমার বান্ধবী সুনেত্রা।

সুনেত্রা ॥ নমস্কার।

বিনয় ॥ (মাথা নীচু করে) হামবুর্গ!

সুনেত্রা ॥ (অবাক ভাবে) কি বললেন?

লিলি ॥ (সুনেত্রাকে) জার্মান ভাষায় তোকে ও প্রতি-নমস্কার জানাল।

সুনেত্রা ॥ তাই বল!

লিলি ॥ (শিশিরকে দেখিয়ে) ইনি হচ্ছেন বাংলা দেশের বিখ্যাত কবি শিশিরকুমার। (বিনয়কে দেখিয়ে) সুধীর তলাপাত্র ওয়েষ্ট জার্মানী থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়ে ফিরেছে।

শিশির ॥ (হাত জোড় করে) নমঃ নমঃ নমঃ!

বিনয় ॥ (মাথানীচু করে) হামবুর্গ!

লিলি ॥ বাংলায় বল না। তোমার জার্মান ভাষা সবাই জানে নাকি?

বিনয় ॥ আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে আমি ইণ্ডিয়াতে এসেছি। এখনও আমার মনে হয় জার্মানীর রাজধানী স্ক্যাণ্ডেনেভিয়াতেই আছি।

হরপ্রসাদ ॥ ভূগোল পরীক্ষায় কত পেয়েছিলে মিষ্টার জার্মান?

বিনয় ॥ কেন বলুন তো দাদু?

হরপ্রসাদ ॥ জার্মানীর রাজধানী বার্লিন, এতদিন জানতাম।

বিনয় ॥ আই এ্যাম সরি দাদু। জার্মান থেকে ফেরার পথে স্টকহোম স্কটল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া হয়ে ফিরেছি তো, তাই ভুল করে মুখ দিয়ে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া বেরিয়ে গেছে।

শিশির ॥ (দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে) নমঃ নমঃ নমঃ।

বিনয় ॥ (গম্ভীর গলায়) হামবুর্গ!

লিলি ॥ তোমরা কথায় কথায় শুধু নমস্কার বিনিময় করবে নাকি? কথাবার্তা বল।

শিশির ॥ ঠিক বলেছেন লিলি দেবী। অন্তরের যোগাযোগ তো হয়ে গেল। এবার আমাদের কথাবার্তা আরম্ভ করা যাক। (বিনয়কে) আচ্ছা সুবীরবাবু, জার্মানীতে নদীনালা, পথঘাট, হাটমাঠ কেমন? বাংলা দেশের মত কি সেই দেশের ধান ক্ষেতে ঢেউ খেলে? দখিণা বাতাস কি সেই দেশে মৃদুমৃদু বয়? মেঘের আড়ালে কি সুয্যিমামা কু দিয়ে লুকোচুরি খেলে?

বিনয় (অট্টহেসে) হাঃ হাঃ ডাম্মুস্টাক! হাঃ হাঃ হাঃ ডাম্মুস্টাক!

শিশির ॥ আপনি হাসছেন কেন?

বিনয় ॥ জার্মানীতে ওসব জিনিস দু'শ বছর আগে উঠে গেছে। সেখানে প্রকৃতি বলতে কিছু নেই। আছে শুধু মেশিন এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি। যাকে জার্মানীতে বলা হয় ডাম্মুস্টাক। হাঃ হাঃ হাঃ!

শিশির ॥ তবে কি সেখানে কোন কবি নেই?

বিনয় ॥ আছে। কিন্তু তাদের কাজ কবিতা লেখা নয়, নাট বল্টু টাইট করা।

শিশির ॥ (কাঁদ কাঁদ স্বরে) সে দেশের লোকেরা তবে কেন গলায় দড়ি দিয়ে মরে যায় না? সাদামুখো, লালমুখো, মরে যা।

হরপ্রসাদ ॥ সে কথা বলতে পার না মলয়। যে দেশের যে রীতি!

বিনয় ॥ একজাক্টলি। কবিতা বাস্তব জগতে কোন কাজেই লাগেনা।

আর একান্তই যদি দরকার হয়, তারজন্যে মেসিন আছে। সুইচ্ টিপলেই রেডিমেড কবিতা বেরিয়ে আসবে। যাকে জার্মানীতে বলা হয় বিম্বরিক্যাল ফ্যাশা।

শিশির ॥ আচ্ছা সুবীরবাবু, ইঞ্জিনীয়ারিং-এ কি কি পড়তে হয়?

বিনয় ॥ ইয়ে—পড়তে হয় অনেক কিছু। তবে আমি স্পেশাল সাবজেক্ট পড়েছি—হেভি মেশিন এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ম্যানুফ্যাক্চারিং ইঞ্জিনিয়ারিং।

সুনেত্রা ॥ সুবীরবাবু, আপনার সুট্টা বড় বড় মনে হচ্ছে, কোথা থেকে করিয়েছেন?

বিনয় ॥ মার্কেট—জার্মান মার্কেট থেকে।

শিশির ॥ আপনার তালিমারা জুতো জোড়াও কি জার্মানীর?

বিনয় ॥ (জুতোর দিকে চেয়ে থতমত খায়) জুতো জোড়াও জার্মানীর। তবে ওটা তালিমারা নয়। প্যাচ্ওয়ার্ক বাই সান্ফ্রান্সিস্কো।

শিশির ॥ (দাঁড়িয়ে) নমঃ নমঃ নমঃ!

বিনয় ॥ (একইভাবে) হামবুর্গ।

লিলি ॥ আবার হঠাৎ নমস্কার বিনিময় আরম্ভ হোল কেন? বেশ তো জার্মানীর গল্প হচ্ছিল।

বিনয় ॥ জার্মানীর গল্প আর নয়। এবার আমরা মলয়বাবুর স্বরচিত কবিতা শুনব।

শিশির ॥ বেশ তো, বেশ তো, আনন্দের কথা! (সুনেত্রার দিকে চেয়ে) সুনেত্রা তুমি কিছু বল? ভেতরের ব্যাপার তো তুমি জান।

সুনেত্রা ॥ কি আর বলব? যা ভাল বুঝবে তাই করবে।

শিশির ॥ বেশ না বললে। আমিই বলি। কিন্তু কি কবিতা বলব ? হাজার কবিতা যার সৃষ্টি, একটা কবিতা তার মধ্য থেকে কি করে বেছে নেব ? একি নিদারুণ পরীক্ষা !

লিলি ॥ নতুন ধরনের কোন কবিতা শোনান।

শিশির ॥ বেশ, নতুন ধরনের কবিতাই শোনাচ্ছি। একটি কবিতা থেকে আরেকটি কবিতায় চলে যাব। সেটাই হবে আমার নতুনত্ব।

"আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।
আমাদের ছোটনদী চলে আঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তায় হাঁটু জল থাকে।
মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াওনা একবার ভাই।
ঐ ফুল ফোটে বনে যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময়তো নাই।

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) থামুন, থামুন। শিশুদের কবিতা আমরা শুনতে চাইনা।

শিশির ॥ কিন্তু ভাই কবির মনতো সবসময় শিশু সুলভ। সহজ—সরল, সাদা—কাদা।

লিলি ॥ কবিতার লাইনগুলোতো আপনার লেখা নয়, মলয়বাবু ?

শিশির ॥ হতে পারে। তবে সংযোজনা আমার নিজস্ব।

বিনয় ॥ সেটা কি জিনিস ?

শিশির ॥ সেটা অনেকটা সুধীর তলাপাত্রের ঐ প্যাচ্‌ওয়ার্ক বাই সান্‌ফ্রানসিস্‌কোর মত। অর্থাৎ নতুন করে আর কিছু বলবার

অথবা লিখবার নেই। এখন নতুন কবিতা মানেই পুরোনো লেখা গুলোকে জোড়াতালি মেরে চালান। আমি যার নামাকরণ করেছি—কবিতাস্কোপ।

হরপ্রসাদ॥ কবিতাস্কোপ ?

শিশির॥ হ্যাঁ দাদু। এই কবিতাস্কোপ প্রবর্তনার জন্যেই আজ ভারতের ভাগ্যাকাশে উদীয়মান। সংক্ষেপে উদো।

বিনয়॥ হামবুর্গ।

শিশির॥ (একইভাবে) নমঃ নমঃ নমঃ!

লিলি॥ এবার সবাই ভেতরে চলুন, মিষ্টিমুখ করবেন।

শিশির॥ মিষ্টিমুখ সে তো আনন্দেরই কথা। সুনেত্রা, তাড়াতাড়ি চলো। সবাই চলুন মিষ্টিমুখ—

হরপ্রসাদ॥ তোমরা যাও। আমি ওসব আগেই সেরে নিয়েছি আমি বরং বাড়ী যাই।

লিলি॥ সুনেত্রা তোরা ভেতরে যা। আমি দাদুকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসছি।

[শিশির, সুনেত্রা ও বিনয় ভেতরে যায়]

লিলি॥ (আনন্দে) ওঃ দাদু, আপনার জন্যে আজ বেঁচে গেলাম। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি ড্রাইভারকে দিয়ে আপনার গাড়ীটাকে রাস্তায় বার করিয়ে দিচ্ছি।

[লিলি বাইরের দিকে যায়। হঠাৎ ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বিনয়]

বিনয়॥ দাদু, আমার চাকরীর ব্যবস্থা করে তারপর যাবেন।

[বিনয় আবার ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে যায়! দরজার পর্দার আরেকপাশ থেকে বেরিয়ে আসে সুনেত্রা]

সুনেত্রা ॥ দাদু আপনার বুদ্ধির জন্যেই মুখ রক্ষা হলো।

[সুনেত্রা তাড়াতাড়ি কথা বলে আবার ভেতরে যায়। পর মুহূর্তে প্রবেশ করে শিশির]

শশির ॥ দাদু, লাইফ রিস্ক করে কাজ করেছি। চাকরীটার কথা মনে থাকে যেন।

শিশিরও একইভাবে চলে যায়। একটু পরে বাইরের দরজা দিয়ে লিলি এবং ভেতরের দরজা দিয়ে আবার বিনয়, সুনেত্রা ও শিশির একসঙ্গে প্রবেশ করে বলে ওঠে—"দাদু"]

হরপ্রসাদ ॥ কি ব্যাপার বল ?

সবাই ॥ (এক সঙ্গে) আপনি চলে যাচ্ছেন ?

হরপ্রসাদ ॥ হ্যাঁ যাই—মাইডিয়ার ইয়ংগ্রুপ। অনেক রাত হলো। তোমরা সাবধানে থেকো, শেষরক্ষা যেন হয়। গুড নাইট—।

সবাই ॥ গুড নাইট—!

[হরপ্রসাদ বেরিয়ে যায়। পর্দা নেমে আসে]

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[সুনেত্রার সেই ঘর। পর্দা উঠতে দেখা যায় সুনেত্রা গুন গুন করে গানের সুর ভাজছে। আর ফুল দিয়ে ফুলদানীটাকে সাজিয়ে রাখছে আস্তে আস্তে সেই সুর একটি গানে পরিণত হয়। গান শেষ হবার একটু আগেই শিশির এসে ঘরে ঢোকে। তাকে দেখে সুনেত্রা চুপ করে যায়। শিশিরের পেছনে দেখা যায় কানাই দাঁড়িয়ে আছে]

শিশির ॥ একটু ডিসটার্ব করলাম।

সুনেত্রা ॥ আসুন, আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম।

শিশির ॥ আমার কথা ভাবছিলেন, না মনের আনন্দে গান গাইছিলেন ?

সুনেত্রা ॥ (হেসে) দু'টোই—। বসুন।

শিশির ॥ (বসে) কানাই—

কানাই ॥ হুজুর—

শিশির ॥ তুই এখন বাইরে গিয়ে বসে থাক।

[কানাই পকেট থেকে একটা টেবিল কলিং বেল বার করে শিশিরের হাতে দেয়]

কানাই ॥ এই কলিং বেলটা রাখুন।

শিশির ॥ কলিং বেল দিয়ে কি হবে ?

কানাই ॥ দরকার হলে ক্রিং ক্রিং করে রিং করবেন, আমি তিড়িং

তিড়িং করে ছুটে আসব। দু'একবার কলিং বেল্ বাজালেই লোকেরা ভরকী খেয়ে যাবে।

শিশির ॥ আচ্ছা আচ্ছা তুই যা।

[কানাই বাইরে চলে যায়]

সুনেত্রা ॥ লোকটা ও রকম বিশ্রী ভাবে কথা বলে কেন ?

শিশির ॥ ওর দোষ নেই, কথাগুলো হোটেল ব্র্যাণ্ড।

সুনেত্রা ॥ আপনি এত দেরী করলেন কেন ? বাবা আপনাকে দু'তিন-বার খুঁজেছেন। আজকেই আপনাকে চাকরীর সব কিছু বুঝিয়ে দেবেন। ঠিকমত কাজ করতে পারবেন তো ? দেখবেন বাবার কাছে যেন আমার মুখ নষ্ট না হয়।

শিশির ॥ কাজ দিয়ে দেখুন না ? আপনার মুখ তো সামান্য, আপনার বাবার মুখ পর্যন্ত ব্রাইট করে ছেড়ে দেব।

সুনেত্রা ॥ কাজ না দেখেই এতটা আশা করছেন কি করে ?

শিশির ॥ স্রেফ এ্যাম্বিশন্। ঐ একটা জিনিস দিয়ে যে কোন কাজ করে দেওয়া যায়। আপনি যে আমাকে কবি মলয়কুমাররূপে চেয়েছিলেন, সেটাও—

সুনেত্রা ॥ এ্যাম্বিশন। (মুখ টিপে হেসে) আপনি যে আমার ঘরে ডাকাতি করতে ঢুকেছিলেন—

শিশির ॥ এ্যাম্বিশন। [মধু দু'কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করে]

সুনেত্রা ॥ মধু, তুই দেখছি কাজের লোক হয়ে গেছিস। না চাইতেই চা —

মধু ॥ (গম্ভীরভাবে) এ্যাম্বিশন্!

[মধু দু'জনকে চা দেয়]

সুনেত্রা ॥ (শিশিরকে) কি পাজি দেখেছেন ? আমাদের কথা বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে।

মধু ॥ কেন শুনব না ? এখনও না শোনার মত কথা তো শুরু করেন নি ! সেটা শুরু করুন, তখন কানে আঙ্গুল দিয়ে ঘরে ঢুকব।

সুনেত্রা ॥ থাক হয়েছে ! বাপীকে গিয়ে বল যে শিশিরবাবু এসেছেন।

মধু ॥ সে তো বলিনি। এমনি আপনার কাজের ঠ্যালায় দম ফেলবার সময় পাইনা। তারমধ্যে আবার এসে জুটেছেন ঐ বাবুটি !

সুনেত্রা ॥ (ধমক দেয়) যা এখান থেকে। দাঁড়িয়ে বাজে বকতে হবে না !

মধু ॥ কথায় কথায় খালি ধমক। ঘুম থেকে উঠে আপনার ধমক খেয়ে যাই বাবুর কাছে, বাবুর ধমক খেয়ে আসি আপনার কাছে। আমি যেন একটা ফুটবল। এক লাথি খেয়ে এখানে, আরেক লাথি খেয়ে ওখানে। এখানে ওখানে, ওখানে এখানে করতে করতেই দিন কেটে যায়।

[মধু কিছুটা গিয়ে আবার ঘুরে আসে]

বেশী দিন আর ধমকানো চলবেনা, বুঝেছেন দিদিমণি ? প্রায় হয়ে এসেছে—।

সুনেত্রা ॥ কি হয়ে এসেছে ?

মধু ॥ চাকরদের ইউনিয়ন। দেব ধর্মঘট করে, তখন বুঝতে পারবেন।

[মধু চলে যায়]

শিশির ॥ ভেরী স্পিরিটেড্ সারভেন্ট !

সুনেত্রা ॥ এক নম্বরের অসভ্য হয়েছে। আপনি মনে কিছু করবেন না শিশিরবাবু।

শিশির ॥ না না, চাকর বাকর একটু অসভ্য থাকাই ভাল। সভ্য হলে আর ঐ নামের কোন পদার্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

[বাইরে থেকে প্রবেশ করে লিলি ও বিনয়]

লিলি ॥ একি, মলয়বাবু, আপনি এই সকালবেলা কাজকর্ম ছেড়ে এখানে কেন ?

শিশির ॥ ঐ—চাকরীটার ব্যাপারে—

সুনেত্রা ॥ (বাধা দিয়ে) থাক তোমাকে বলতে হবে না। জানিস লিলি, মলয় স্টেট পোয়েটের পোষ্টের জন্য একটা চাকরীর অফার পেয়েছে। আচ্ছা তোরাই বল, ঐ চাকরী নিলে ওর প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে না ?

বিনয় ॥ না না সুনেত্রা দেবী, আপনি ভুল বুঝেছেন। মলয়বাবু যদি স্টেটের কবি হ'ন, তাহলে গভরমেণ্টের খরচায় কালচারাল ডেলিগেট হয়ে ফরেন-টুর করতে পারবেন। সারা পৃথিবীতে ওনার যশ ছড়িয়ে পড়বে। এতে আপত্তি করবেন না। ওনাকে আপনি ছেড়ে দিন।

শিশির ॥ আপনি বললেই আমাকে ছাড়বে কেন ? সুনেত্রা দেবী, আপনি আমাকে, তুমি আমাকে ছেড়ো না।

সুনেত্রা ॥ চুপ কর এখন, পরে ভেবে দেখা যাবে। লিলি, তোদের খবর কি বল ?

লিলি ॥ এ সপ্তাহে আমরা খুব ব্যস্ত থাকব ; তাই তোকে জানাতে এলাম। বাড়ী গিয়ে হয়তো আমার দেখা পাবি না।

সুনেত্রা ॥ কেনরে, বাইরে যাচ্ছিস নাকি ?

লিলি ॥ (বিনয়কে) তুমি বলনা ?

বিনয়॥ বলছি—ঐ জার্মান থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভরা ইণ্ডিয়াতে এসেছে। কনসুলেট জেনারেল্ তাদের এবং আমার অনারের জন্য আজ বিকেলে একটা পার্টি দিচ্ছে। তারপর ধরুন—এখানে ওখানে পরপর ডিনার পার্টি, ডানস্ পার্টি, ককটেল, ক্যাডাভ্যারাস্, ম্যাগনোলিয়া, কোকোকোলা লাগাই থাকবে।

লিলি॥ আরেকটা সুখবর তো বললে না?

বিনয়॥ কোনটা বলতো?

লিলি॥ এত ভুলে গেলে কি করে চলে?

বিনয়॥ কি করব বল? সব সময় ইঞ্জিনীয়ারিং মাথার মধ্যে গিজ গিজ করছে। আচ্ছা তুমি আগের অক্ষরটা একটু ধরিয়ে দাও তো!—

লিলি॥ হনি—

বিনয়॥ হনিমুন। মনে পড়েছে।

সুনেত্রা। (আশ্চর্য হয়ে) কাদের হনিমুন?

বিনয়॥ আমার আর লিলির।

সুনেত্রা॥ সেকি—বিয়ে না হতেই হনিমুন!

বিনয়॥ আপনাদের আশ্চর্য হবারই কথা। যদিও ইওরোপীয়ান, বুলগেরিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ানদের কাস্টম—বিয়ের পর হনিমুন করা। কিন্তু আমরা তাদের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকব কেন? আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে যাব বিয়ের আগে হনিমুন করে।

শিশির॥ বেশী পাকামো করতে যাবেন না। জেল খেটে মরবেন।

বিনয়॥ জেল? ওয়াণ্ডারফুল! জেলের ভয় আমাদের থাকতে পারে। কারণ আপনারা কুষ্ঠী বিচার করে—আইমিন হরোস্কোপ জাজ্ করে, প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন—আইমিন ম্যারেজাইস্ড্ হবেন।

সুনেত্রা॥ ম্যারেজাইসড্টা কি সুবীরবাবু?

বিনয়॥ ম্যাগনেট্—ম্যাগনেটাইসড্, ম্যারেজ — ম্যারেজাইসড্। পিওর জার্মান প্রসেস্।

শিশির॥ আপনিও তাহলে একটি জার্মানাইসড্!

বিনয়॥ থ্যাংক্ ইউ ভেরীমাচ্। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম—আমি এবং লিলি, আই এ্যাণ্ড মাই লিলি; সুইট হার্ট লালি, জুস্ লাইক লালা, দু'জনে ঠিক করেছি বিয়ের আগেই হনিমুনটা সেরে নেব। কি বল সুইট হার্ট, ডার্লিং, জুস্ লাইক—লিলি, লালি, লালা—।

লিলি॥ সিওর। এবার চলো দেরী হয়ে যাচ্ছে। আবার মার্কেটে যেতে হবে।

বিনয়॥ মার্কেটে, কেন বলতো?

লিলি॥ বাঃ তুমি না বল্লে মার্কেট থেকে আমাকে কত জিনিস কিনে দেবে।

বিনয়॥ ইয়েস ইয়েস মনে পড়েছে। (চেঁচিয়ে) বেয়ারা—

[বলাই প্রবেশ করে]

বলাই॥ সাব্?

বিনয়॥ ড্রাইভারকে বল গাড়ী স্টার্ট করতে।

বলাই॥ বোলকে আর কি লাভ হোগা? লক্কর মার্কা গাড়ীকো সবাই মিলে ঠেল্‌কে স্টার্ট করনে হোগা।

বিনয় ॥ আচ্ছা তুই গিয়ে ঠেল্, আমরা আসছি।

বলাই ॥ আপনারাও গাকে ঠেলিয়ে। আমি একলা ঠেল্‌লেসে আমার দম্ ফাট্ যায়গা।

[বলাই চলে যায়। কানাই প্রবেশ করে]

কানাই ॥ (শিশিরকে) হুজুর, ম্যানেজারবাবু টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করছেন, আজ দুপুরে কি কি খাবেন ?

শিশির ॥ বলে দে কাল যা খেয়েছিলাম আজও তাই খাব।

কানাই ॥ আচ্ছা। (বিনয়ের দিকে চোখ পাকিয়ে) ভরকী কাকে বলে দেখিয়ে দিলাম।

[কানাই হন্ হন্ করে চলে যায়]

লিলি ॥ (বিনয়কে) ওকি লোকটা তোমাকে ওরকম রেড-আইস্ শো করে গেল কেন ?

বিনয় ॥ লোকটা বোধহয় রেড ইণ্ডিয়ান।

লিলি ॥ চলো এখন যাওয়া যাক। বাই বাই সুনেত্রা, বাই বাই মলয়বাবু।

সুনেত্রা ॥ বাই বাই।

[লিলি ও বিনয় চলে যায়]

ওদের পেয়ারটাকে বেশ লাগে।

শিশির ॥ আমারও মন্দ লাগে না।

সুনেত্রা ॥ রিয়ালিস্টিক রোমান্স কত সুন্দর। আচ্ছা শিশিরবাবু, আপনি কি বলুন তো ?

শিশির ॥ কেন ?

সুনেত্রা॥ ওদের সামনে আমার সঙ্গে দু'চারটে রোমান্টিক ডায়লগ আপনি বলতে পারলেন না ?

শিশির॥ ওসব ব্যাপারে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ।

সুনেত্রা॥ (রেগে) আপনি অনভিজ্ঞ থাকলে আমার চলবেনা। আপনাকেও শিখতে হবে।

শিশির॥ বেশ তো, আপনি স্কুল খুলুন, আমি আপনার স্কুলে ভর্তি হয়ে যাব।

সুনেত্রা॥ সামনের রবিবার বিকেলে কি করছেন ?

শিশির॥ কেন বলুন তো ?

সুনেত্রা॥ একটা সুন্দর জায়গা আছে, বেড়াতে যাবেন ?

শিশির॥ কোথায় ?

সুনেত্রা॥ বাবার বড় গোডাউনের পাশে একটা মাঠ আছে।

শিশির॥ জায়গাটা জানা রইল। এক সময় গিয়ে বেড়িয়ে আসব

সুনেত্রা॥ একসময় কেন, রবিবার বিকেলেই আমার সঙ্গে চলুন।

শিশির॥ আপনার সঙ্গে—-মানে—

সুনেত্রা॥ কেন, আমি বাঘ না ভাল্লুক যে আমার সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি।

শিশির॥ না না আপনি চমৎকার। তবে—

সুনেত্রা॥ কি বলুন ?

শিশির॥ (লজ্জার হাসি হেসে) আমার ভীষণ লজ্জা করে।

[সুনেত্রা একদৃষ্টে শিশিরের দিকে চেয়ে থাকে]

সুনেত্রা॥ লিলির জন্ম দিনে "সুনেত্রা, সুনেত্রা" করে যে রকম ভাব দেখাচ্ছিলেন, তাতে তো একটুও লজ্জা পাননি ?

শিশির ॥ সেদিন নেহাৎ চাকরীর তাগিদে একদিনের জন্যে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় না করে উপায় ছিল না।

সুনেত্রা ॥ যদি বলি এখনও নায়িকার মন আপনাকে মানিয়ে চলতে হবে।

শিশির ॥ আমি যদি আপনার কথা না শুনি ?

সুনেত্রা ॥ তাহলে আপনার পাওয়া চাকরী ফস্কে যাবে।

শিশির ॥ (ভয়ে) না না আমি যাব আপনার সঙ্গে।

সুনেত্রা ॥ এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা। এতক্ষণ আপত্তি করছিলেন কেন ?

শিশির ॥ আমি ভেবেছিলাম নাটক বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি শেষ হয়নি, হয়েছে ইণ্টারভ্যাল্।

সুনেত্রা ॥ আপনি যে কথাই ভাবুন—আপনাকে পরিস্কার করে বলে দিচ্ছি, চাকরী বজায় রাখতে হলে আপনাকে যেভাবে চলতে বলব, ঠিক সেইভাবে চলবেন। যা করতে বলব, তাই করবেন। সব সময় মনে রাখবেন মাত্র একদিনের অভিনয়ের জন্যে আপনাকে অতটাকা মাইনের চাকরী দেওয়া হয়নি।

শিশির ॥ বেশ মনে রাখব। আর কোনদিন আপনার অবাধ্য হব না।

[যোগেশ রায় প্রবেশ করে]

সুনেত্রা ॥ ঐ তো বাপী এসেছে।

[শিশির দাঁড়িয়ে নমস্কার জানায়]

যোগেশ ॥ (ধমক দিয়ে) টেক ইওর সীট্! (শিশির ধমক খেয়ে ধপাস করে বসে পড়ে) ওসব নমস্কার টমস্কার আমি পছন্দ করি না। আমি চাই কাজ।

শিশির ॥ আমি সব সময়ই কাজ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি। পেলেই আরম্ভ করে দেব।

যোগেশ ॥ (চড়া গলায়) নো—সব সময় কাজ নয়। কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা। "ওয়ার্ক হোয়াইল ইউ ওয়ার্ক প্লে হোয়াইল ইউ প্লে, ছাট ইজ দি ওয়ে টু বি হ্যাপী এ্যাণ্ড গে।"

শিশির ॥ আজ্ঞে জানি।

যোগেশ ॥ ঘোড়ার ডিম জান। আগে ছোকরা বোঝ কি কাজ তোমাকে করতে হবে।

শিশির ॥ বেশ বলুন।

যোগেশ ॥ (সুনেত্রাকে) সুনি, তুমি একটু এই ঘর থেকে যাও। কাজটা ওকে প্রাইভেটলি বোঝাতে হবে।

সুনেত্রা ॥ আচ্ছা বাপী আমি যাচ্ছি। তোমাদের কথা শেষ হলে আমাকে ডেকো।

শিশির ॥ (ভয়ে) সুনেত্রা দেবী, আপনি এখানে থাকলে ভাল হোত।

যোগেশ ॥ (চেঁচিয়ে) নো—শি মাষ্ট লিভ দিস্ রুম!

শিশির ॥ (আরো ভয়ে) আচ্ছা তাহলে যাক।

[সুনেত্রা চলে যায়]

যোগেশ ॥ (চোখ বড় করে) এইবার আমি তোমাকে কাজ বোঝাব। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা বলতো মিনিটে তোমার হার্টে ক'টা করে বিট দিচ্ছে ?

শিশির ॥ (ভয়ে ভয়ে) তাতো কোন দিন গুণিনি।

যোগেশ ॥ (কর্কশ গলায়) গুড্! এই তো সুলক্ষণ। যদি গুণে

রাখতে তাহলে প্রমাণ হোত তুমি একটি নারভাস, অপদার্থ এবং উজবুক!

শিশির ॥ এবার তাহলে বলুন, কি কাজ আমাকে করতে হবে?

যোগেশ ॥ আগুন লাগাতে হবে।

শিশির ॥ (চমকে) কোথায়?

যোগেশ ॥ আমারই একটি চিনির গুদামে। চিনির বস্তাগুলো আমি বার করে নিয়েছি। তুমি গিয়ে সেই গুদামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আসবে।

শিশির ॥ কি সাংঘাতিক কাজ। তবে যে শুনেছিলাম আপনার বিজনেস আছে, সেখানে আমাকে কাজ করতে হবে।

যোগেশ ॥ দিস্ ইজ মাই বিজনেস। পাঁচহাজার টাকার টিনের গুদাম পুড়িয়ে এই বিজনেস স্টার্ট করি। এখন সেই টাকা রোল করতে করতে দশলাখ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

শিশির ॥ (অবাক ভাবে) বলেন কি?

যোগেশ ॥ আশ্চর্য্য হয়োনা। একদিন দেখবে আমারই এই বাড়ীখানায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। তারমানেই তখন বুঝতে হবে, আমার বাড়ীখানা পুড়ে গিয়ে ক্যাপিটাল হয়েছে পঞ্চাশ লাখ টাকা।

শিশির ॥ আপনার বিজনেস তো খুবই ভাল। তবে আমাকে আগুন ধরাবার কাজ না দিয়ে অন্য কিছু কাজ দিন।

যোগেশ ॥ (হুঙ্কার দিয়ে) নো—। তোমাকে এই কাজই করতে হবে। যদি না কর—ইউ উইল বি কিকড্ আউট ফ্রম দিস সারভিস্।

শিশির ॥ না, না—আমি করব। এই রকম রেসপেক্টবল্ সারভিস্ হাতছাড়া করা যায় না। বলুন কবে আগুন লাগাতে হবে ?

যোগেশ ॥ ছাটস্ গুড। এদিকে এগিয়ে এসো আমি তোমার পিঠ চাপড়ে আদর করি।

[শিশির ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায়]

শিশির ॥ আস্তে মারবেন।

যোগেশ ॥ (পিঠ চাপড়ে) কাজের বিচার করোনা। খেটে যাও। একদিন তার ফল পাবেই পাবে।

শিশির ॥ আমি আপনার উপদেশ মাথা পেতে নিলাম।

যোগেশ ॥ তুমি আজ থেকেই মনে প্রাণে সব সময় ধ্যান করবে আগুন—আগুন—আগুন। তারপর টাইম ফিক্স করে দিলেই দেবে ঐ গোডাউনে আগুন ধরিয়ে।

শিশির ॥ বেশ তাই করব।

যোগেশ ॥ খুব সাবধান ! কেউ যেন জানতে না পারে। এমনকি যারা তোমার চাকরীর জন্যে রিকমেণ্ড করেছে, সেই সুনেত্রা এবং তার দাদুর কাছেও গোপন রাখতে হবে। (চড়া গলায়) তোমাকে সতর্ক করে রাখছি—যদি একথা কোন রকমে তোমার কাছ থেকে ফাঁস হয়ে যায়—আই শ্যাল সেপারেট ইওর হেড ফ্রম ইওর বডি। (ধমক দিয়ে) মনে থাকবে ?

শিশির ॥ (গলা-ভাঙ্গা স্বরে) থাকবে।

যোগেশ ॥ তুমি বোস, আমি সুনেত্রাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[যোগেশ ঘর থেকে চলে যায়। শিশির ক্লান্ত হয়ে চোখ

বুজে চেয়ারে বসে থাকে। পরক্ষণেই প্রবেশ করে স্নেত্রা]

সুনেত্রা ॥ বাপীর কাছ থেকে সব কিছু বুঝে নিয়েছেন ?

শিশির ॥ (চোখবন্ধ অবস্থায় চিৎকার করে ওঠে) আগুন—

সুনেত্রা ॥ কোথায় আগুন ?

শিশির ॥ (তাকিয়ে) মনে প্রাণে, না—গানে

সুনেত্রা ॥ গানে ! কোন গানে আগুন ?

শিশির ॥ (কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে) কেন—"আগুন জ্বালা বসন্তে ফুল গাঁথল" সেই গানে।

সুনেত্রা ॥ ঐ গানটা বুঝি আপনার ভাল লাগে ?

শিশির ॥ খুব ভাল লাগে।

সুনেত্রা ॥ আপনি যদি বলেন, সে গান আমি শোনাতে পারি। আমি গাইব ?

শিশির ॥ দয়া করে এখন আর গাইবেন না।

সুনেত্রা ॥ বেশ এখন না গাইলাম। বরং সেইদিন গোডাউনের পাশে মাঠের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে মনপ্রাণ উজার করে গাইব "আগুন-জ্বালা বসন্তে ফুল গাঁথল"।

শিশির ॥ (চাপা গলায়) আপনার ভয় করবেনা ?

সুনেত্রা ॥ ভয় কিসের ? যখন বসন্তই এসে গেছে, নিজের আবেগকে চেপে রেখে লাভ নেই।

শিশির ॥ আপনার যা খুশী তাই করুন। আসল ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেলে আমি কিছু জানিনা।

[সুনেত্রা আস্তে আস্তে শিশিরের কাছে এসে দাঁড়ায়]

সুনেত্রা ॥ আপনি কি কিছুই বোঝেন না ?

শিশির ॥ কি ?

সুনেত্রা ॥ আপনিইতো আমার জীবনের বসন্ত।

শিশির ॥ (ঢোক গিলে) মরেছি—বুঝবনা কেন ? কিন্তু আমার যে প্রাণান্ত !

সুনেত্রা ॥ কেন বলুন তো ?

শিশির ॥ (গম্ভীর ভাবে) বলব কেন ? আমার বুঝি প্রাণের মায়া নেই ? আগুনের কথা প্রকাশ হয়ে যাক—না বাবা বলবনা ! (চেঁচিয়ে) কানাই—[কানাই দৌড়ে প্রবেশ করে]

কানাই ॥ কলিং বেল বাজালেন না কেন হুজুর ?

শিশির ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) শক্তি নেই—আমার মাথা ঘুরছে, তুই আমাকে ধরে নিয়ে চল।

সুনেত্রা ॥ আপনার শরীর খারাপ হয়েছে ? চলুন, আপনাকে ধরে নীচে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

শিশির ॥ না-না আপনাকে ধরতে হবেনা। কানাই আমাকে নিয়ে যেতে পারবে।

কানাই ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ আমিই পারব। আমার হাতটা ধরুন—আমি হাঁটি হাঁটি—পা-পা করিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

শিশির ॥ (দাঁড়িয়ে ক্লান্তভাবে) কানাই, আমাকে ধর। আমি পড়ে যাব—

[কানাই তাড়াতাড়ি শিশিরের হাত ধরে। শিশির সেই অবস্থায় টলতে টলতে হাঁটতে আরম্ভ করে। কানাই সুর করে বলতে থাকে "হাঁটি হাঁটি, পা-পা হাঁটি হাঁটি পা-পা—"]

দৃশ্যান্তর

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যোগেশ রায়ের গুদামের কাছে একটি উন্মুক্ত মাঠ। পেছন দিকে কিছু গাছপালা নজরে আসে। ভ্রমণকারীদের বসবার জন্যে এদিক ওদিক দু'একটি পার্কের মত বেঞ্চ পাতা আছে। বিনয় ও অমর সিংহ সেখানে বসে কথা বলছে।]

অমর ॥ তুমি হয়তো ভাবছ যে, তোমাকে আমি এতদিন বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিচ্ছি অথচ তোমাকে দিয়ে কোন কাজ করাচ্ছি না কেন।

বিনয় ॥ আপনি আমাকে দিয়ে কোন কাজ করাননি বলে আমি কিছুই ভাবিনি। কারণ আমি জানি বড় পোষ্টের চাকরী মানেই কাজের চাইতে মাইনে দেওয়াটাই বড় কথা।

অমর ॥ যাক সে কথা। এখন 'কথা হচ্ছে আজ তোমাকে আমি কিছু কাজের দায়িত্ব দেব। কাজটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। খুব গোপনে সেই কাজ তোমাকে করতে হবে।

বিনয় ॥ বলুন কি কাজ ?

অমর ॥ (নেপথ্যের দিকে হাত দেখিয়ে) ঐ যে দেখতে পাচ্ছ একটা বড় গোডাউন—

বিনয় ॥ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি।

অমর ॥ ওটা হচ্ছে যোগেশ রায়ের চিনির গোডাউন। আমার কোম্পানীতে দশলাখ টাকার ইনসিওর করে রেখেছে।

আমি খবর পেয়েছি আজ সন্ধ্যে ছ'টা পনের মিনিটে যোগেশ রায় ঐ গোডাউনে আগুন লাগাবে। এই আগুন যাতে ধরাতে না পারে তার ব্যবস্থা আমাদের আগে থেকেই করতে হবে।

বিনয়॥ (আনন্দিত হয়ে) বাঃ কাজটা' তো খুব থ্রিলিং বলে মনে হচ্ছে।

অমর॥ ভেরী ইণ্টারেষ্টিং ওয়ার্ক। তোমাকে কি করতে হবে সেটা আগে শোনো। আমি এবং ফায়ার বিগ্রেড অফিসার মিষ্টার সেন আগে থেকেই দমকলের লোকজন নিয়ে গোডাউনের পেছন দিকে থাকব। (পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল বার করে দেয়) এই নাও, এই হুইস্‌লটা তোমার কাছে রাখো। ওরা আগুন জ্বালালেই তুমি জোরে হুইস্‌ল বাজিয়ে দেবে। তোমার হুইস্‌ল শুনলেই আমরা পেছন দিক থেকে জল দিয়ে গোডাউন ভাসিয়ে দেব।

বিনয়॥ ওঃ আমার মনে হচ্ছে আমি যেন একটা ব্যাটেল ফিল্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। রোমাঞ্চে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছে। রীতিমত বিলিতী গোয়েন্দার মত কাজ। দেখুন শরীরে কেমন শিহরন হচ্ছে! (কেঁপে কেঁপে ওঠে)

অমর॥ খুব সতর্ক থাকবে। তোমার হুইস্‌ল বাজাতে যেন এক সেকেণ্ড দেরী না হয়। তা হ'লে আর গোডাউন রক্ষা করা যাবে না।

বিনয়॥ আমাকে অতকরে বোঝাতে হবেনা। আমি খুব ইনটেলিজেণ্ট সব বুঝে নিয়েছি। এবার বলুন, আমাকে কিসের ছদ্মবেশে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে?

অমর॥ আমার গাড়ীতে একটা হ্যাণ্ডব্যাগ আছে। তার মধ্যে করে

আমি একটা পরচুল, গেরুয়া জামা-কাপড় সব এনেছি। সেগুলো পরে তুমি একজন সাধুর ছদ্মবেশ নিয়ে এখানে ঘোরাঘুরি করবে। তাহলে ওরা তোমাকে কোনরকম সন্দেহ করতে পারবে না।

বিনয় ॥ এতদিনে একটা মনের মত কাজ পেলাম।

[বীরু দু'হাতে বড় বড় দুটো বালতী নিয়ে প্রবেশ করে]

বীরু ॥ স্যার এইদুটো বালতীতে হবে?

অমর ॥ হ্যাঁ, হয়ে যাবে। একটা বালতী দিয়ে আপনি জল ঢালবেন আরেকটা দিয়ে আমি ঢালব। বিনয় তুমি যাও। ছদ্মবেশ নেবার জিনিসগুলো গাড়ী থেকে বার করে নাও।

[বিনয় চলে যায়]

আসুন বীরুবাবু, মিষ্টার সেন আসবার আগেই আমরা টিউবওয়েল থেকে দু'বালতী জল ভরে রাখি।

বীরু ॥ চলুন স্যার।

[অমর ও বীরু যেতে থাকে। পেছন থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়।—"একটু দাঁড়ান অমরবাবু"। দুজনে ঘুরে দাঁড়াতেই গৌরীপ্রসাদ নামে জনৈক বৃদ্ধলোক প্রবেশ করে। তার হাতে কতগুলি কাগজপত্র। চাল চলনে বোঝা যায় লোকটা অশিক্ষিত।]

গৌরী ॥ আপনি ইনসিওর কোম্পানীর ডিরেক্টার তো?

অমর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

গৌরী ॥ আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন।

অমর ॥ বলুন কি দরকার?

গৌরী ॥ অত ছট্‌ফট্ করবেন না, বলছি।

[গৌরীপ্রসাদ কিছু বলতে গয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠে]

সুবলা—কোথায় গেলিরে—

অমর ॥ কাঁদছেন কেন? চুপ করুন। এটা কাঁদবার জায়গা নয়।

গৌরী ॥ (আরো কাঁদে) জানি—জানি—কি সর্বনাশ হোলরে—

অমর ॥ মহা বিপদে পড়া গেল তো। কি চান আপনি?

গৌরী ॥ (চোখ মুছে, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে) হা—সব শেষ!

অমর ॥ দেখুন, শোক-তাপ করবার য় গা এটা নয়। কি দরকার আপনার বলুন?

গৌরী ॥ আমার নাম গৌরীপ্রসাদ। আগুনে পুড়ে গেলে আপনারা টাকা দেন তো?

অমর ॥ ইনসিওর করা থাকলে দিই।

গৌরী ॥ হ্যাঁ, করা আছে। কাগজপত্র সব সঙ্গেই এনেছি।

অমর ॥ আপনি আমার অফিসে যাবেন। আমি এখন ব্যস্ত আছি।

গৌরী ॥ আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।

অমর ॥ কত টাকা ক্ষতি হয়েছে বলতে পারেন?

গৌরী ॥ ক্ষতি যা হয়েছে আপনার কোম্পানী বিক্রী করলেও তার সমান হবে না। তবু বিবেচনা করে যা হয় দিন।

অমর ॥ কারো সঙ্গে শত্রুতা ছিল নাকি?

গৌরী ॥ পুড়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে একটু হয়েছিল বটে, সংসারের কাজের জন্যেই আমাকে আরেকটা বিয়ে করতে হয়েছিল। সেই নিয়েই খটাখটি, কাটাকাটি, লাঠালাঠি, তারপর হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি পুড়ে গেছে।

অমর ॥ আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কি কি পুড়েছে বলুন তো ?

গৌরী ॥ দুখানা হাত পুড়েছে, একখানা ঠ্যাং পুড়েছে, চোখটা বেঁচেছে, নাকটা আধখানা পুড়েছে।

অমর ॥ কি যা-তা বলছেন ? দেখি আপনার কাগজপত্র ?

গৌরী ॥ (কাগজগুলো দিয়ে) এই দেখুন।

অমর ॥ সুবলা দাসী কে ?

গৌরী ॥ (কেঁদে ওঠে) আমার স্ত্রী। কত মারধোর করেছি, কোনদিন এ বুদ্ধি হয়নি। সামান্য একটা বিয়ে করেছি বলে এই কাণ্ড করে বসেছে।

অমর ॥ আমাদের কোম্পানীর কাগজ কোথায় ?

গৌরী ॥ সব কাগজ ওরই মধ্যে আছে। (কেঁদে ওঠে) সুবলা…

অমর ॥ (কাগজ খুঁজতে খুঁজতে) থাক থাক, কাঁদবেন না।

গৌরী ॥ (চোখ মুছে) এক সঙ্গে চোদ্দ বছর কাটিয়েছি।

অমর ॥ (রেগে) আরে মশাই ওগুলো তো আপনার স্ত্রীর লাইফ ইনসিওরেন্সের কাগজ।

গৌরী ॥ ওরে মশাই সেই তো আগুনে পুড়ে গেছে।

অমর ॥ ইয়ার্কী করবার জায়গা পাননি ?

গৌরী ॥ অর্দ্ধাঙ্গিনী পুড়ে গেলে কারো ইয়ার্কী বেরোয় ? শহরের লোকগুলোর কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে ওঠে !

অমর ॥ (রেগে) ঘর বাড়ী পোড়ান, গুদামঘর পোড়ান, তারপর আমার কাছে টাকা নিতে আসবেন, বুঝেছেন ?

গৌরী ॥ মানুষের মূল্য ঘর-বাড়ীর চেয়ে কম হলো ?

অমর ॥ (আরো রেগে) মানুষের মূল্য আমাদের কাছে কাঁচকলা।

গৌরী ॥ মানুষের মূল্য আপনাদের কাছে কাঁচকলা? (কেঁদে ওঠে) সুবলা—

[গৌরীপ্রসাদ কাঁদতে কাঁদতে কিছুটা গিয়ে ফিরে আসে]

কি বলছিলেন তখন—বাড়ী ঘর, গুদাম ঘর পোড়ালে আপনি টাকা দেন?

অমর ॥ (চড়া গলায়) হ্যাঁ দিই।

গৌরী ॥ আচ্ছা মনে থাকল। (কেঁদে ওঠে) সুবলা—

[গৌরীপ্রসাদ কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়]

অমর ॥ কাজের সময় যত সব ঝামেলা এসে কপালে জোটে। চলুন বীরুবাবু।

বীরু ॥ চলুন স্যার।

[অমর ও বীরু হন্ হন্ করে হেঁটে চলে যায়। বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করে যোগেশ ও শিশির। শিশিরের দু'হাতে দুটো পেট্রোলের টিন]

যোগেশ ॥ এখানে দাঁড়াও। ওদিকে আর না এগোনোই ভাল। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর লোক কিন্তু আসেপাশে থাকতে পারে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ শেষ করতে হবে।

শিশির ॥ আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনার ইন্সট্রাকশন পেলেই আমি গোডাউনের দফা রফা করে দেব।

যোগেশ ॥ তোমাকে যা যা বলেছি, মনে আছে তো?

শিশির ॥ সব মনে আছে।

যোগেশ ॥ বলতো কি?

শিশির ॥ ছ'টা বেজে তেরো মিনিটে গোডাউনের সামনের দিকটা পেট্রোল ঢেলে ভিজিয়ে দেব। ছ'টা চোদ্দ মিনিটে পকেট থেকে দেয়াশলাই বার করে প্রস্তুত হয়ে থাকব। ছ'টা পনের মিনিটে অন্তরাল থেকে আপনার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে—"আগুন জ্বালা"; সঙ্গে সঙ্গে আমি একটার পর একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে গুদামে ফেলতে থাকব।

যোগেশ ॥ (কর্কশ গলায়) ভেরী-ভেরী গুড্। কোন কথা ভোলনি দেখতে পাচ্ছি। আরেকটা কথা শুনে রাখ—যখন দেখবে গোডাউনটা দাউ দাউ করে জ্বলতে আরম্ভ করেছে, তখন এক দৌড়ে আমার গাড়ীতে এসে বসবে। গাড়ী আগে থেকেই স্টার্ট করা থাকবে। তুমি বসলেই গাড়ীতে করে তোমাকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাব।

শিশির ॥ হাসপাতালে কেন?

যোগেশ ॥ কারণ এর আগে আমার দু'তিনজন স্টাফ এইরকম আগুন লাগাবার পরই আননার্ভড হয়ে হার্টফেল করে মারা গেছে।

শিশির ॥ (চোখবুজে) ভগবান তাঁদের আত্মার মঙ্গল করুন।

যোগেশ ॥ (অনুরূপভাবে) তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাই।

[দু'জনে কিছুক্ষণ চোখবুজে থাকার পর, চোখ মেলে তাকায়]

তোমাকে আরেকটি কথা বলে রাখছি।

শিশির ॥ বলুন?

যোগেশ ॥ হাসপাতালে গিয়ে তোমার অবস্থা যদি ক্রমশঃ খারাপ

হতে থাকে, মৃত্যু যদি তোমার সত্যি ঘনিয়ে আসে, তখন পুলিশ হয়তো তোমার ডেথ্-বেডে গিয়ে তোমাকে নানারকম প্রশ্ন করবে। খুব সাবধান—মৃত্যুর ঘোরে যেন আমার নাম প্রকাশ করে দিওনা। শহীদের মত মৃত্যু বরণ ক'রো।

শিশির ॥ (আবার চোখ বুজে) ভগবান আমার আত্মার মঙ্গল করুন। (তাকিয়ে) আচ্ছা শহীদের মৃত্যুর আগে কি প্যালপিটেশন হয়?

যোগেশ ॥ কেন বলো তো?

শিশির ॥ আমার বুকে এরকম ধড়াস ধড়াস করছে কেন?

যোগেশ ॥ (চেঁচিয়ে) দুর্বলতা! আমার সঙ্গে চলো, গাড়ীতে ফ্লাস্কের ভেতর হরলিকস আছে। খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শিশির ॥ (গলা-ভাঙ্গা স্বরে) চলুন—

[যোগেশ ও শিশির যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়েই চলে যায়। বিপরীর দিক দিয়ে প্রবেশ করে লিলি ও বলাই]

লিলি ॥ কৈ বলাই, এখানেও তো বিনয়বাবুকে দেখতে পাচ্ছিনা!

বলাই ॥ তাই তো দেখতা হায়। কিন্তু আমাকে বোলাথা বিকেলে এইখানেই আসেগা।

লিলি ॥ আমি বুঝতে পারছিনা এখানে কি করতে আসবে।

বলাই ॥ আপনি কি করকে বুঝেগা। কত রকমের কাজ থাকতা হায়।

লিলি ॥ কিন্তু আমাকে না জানিয়ে তো তার কোথাও যাবার হুকুম নেই। যেখানেই যাক আমাকে বলে যেতে হবে।

বলাই ॥ হয়তো আপনার মনে কষ্ট দেনেকে লিয়ে এই রকম গা ঢাকা দিয়া হায়।

লিলি ॥ তুমি আবার হিন্দীতে কথা বলছ কেন? বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গলায় বলতে পার না.?

বলাই ॥ মাপ করেগা, হিন্দী বোলকেই অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করা হায়। সেই জন্যেই ঠিক করা হায় আর জীবনে বাঙ্গলা নাহি বোলেগা।

লিলি ॥ চলো ঐ দিকটায় একবার ভাল করে দেখে আসি।

বলাই ॥ সে আপনি বোলেগা তো রসাতল পর্যন্ত যায়গা।

লিলি ॥ এসো—

বলাই ॥ যাতা হায়।

[লিলি ও বলাই যোগেশের প্রস্থান পথের দিকে চলে যায়, বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করে সুনেত্রা ও কানাই]

সুনেত্রা ॥ তুমি ঠিক করে বলোতো—শিশিরবাবু তোমাকে কি বলেছেন?

কানাই ॥ আমাকে পঁচিশ টাকা বক্‌শিশ দিয়ে বল্লেন- আর হয়তো তার সঙ্গে আমার দেখা হবেনা। জন্মের মত এই শেষ দেখা।

সুনেত্রা॥ তুমি জিজ্ঞেস করলে না—কেন একথা বলছেন?

কানাই ॥ হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বললেন—এই মাঠ ওনাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে।. আজ বিকেলে তাই উনি এইখানে এসে দেহত্যাগ করবেন।

সুনেত্রা ॥ তুমি জেনেশুনে লোকটাকে এইভাবে ছেড়ে দিলে?

কানাই ॥ কি করব—লোকটা যে আমার বস্ হয়ে বসে আছে।

সুনেত্রা ॥ আশ্চর্য ব্যাপার! আমার সঙ্গে কিন্তু কথা ছিল আমিই তাকে হোটেল থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এই মাঠেই বেড়াতে আসব।

কানাই ॥ তাই কথা ছিল বুঝি? তা হ'লে এখানেই ভাল করে খুঁজুন, দেখবেন কোথাও ব্যাটা ঘাপটি মেরে বসে আছে।

সুনেত্রা ॥ এসো তো—ঐ দিকটায় একবার ভাল করে দেখে আসি।

কানাই ॥ চলুন।

[সুনেত্রা ও কানাই লিলির প্রস্থানের পথ দিয়েই চলে যায়। একটু পরে যোগেশ ও অমর একই সঙ্গে চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে দু'দিক দিয়ে প্রবেশ করে। একই অবস্থায় দু'জন দু'জনের দিকে এগোতে থাকে। দু'জনের দৃষ্টি দূরে থাকায় কেউ কাউকে দেখতে পায় না। এগোতে এগোতে একজনের সঙ্গে আর একজন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তারপর কৃত্রিম হাসতে থাকে]

অমর ॥ যোগেশবাবু, আপনি হঠাৎ এখানে?

যোগেশ ॥ বেড়াতে এসেছিলাম। আপনি?

অমর ॥ আমারও অনেকটা একই ব্যাপার। একটু ফ্রেশ এয়ার নিয়ে গেলাম।...অনেকদিন আপনার সঙ্গে দখা হয়নি, কি বলেন?

যোগেশ ॥ কি করে হবে? বিজনেসের চাপ্—

অমর ॥ বাইনাকুলার দিয়ে কি দেখছিলেন, যোগেশবাবু?

যোগেশ ॥ দূরে ছেলেদের ফুটবল খেলা দেখছিলাম। আপনিও তো বাইনাকুলারে কি যেন দেখছিলেন ?

অমর ॥ আমিও চু কিৎ কিৎ খেলা দেখছিলাম। সে যাই হোক এখানে কতক্ষণ থাকবেন ?

যোগেশ ॥ আর থাকব কেন ? খেলা দেখা হয়ে গেল এবার চললাম। আপনি ?

অমর ॥ আমি ধরে নিন চলে গেছি।

যোগেশ ॥ আচ্ছা নমস্কার।

অমর ॥ নমস্কার।

[যোগেশ চলে যায়। অমর দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। অন্যদিক দিয়ে সাধুর ছদ্মবেশে প্রবেশ করে বিনয়]

বিনয় ॥ বোম্‌শংকর !

অমর ॥ তুমি এসে গেছ, ভালই হয়েছে। পরচুলটা আলগা মনে হচ্ছে কেন ? ভাল করে লাগাও নি ?

বিনয় ॥ পরচুলটা কোত্থেকে এনেছেন ?

অমর ॥ কেন ?

বিনয় ॥ মাথার মধ্যে অসম্ভব কুট্‌কুট্‌ করে কামড়াচ্ছে। পরচুলটা পাল্টে দিলে ভাল হোত।

অমর ॥ এখন আর পাল্টাবার সময় নেই। যোগেশ রায় এসে গেছে, ওটা মাথায় দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

বিনয় ॥ (হাত দিয়ে পরচুলটা উঁচু করে মাথা চুলকে নেয়) উঃ কম করে এটার মধ্যে একশ ছারপোকা আছে।

অমর ॥ এতবড় একটা কাজের দায়িত্ব নিয়েছ, আর মাত্র শ'খানেক ছারপোকার কামড় সহ্য করতে পারবেনা ?

বিনয় ॥ কেন পারবনা ? আপনি যান। আমি মাত্র শ'খানেক ছারপোকার কামড় খেতে খেতেই কাজের দায়িত্ব পালন করব।

অমর ॥ আমি তাহলে চললাম।

বিনয় ॥ আসুন—বোমশংকর !

[অমর চলে যায়। বিনয় বেঞ্চের একপাশে বসে মাথাটা আরেকবার চুলকে নেয়। লিলি ও বলাই প্রবেশ করে]

লিলি ॥ তাহলে এখন কি করা যায় বলোতো ?

বলাই ॥ কি আর করেগা, ধৈর্য ধরকে অপেক্ষা করনে পড়েগা।

বিনয় ॥ বোম্ শংকর !

[বলাইয়ের সন্দেহ হতে বিনয়ের দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়]

বলাই ॥ (বুঝতে পেরে) আরে—

বিনয় ॥ (ধমক দেয়) চুপ্ !

বলাই ॥ (হেসে) বুঝা হায়। নাহি বোলেগা। (লিলিকে) সাধু বাবার রাগ হোতা হায়।

লিলি ॥ চলো ঐ দিকটায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি।

[লিলি ও বলাই চলে যায়। অন্যদিক দিয়ে শিশির দু'টিন পেট্রোল হাতে নিয়ে চোরের মত প্রবেশ করে। তাকে দেখে বিনয় হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—"বোম্ শংকর !" শিশির ভয় পেয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটু পরে দেখা যায়, শিশিরের গন্তব্য পথের দিক থেকে একটি লম্বা বাঁশ শূন্য

দিয়ে বিনয়ের মাথার দিকে এগিয়ে আসে। বিনয় একদৃষ্টে বাঁশটির আগমন দেখতে থাকে। বাঁশটি তার মাথায় আঘাত করবার জন্যে ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠতে থাকে। বিনয় ভয়ে দু'হাত দিয়ে মাথা ঢেকে "বোম্ শংকর" বলে চেঁচিয়ে এক দৌড়ে বিপরীত দিক দিয়ে চলে যায়। বাঁশটিও যে পথে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটু পরে শিশির নিশ্চিন্ত মনে সেই স্থানে প্রবেশ ক'রে পেট্রোলের টিন দু'টো বেঞ্চের পেছন দিকে রেখে দেয়। হাত ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বেঞ্চের ওপর ক্লান্তভাবে বসে পড়ে। পর মুহূর্তে প্রবেশ করে সুনেত্রা]

সুনেত্রা ॥ আশ্চর্য লোক আপনি! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

[শিশির লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়]

শিশির ॥ ঐ—মাঠের ঐ দিকটায়। কি সুন্দর কচি কচি ঘাস উঠেছে!

সুনেত্রা ॥ আপনার আমার সঙ্গে আসবার কথা ছিল না?

শিশির ॥ তা ছিল। আমি আগেই চলে এসেছি। ভাল করিনি?

সুনেত্রা ॥ (অভিমানে) খুব ভাল করেছেন! আমি এদিকে দুশ্চিন্তা করছি।

শিশির ॥ দুশ্চিন্তা কেন? এই তো আমি রয়েছি। বলুন আমাকে কি করতে হবে?

সুনেত্রা ॥ আসুন দু'জনে মিলে এই বসন্তের বিকেল উপভোগ করি।

শিশির ॥ (জামার হাতা গোটাতে গোটাতে) আসুন—। (গলা চড়িয়ে) আসুন—।

সুনেত্রা ॥ (হেসে দূরে সরে যায়) এত সহজে ধরা দেব না। আগে বসন্তের গান গাই।

শিশির ॥ (লজ্জার হাসি হেসে) ধ্যাৎ আমার লজ্জা করে।

[সুনেত্রা গলা ছেড়ে গান ধরে—"বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা" শিশির চোখ বুজে গানের তালে তালে মাথা দোলাতে থাকে। সুনেত্রা গান গাইতে গাইতে "আগুন জ্বালা বসন্তে ফুল গাঁথল" লাইনটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্য থেকে বিনয় ফু-র-র. ফু-র-র করে হুইস্‌ল বাজাতে থাকে। হুইস্‌ল বাজবার পর দমকলের ঘণ্টা ঢং ঢং করে বাজতে শোনা যায়। এবং প্রচণ্ড বেগে টিনের চালের ওপর জল পড়বার শব্দও ভেসে আসতে থাকে। নানা-রকমের শব্দ একসঙ্গে কানে আসতেই সুনেত্রা গান থামিয়ে দেয়। শিশির চোখ মেলে তাকায়]

শিশির ॥ একি, দমকলের ঘণ্টা বাজছে কেন ?

সুনেত্রা ॥ কোথাও আগুন লেগেছে নিশ্চয়ই।

শিশির ॥ দাঁড়ান আমি দেখে আসি।

[শিশির সেই দিকে যায় এবং পরমুহূর্তে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করে]

সর্বনাশ করেছে। ছ'টা পনের বাজবার আগেই সমস্ত গোডাউন জল দিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে। দেখুন দেখি কি কাণ্ড হোল ?

সুনেত্রা ॥ তার জন্যে আপনি ভাবছেন কেন ?

শিশির ॥ ভাবব না! ভিজে গোডাউনে আগুন লাগাব কি করে?

সুনেত্রা ॥ সে কি, আপনার কি ঐ গোডাউনে আগুন লাগাবার কথা আছে নাকি?

শিশির ॥ না বাবা বলব না।

সুনেত্রা ॥ আপনি কি বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

শিশির ॥ আপনার না বোঝাই ভাল। এসব অফিসিয়াল কাজ। টপ্ সিক্রেট।

সুনেত্রা ॥ আপনার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। আপনি কি এখানে অফিসের কাজ করতে এসেছেন নাকি?

শিশির ॥ হ্যাঁ। আমি এখন অন ডিউটিতে আছি। (হাত ঘড়ি দেখে) সর্বনাশ ছ'টা দশ। আপনি শীগগির পালান। আপনার বাবা যদি এসে দেখেন আমি আপনার সঙ্গে—পালান, পালান।

সুনেত্রা ॥ সেটা আগে বলবেন তো যে বাবার আসবার কথা আছে। কোন দিক দিয়ে যাব?

শিশির ॥ বাঁ দিক দিয়ে, না না ডান দিক দিয়ে। মাথায় ঘোমটা টেনে যান।

সুনেত্রা ॥ (মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে দিয়ে) আমি কাছাকাছি থাকব।

[সুনেত্রা তাড়াতাড়ি কিছুটা যেতেই সামনে পড়ে যায় যোগেশ রায়। সুনেত্রা উল্টো ঘুরে বিপরীত দিকে যাবার সময় আরেকবার চাপা গলায় বলে যায়—"আমি কাছাকাছিই থাকব।" তখনও নেপথ্য থেকে জল দেবার আওয়াজ ভেসে আসে]

যোগেশ ॥ দমকল জল দিচ্ছে কেন ?

শিশির ॥ কি জানি।

যোগেশ ॥ ন্যাকামো কোরো না ! ঠিক করে বলো কি হয়েছে ?

শিশির ॥ (ঢোক গিলে) ঐ যে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন—উনি 'আগুন জ্বালা বসন্তে ফুল গাঁথল' গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা হুইস্‌ল বেজে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে দমকল জল দিতে আরম্ভ করল।

যোগেশ ॥ ভদ্রমহিলা কে ? আর কেনই বা বসন্তের গান গাইল ?

শিশির ॥ (লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে) আমি যে তার জীবনের বসন্ত—

যোগেশ ॥ কার ?

শিশির ॥ আপনার মেয়ে সুনেত্রা দেবীর।

[যোগেশ পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে। শিশির লজ্জাভরা মুখখানা সেই দিকে ঘোরাতেই দেখতে পায় যোগেশ তার মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ থেকে হাসি উবে যায়। সে প্রাণভয়ে কাঁপতে থাকে। নেপথ্যে জল দেবার শব্দ বন্ধ হয়ে যায়]

যোগেশ ॥ তুমি একটা থার্ডগ্রেড কর্মচারী হয়ে আমার মেয়ের দিকে এগিয়েছ ?

শিশির ॥ আমি এগোতে যাব কেন ? আপনার মেয়েই আমাকে একা পুরুষমানুষ পেয়ে ফুসলিয়েছে।

যোগেশ ॥ সাট্ আপ্। এখুনি গুলি করে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব ! মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও।

শিশির ॥ আমি প্রস্তুত, মারুন গুলি। আমি হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করছি—হাঃ হাঃ হাঃ। মারুন—হাঃ হাঃ হাঃ !

[নেপথ্যে কিছু কথাবার্তা শোনা যায়]

যোগেশ ॥ চুপ ; লোকজন আসছে বলে মনে হচ্ছে ?

শিশির ॥ (কান পেতে) হ্যাঁ লোকজন আসছে। এখন আমাকে মারবেন না, পরে মারবেন। পিস্তলটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলুন, না হলে এ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার বলে ধরা পড়ে যাবেন।

[যোগেশ পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখে]

যোগেশ ॥ তুমি পেট্রোলের টিন দু'টো নিয়ে সরে পড়ো।

শিশির ॥ ঠিক আছে, আমি বেশী দূরে যাব না। যখন আমাকে গুলি করে মারার দরকার হবে ডাকবেন, আমি দৌড়ে চলে আসব।

[শিশির দৌড়ে চলে যায়। অমর ও মিষ্টার সেন প্রবেশ করে]

অমর ॥ যোগেশবাবু, খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুই হোল না।

যোগেশ ॥ না—অল্পের জন্যে ফস্কে গেল।

অমর ॥ (মিষ্টার সেনকে) দিস ইজ দি স্পট মিষ্টার সেন। এখান থেকেই আগুন ধরানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। আপনি অক্লান্ত-ভাবে জল ঢেলে যে উপকার করেছেন তার তুলনা নেই।

মিঃ সেন ॥ না না উপকার আর কি। আমাদের ডক্টরেট অফ এ্যাশ বলেন—জল যদি দিতেই হয় তাহলে একেবারে ফ্লাড করে দেওয়াই ভাল।

অমর ॥ (জোরে হেসে ওঠে) থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ মিষ্টার সেন।

যোগেশ ।। (রেগে) অত জোরে হাসবেন না অমরবাবু। জল ঢেলে আপনি যত আনন্দ করছেন, ঠিক ততো আনন্দ করবার কথা আপনার নয়।

অমর ।। আনন্দ করব না কি বলছেন! এতগুলো টাকা পেমেণ্ট করবার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম, তবু বলছেন আনন্দ করব না।

যোগেশ ।। মোটেই নয়, বরং টাকা দেবার ব্যবস্থাটা পাকাপাকিই করে ফেলেছেন।

অমর ।। তার মানে?

যোগেশ ।। আপনি নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন। আগুন না ধরতেই গোডাউনে জল দেবার আপনাদের কোন রাইট নেই। অথচ আপনারা এত জল দিয়েছেন যে সমস্ত গোডাউনের চিনি গলে বেরিয়ে গেছে। সুতরাং সমস্ত চিনির দামই আপনাকে পেমেণ্ট করতে হবে।

অমর ।। কিন্তু আপনি রীতিমত আগুন ধরিয়েছিলেন। আমার কর্মচারী নিজে চোখে দেখে হুইসল বাজিয়ে সে খবর জানিয়েছে।

যোগেশ ।। তাহলে আসল ব্যাপার শুনুন। একটি মেয়ে মনের আনন্দে মাঠে বসে গান গাইছিল। তার গানের লাইনে কয়েকটি শব্দ ছিল 'আগুন জ্বালা বসন্তে ফুল গাঁথল।' সেই শুনেই আপনার অপদার্থ কর্মচারী হুইসল্ বাজিয়েছে।

মিঃ সেন ।। তাই নাকি? তাহলে তো আমাদের জল দেওয়া অন্যায় হয়েছে। সত্যি যদি আগুন না ধরে থাকে আমরা তো জল দিতে পারি না। কারণ আমাদের ডক্টরেট অফ এ্যাশ বলেন কোন

কিছু পুড়ে ছাই হলেই তাকে আগুন ধরা বলে গণ্য করা হবে। তারপর সেখানে জল ঢালতে হবে।

যোগেশ ॥ মিষ্টার সেন, আপনি এখন একথা বলছেন। জল দেবার সময় তো এসব কিছু ভাবেন নি ?

মিঃ সেন ॥ আমাকে মিস্‌গাইড করা হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছিল হুইসল্ শুনলেই বুঝতে হবে—গোডাউনের সামনের দিক দাউ দাউ করে জ্বলছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকব না। আমি চললাম।

[মিষ্টার সেন চলে যায়। বীরু গেঞ্জি পরে মালকোচা মেরে, হাতে একটা বালতী নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করে]

বীরু ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) স্যার আর জল দেব ? একশ বালতী জল দেওয়া হয়েছে।

অমর ॥ (রেগে) বন্ধ করুন জল। আপনারা সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দেবেন।

বীরু ॥ আচ্ছা স্যার, খুব হাঁপিয়ে গেছি।

[বীরু বালতী হাতে চলে যায়]

যোগেশ ॥ অমরবাবু, আমার এই ক্ষতি-পূরণের টাকাটা কবে আনতে যাব বলুন ?

অমর ॥ (নরম সুরে, হেসে) যোগেশবাবু, ভেতরের ব্যাপারটা আপনিও বুঝতে পারছেন, আমিও বুঝতে পারছি। বিজনেসে আপনারও ব্রেন আছে, আমারও ব্রেন আছে। আসুন আমরা জয়েণ্টলি বিজনেস্ স্টার্ট করি। দু'ব্রেন একসঙ্গে কাজ করলে আমরা অনেক বড় বিজনেস করতে পারব।

যোগেশ ॥ ভেরী গুড প্রপোজাল। সত্যিই তো, আমাদের মত দু'জন পাকালোক যদি এক সঙ্গে কাজ করতে পারি, তাহ'লে যে কোন অসাধ্য সাধন আমরা করতে পারব।

অমর ॥ আমিও তো সেই কথাই বলছি। টাকাটাই কি জীবনের সব কিছু ?

যোগেশ ॥ ডেফিনেটলি নট। আসুন আমরা হাতে হাত মেলাই।

[দু'জন করমর্দন করে। বিনয় প্রবেশ করে]

বিনয় ॥ বোম্ শংকর! আর কতক্ষণ পরচুল মাথায় রাখতে হবে ?

অমর ॥ (গম্ভীরভাবে) আর রাখতে হবে না খুলে ফেল।

বিনয় ॥ ছু মন্তর!

[একটানে পরচুল খুলে ফেলে]

অমর ॥ বিনয়, তুমি বিফোর টাইমে হুইসল্ বাজিয়ে সব কাজ পণ্ড করে দিয়েছ। সুতরাং তোমার মত অপদার্থ কর্মচারাকে আমি এই মুহূর্তে বরখাস্ত করলাম।

বিনয় ॥ বোম শংকর! এত পরিশ্রমের এই প্রতিদান ?

অমর ॥ হ্যাঁ—এই তোমার শাস্তি।

যোগেশ ॥ আমারও একটি ওয়ার্থলেস্ কর্মচারী আছে। তাকেও আমি ডাকছি।

[যোগেশ একটু এগিয়ে গিয়ে—"শিশির" বলে জোরে ডাকে। শিশির বুক ফুলিয়ে প্রবেশ করে]

শিশির ॥ মারুন গুলি হাঃ হাঃ হাঃ। মৃত্যুকে ভয় করি না, হাঃ হাঃ হাঃ।

যোগেশ ॥ তুমি শান্ত হও। তোমাকে একটি কথা বলা প্রয়োজন।

শিশির ॥ বলুন ?

যোগেশ ॥ আমি চিন্তা করে দেখলাম তোমার মত দায়িত্বহীন কর্মচারীর আমার আর প্রয়োজন নেই। সেইজন্যে আজ থেকে আমি তোমাকে বরখাস্ত করলাম।

শিশির ॥ প্রাণটা যে এখনও রয়ে গেল ?

যোগেশ ॥ ওটা থাক। শাস্তি ভোগ করবার জন্যে ওটার দরকার হবে। আসুন অমরবাবু, আমরা ওদিকে গিয়ে বিজনেস্ টক্ করি।

অমর ॥ চলুন।

[যোগেশ ও অমর চলে যায়]

বিনয় ॥ (শিশিরকে) বোম শংকর ! আমারও চাকরী চলে গেছে।

[শিশির ভাল করে একবার বিনয়কে দেখে নেয়]

শিশির ॥ তুই এখানে কেন এসেছিলি ?

বিনয় ॥ আমি এসেছিলাম আগুন নেভাতে। তুই ?

শিশির ॥ আগুন জ্বালাতে।

বিনয় ॥ তাহলে এখন কি করা যায় ?

শিশির ॥ আয় আমরা দু'জনে গলাগলি ধরে কাঁদি।

বিনয় ॥ না না কান্নাকাটি হচ্ছে ওল্ড ফ্যাশান্। তার চাইতে নতুন কিছু করি।

শিশির ॥ কি করব বল ?

বিনয় ॥ আয় আমরা পাথর হয়ে যাই।

শিশির ॥ বেশ—তুই ওয়ান টু থ্রি বল।

বিনয় ॥ ওয়ান—টু—থ্রি—

[বিনয় ও শিশির একসঙ্গে স্ট্যাচু হয়ে যায়। সুনেত্রা ও লিলি হাসতে হাসতে প্রবেশ করে]

লিলি॥ (বিনয়কে) মনে করেছেন সাধুর বেশ নিলে আপনাকে কেউ চিনতে পারবে না? আমার কাছে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয় বুঝেছেন?

সুনেত্রা॥ (বিনয়কে) হামমুর্গ জার্মান সাহেব। জার্মান ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের হঠাৎ এই দুরবস্থা কেন?

[বিনয় কোন কথা না বলে শিশিরের দিকে একবার তাকায়]

কি হোল কথা বলছেন না কেন? বাক সংযম করেছেন নাকি?

লিলি॥ (শিশিরকে) শুনলাম কবি মলয়কুমার নাকি দেহত্যাগ করবেন? কিসের দুঃখে জানতে পারি? কবিবর কথা বলুন—

শিশির॥ (রেগে) কোন ব্যাটা কবি? আমার চোদ্দগুষ্টি কোনদিন কবিতা লেখেনি!

লিলি॥ সে আর বলতে হবেনা। আমি আর সুনেত্রা দু'জনেই দু'জনের কাছে ধরা পড়ে গেছি। আপনাদের আসল পরিচয়ও আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে। আপনারা সত্যি ভাল অভিনয় করেছেন।

শিশির॥ আমরা অভিনয় করেছিলাম চাকরী পাবার লোভে। আপনারা অভিনয় কেন করেছিলেন বলতে পারেন?

লিলি॥ মজা করবার জন্যে। আমার আর সুনেত্রার মাথায় মাঝে মাঝে এইরকম দুষ্টু বুদ্ধি কাজ করে, আর আমরা তাই নিয়ে নানারকম মজা করি।

বিনয়॥ কাজটা খুব ভাল করেন না। আমরা ভদ্রলোকের ছেলে।

আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ইয়ো ইয়োর মত ঘুরিয়ে মজা করা অত্যন্ত অন্যায়।

সুনেত্রা॥ (গম্ভীরভাবে) দেখুন বিনয়বাবু, আমরা যে-ভাবে খুশী সেই ভাবে মজা করব। এ বিষয়ে আপনাদের কোন রকম উপদেশ আমরা শুনতে চাই না। আমাদের জন্যে আপনাদের দু'জনের যে পরিশ্রম হয়েছে, তারজন্য আপনাদের দু'জনকেই দু'টো চাকরী দেওয়া হয়েছে।

বিনয়॥ খুব চাকরী দিয়েছেন, কাজে জয়েন করতে না করতেই স্যাক্!

সুনেত্রা॥ তারমানে?

শিশির॥ আমাদের চাকরী চলে গেছে। আপনাদের দু'জনের বাবা পার্টনারশিপ বিজনেস স্টার্ট করে আমাদের দু'জনকেই চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

সুনেত্রা॥ নিশ্চয়ই আপনারা ঠিকমত কাজ করতে পারেননি।

শিশির॥ লাইফ রিস্ক করে কাজ করেছি জানেন?

বিনয়॥ একশ ছারপোকার কামড় সহ্য করেছি বুঝেছেন? মাপ করবেন আমি আর কথা বলতে পারব না। কারণ অলরেডি আমি পাথর হয়ে গেছি।

[বিনয় আবার স্ট্যাচু হয়ে যায়]

সুনেত্রা॥ বাবা আর কাকাবাবু কোনদিকে গেছেন?

শিশির॥ ঐদিকে গিয়ে বিজনেস টক করছেন।

সুনেত্রা॥ আচ্ছা আমরা জিজ্ঞেস করে দেখছি, কি হয়েছে। আয় লিলি।

[সুনেত্রা ও লিলির প্রস্থান]

বিনয়॥ চাকরীটা আবার হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

শিশির॥ কি করে বুঝলি?

বিনয়॥ দু'জনের চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম দারুণ সিমপ্যাথেটিক এক্সপ্রেশন।

শিশির॥ তাহলে আমাদের আর পাথর না হওয়াই ভাল।

বিনয়॥ না, না, কিছ্ছু দরকার নেই। আয় আমরা নর্মাল্ হয়ে যাই।

[দুজনেই হাসিমুখে স্বাভাবিক হয়ে যায়। যোগেশ, অমর, সুনেত্রা ও লিলি একসঙ্গে প্রবেশ করে]

যোগেশ॥ আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি সুনি, কি করে তুমি এইরকম ওয়ার্থলেস লোককে চাকরীর জন্যে রেকমেণ্ড করেছ? তুমি কি চাও এইরকম একটা লোকের জন্যে আমার লক্ষ লক্ষ টাকা লস্ হয়ে যাক, আমার আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটুক।

সুনেত্রা॥ আমি কখনও তা চাই না বাপী। আমি বুঝতে পারিনি শিশিরবাবু তোমার এই রকম ক্ষতি করবে।

অমর॥ লিলি, তুমি কি চাও বিনয়ের জন্যে তোমার ড্যাডির বিজনেস ডকে উঠে যাক, সোসাইটি থেকে আমাদের স্ট্যাটাস নেমে আসুক?

লিলি॥ না, না ড্যাডি, আমি তা চাই না। আমি আর সুনেত্রা জোক করতে গিয়ে এদের দু'জনকে দরকার হয়েছিল। আর দরকার হবে না। এখন বরখাস্ত করেছ বেশ করেছ।

যোগেশ॥ ভেরীগুড্। তোমরা অনেক বড় ঘরের মেয়ে ভুলে যেও

না। তোমাদের পজিশন অনেক ওপরে। এই সমস্ত ভবঘুরেদের জন্য তোমরা অযথা কেন ভাববে ?

[হরপ্রসাদ হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে]

হরপ্রসাদ ॥ এই যে তোমরা এখানেই রয়েছ। তোমাদের খোঁজেই আমি এসেছি। (শিশির এবং বিনয়ের দিকে চেয়ে) একি, শিশির আর বিনয়ের এই অবস্থা কেন ?

যোগেশ ॥ আমরা ওদের বরখাস্ত করেছি।

হরপ্রসাদ ॥ কেন ?

সুনেত্রা ॥ জানো দাদু, শিশিরবাবুর জন্যে বাপীর লক্ষ লক্ষ টাকা লস্ হয়ে যাচ্ছিল।

লিলি ॥ বিনয়বাবুর জন্যেও ড্যাডির এতবড় কোম্পানী নষ্ট হতে বসেছিল।

হরপ্রসাদ ॥ তাই নাকি ? তাহ'লে যা করেছ ভালই করেছ। এই রকম কর্মচারী থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। এমনি এমনি ছাড়লে কেন ? জেলে ঢুকিয়ে দাও।

[গৌরীপ্রসাদ প্রবেশ করে]

গৌরীপ্রসাদ ॥ এক্সকিউজ মি। যোগেশবাবু এবং অমরবাবু, আপনাদের দুইজনকেই পুলিশষ্টেশনে যেতে হবে। ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট।

অমর ॥ (অবাক হয়ে) আপনি ?

[গৌরীপ্রসাদ পকেট থেকে কার্ড বার করে দেয়]

অমর ॥ (কার্ড পড়ে) ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ গৌরীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী !

গৌরী ॥ ইয়েস্।

অমর ॥ কিন্তু আমাদের অপরাধ কি বুঝতে পারছি না।

গৌরী ॥ মিসইউজ অফ ফায়ার সার্ভিস। আগুন না ধরতেই বিনা কারণে দমকল ব্যবহার করেছেন। যোগেশবাবুর অপরাধ আরো মারাত্মক। গুদামে আগুন ধরানোর চেষ্টা করেছিলেন।

যোগেশ ॥ না, না আমি করিনি। আমার নিজের গুদামে আমি কেন আগুন ধরাতে যাব? আপনি শিশিরকে এ্যারেষ্ট করুন। হি ইজ দি কালপ্রিট। সে-ই আগুন ধরানোর চেষ্টা করেছিল।

অমর ॥ ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি বিনয়কেও এ্যারেষ্ট করুন। তারই অপদার্থতার জন্যে দমকল মিসইউজ হয়েছে।

গৌরী ॥ (চড়াগলায়) নিজেদের বাঁচাবার জন্যে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করবেন না। আমি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু নিজে চোখে দেখিছি। অসৎ উপায়ে বেশীদিন অর্থ উপার্জন করা যায় না জানবেন।

হরপ্রসাদ ॥ দেখুন ইন্সপেক্টরবাবু, যা হবার হয়েছে। দয়া করে এদের ছেড়ে দিন।

গৌরী ॥ আপনি কে?

হরপ্রসাদ ॥ আমি যোগেশের হতভাগ্য শ্বশুর। আর অমরও আমার সন্তানের মত। আপনাকে পাঁচ হাজার টাকার চেক দিচ্ছি। এটা নিয়ে আপনি এদের রেহাই দিন।

গৌরী ॥ পুলিশ অফিসারকে ঘুষ দিতে চাইছেন? ইউ আর অলসো আণ্ডার এ্যারেষ্ট। আপনাকেও থানায় যেতে হবে।

[সুনেত্রা ও লিলি কাঁদতে আরম্ভ করে]

যোগেশ ॥ ইন্সপেক্টরবাবু, আমরা অপরাধ স্বীকার করছি।

গৌরী ॥ আমার কাছে স্বীকার করে কোন লাভ হবে না। আদালতে গিয়ে যা বলবার বলবেন।

যোগেশ ॥ আদালত পর্যন্ত আর দয়া করে টানাটানি করবেন না। মান সম্মান সব নষ্ট হয়ে যাবে। আপনাকে কথা দিচ্ছি আগে যা করেছি করেছি, এরপর আর অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করব না।

গৌরী ॥ বিপদে পড়লে সবাই ওকথা বলে। আমি জানি ছেড়ে দিলে আপনারা আবার এই কাজ আরম্ভ করবেন।

যোগেশ ॥ প্রমিস্ করছি, কোনদিন এমন কাজ করব না।

গৌরী ॥ বেশ, আপনাদের আমি ছাড়তে পারি একটি কণ্ডিশানে।

যোগেশ ॥ বলুন কি কণ্ডিশান?

গৌরী ॥ আপনারা যে দুজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছেন, তাদের এখুনি আবার চাকরীতে বহাল করতে হবে।

যোগেশ ॥ এ আর বেশী কথা কি? এখুনি করে দিচ্ছি। (হাসি-মুখে) শিশির, তোমাকে আমি আবার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিলাম।

শিশির ॥ আমি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করলাম।

অমর ॥ বিনয়, তোমার চাকরী আজ থেকে পারমানেণ্ট।

বিনয় ॥ ঠ্যালার নাম বাবা!

গৌরী ॥ যোগেশবাবু, অমরবাবু আপনারা দুজন এখান থেকে যান। হরপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

যোগেশ ॥ এখুনি চলে যাচ্ছি। আসুন অমরবাবু, ইমিডিয়েটলি চলে যাই—

অমর ॥ চলুন।

[দুজনে প্রচণ্ড বেগে চলে যায়। একটু পরে হরপ্রসাদ হাসতে হাসতে গৌরীপ্রসাদের দিকে এগিয়ে যায়]

হরপ্রসাদ ॥ থ্যাংক ইউ গৌরীপ্রসাদ। কাজটা যে তুমি এত সহজে সমাধা করতে পারবে ভাবতে পারিনি। সাধে কি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তোমাকে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার করেছিল, রায় বাহাদুর টাইটেল দিয়েছিল।

গৌরী ॥ তা তো করেছিল—কিন্তু আমি একজন রিটায়ার্ড বুড়ো লোক। আমাকে দিয়ে এইভাবে পরিশ্রম করানো তোমার অত্যন্ত অন্যায় হরপ্রসাদ।

হরপ্রসাদ ॥ কি করব বল? এরা যেভাবে অর্থ উপার্জন করে সেটা চেক করা দরকার। কোনদিন হয়তো সত্যি সত্যি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল খেটে মরবে।

[সবাই অবাক হয়ে যায়]

সুনেত্রা ॥ দাদু, তোমার ভেতরে ভেতরে এইসব কাণ্ড করা হচ্ছে?

হরপ্রসাদ ॥ (গম্ভীর হয়ে) সুনি, লিলি, তোমাদের ওপর আমার এতদিন উঁচু ধারণা ছিল। কিন্তু শিশির আর বিনয়ের ওপর তোমরা যে ব্যবহার করেছ, তাতে আমার সমস্ত ধারণা পালটে গেছে। ঠাট্টা-তামাশা মানুষের জীবনে থাকা ভাল। কিন্তু মনুষ্যত্ব হারানো ভাল নয়। চাকরী দুটো ওদের কতটা প্রয়োজন তা তোমরা ভাবনি। ভাবতে চেষ্টা করনি। তোমরা মজা করতে গিয়ে ওদের দু'জনকে হাতের পুতুল বানিয়েছ, যতদূর পেরেছ নামিয়ে দিয়েছ। না না, প্রাণ বলে কোন পদার্থ তোমাদের নেই।

লিলি ॥ আমাদের অন্যায় হয়েছে দাদু। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।

হরপ্রসাদ ॥ যাও, ওদের দু'জনের পায়ে ধরে ক্ষমা চাও

[লিলি ও সুনেত্রা মাথা নীচু করে বিনয় ও শিশিরের দিকে এগোতে থাকে। শিশির বাধা দেয়]

শিশির ॥ থাক থাক, এগোবেন না। চাকরী দু'টো ফেরত পেয়েছি সেই আমাদের বাপের ভাগ্যি। (আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে) কানাই—

বিনয় ॥ (একইভাবে) বলাই—

শিশির ॥ কানাই—

বিনয় ॥ বলাই—

[সকলের মুখ হাসিতে ভরে যায়। পর্দা নেমে আসে]